মহানবীর (সা)
সীরাত
কোষ
খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

মহানবীর (সা) সীরাত কোষ

খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২০৪

২য় প্রকাশ (১ম সংস্করণ)

রজব	১৪২২
আশ্বিন	১৪০৮
সেপ্টেম্বর	২০০১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৯২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MOHANABIR SIRAT KOSH by Khan Moslehuddin Ahmed. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Net Price : Taka 92.00 Only.

লেখকের কথা

আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ (সা)-এর ঘটনাবহুল জীবনী বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় লিখিত হয়েছে। তারপরও এ লেখা ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং বর্ধিত আকারে চলছে। তিনি যে সকল কার্যাবলী নিজে করে গেছেন কিংবা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে তার সঠিক সন, তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে মতান্তর রয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হিজরতের পূর্বে আরব দেশে বৎসর গণনার উপর খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হত না। কোন কিছুর হিসাব করতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার অবতারণা করা হত। এ ছাড়াও তখনকার দিনে লিখিত ভাবে কোন কিছু রাখার প্রচলন ছিল খুবই কম। নবী করীম (সা)-এর জীবনী বই আকারে লেখা শুরু হয় তাঁর ওফাতের অনেক পরে। তৎকালীন আরববাসীর মেধাশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বড় বড় কিতাব, হাজার হাজার হাদীস থাকত তাদের মুখস্ত। দিন যতই অতিবাহিত হয় ঘটনাও বিস্মৃতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আরবী পণ্ডিতগণ, সাহাবা, তাবে-তাবেয়ীদের মুখ থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে হিসাব নিকাশ করে হুজুর (সা)-এর সময়কালীন ঘটনাবলীর সঠিক সন, তারিখ, সময় ও স্থানের নাম লিপিবদ্ধ করেন। তাও আলাদা কোন বই আকারে নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কুরআন,তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস, গল্প, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা লিপিবদ্ধকরণের মধ্যে ইতস্ততভাবে আরবী পণ্ডিতগণ লিখে গেছেন। তাই বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে আসছে। তবে বাংলা ভাষায় এ ধরনের সন, তারিখ ও ঘটনাবলীর নির্ঘন্ট সম্বলিত কোন বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ পাক আমাকে তওফীক দিয়েছেন মহানবীর (সা) সীরাত কোষ নামে এই পুস্তকখানি মাতৃভাষায় সংকলন করতে আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত বিভিন্ন কিতাব হতে এই বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যে কিতাব হতে ঘটনা, সন, তারিখ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে সেই কিতাবের উদ্ধৃতি ফুট-নোট আকারে কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবীর (সা) সীরাত কোষ লিখতে আমাকে অনেকেই সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তবে যাদের সহায়তা না পেলে লেখা সম্ভব হত না তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সংস্কৃতি ও দাওয়া বিভাগের পরিচালক বন্ধুবর মাওলানা সিরাজুল হক। উভয়েই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। নবী করীম (সা)-এর শাফায়াত তাদের উভয়ের নছিব হউক মহান আল্লাহর দরবারে এই কামনা করছি। বইটির সংশোধনী দেখে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বিশ্বকোষ বিভাগের মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল ও আমার সহকর্মী আব্দুস সাত্তার বগুড়ী। আল্লাহ পাক তাদের উত্তম জাযা দিন।

সর্বশেষে বইখানা ২য় ও বর্দ্ধিত সংস্করণের প্রকাশক আধুনিক প্রকাশনীকে আল্লাহপাক যেন ইসলামী বই প্রকাশ করার আরও তওফিক দেন। আমরা ভুল-ত্রুটিমুক্ত নহি। পাঠকগণ অনুগ্রহ করে অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের প্রচেষ্টা নেব।

খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ
চীফ লাইব্রেরীয়ান
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বইখানির
১ম সংস্করণ ঃ শতদল প্রকাশনী
এবং
২য় সংস্করণ ঃ আধুনিক প্রকাশনী

'সূচীপত্র'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সীরাত আলোচনা ঃ কেন ও কিভাবে

মুসলমানদের মাঝে বহু লোক এমনও আছে যারা নিছক সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যেই সীরাত আলোচনার সাথে পূর্ণ আন্তরিকতা রাখে। অবশ্য একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, রাসূলের (সা) সান্নিধ্যলাভের প্রতিটি পদক্ষেপই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং এ থেকে সওয়াবের আশা রাখাও বাঞ্ছনীয়। তবে এ পদক্ষেপের সর্বপ্রথম দাবী তো নিজ জীবন সেই ছাঁচে গড়ে তোলা।

একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, রাসূলের (সা) নৈতিক ও আত্মিক মান অন্য যে কোন ব্যক্তির তুলনায় শত শত গুণ উর্ধে। তাঁর সীরাতে অনেক অসাধারণ কাজ-কর্মও দেখা যায়, বহু অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ পরিচয়ও মিলে এবং তাঁর কাছে ফিরিশতাদের আনাগোনাও হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও সেই পবিত্র জীবনী তো আসলে একজন মানুষেরই জীবন-চরিত এবং এর শ্রেষ্ঠত্বের ভিতই হল এই যে, এ ধরনের অনুপম জীবন-চরিত একজন মানুষই পেশ করেছিলেন যাঁর সমস্ত কার্যাবলী প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি ও মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক রীতি-নীতির আওতাধীন এবং যাঁর সাফল্যের প্রতিটি সোপানে রয়েছে অসংখ্য ত্যাগ-তিতিক্ষার বাস্তব নমুনা। তা একজন মানুষের জীবনী হয়েই আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে এবং একে সামনে রেখেই আমরা জীবন-পথে চলার শিক্ষা পেতে পারি — এ থেকে সাহস ও সংকল্পের প্রেরণা পেতে পারি। এর মূলনীতিগুলোর অনুসরণ করতে ও তা থেকে কর্তব্য পরায়ণতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এর থেকে মানবতার সেবা করার সবক নিতে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হওয়ার ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করতে পারি।

রাসূলের (সা) সীরাতকে যদি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ বানিয়ে রাখা হয় অথবা তাঁকে যদি অতিমানবের রংগে রঞ্জিত করে দেখানো হয় তাহলে তাঁর জীবনী থেকে মাটির মানুষের গ্রহণযোগ্য আদর্শ কি-ই বা থাকতে পারে ? অনুরূপ সত্ত্বার আলোচনা থেকে আমরা প্রভাবিত হতে পারি, কিন্তু তার সম্পূর্ন অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। ফলে যেখানে 'আকিদা-বিশ্বাসের এহেন বিশেষ রং যতই গাঢ় হতে থাকুক, সেখানে বাস্তব জীবন ও দৈনন্দিন কাজকর্ম রাসূলের (সা) অনু-করণ হতে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য হতে এমন কিছু ভাব প্রবণতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে যাকে বীরপূজা বলা যায়। এ ভাব প্রবণতা প্রকৃতির দিক থেকে জাতি-পূজার প্রেরণা ও উন্মাদনারই প্রতিচ্ছবি বা এক ধরনের জাতীয় অহমিকা,

যা অন্যান্য জাতির সম্মুখে নিজ নিজ উল্লেখযোগ্য পূর্বপুরুষদের ব্যক্তিত্বের প্রচারনা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ প্রবণতা যেন একথা বলিয়ে বেড়ায় যে, দেখ, আমাদের মাঝে এমন এমন মহত ব্যক্তিত্ব রয়েছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অমুক অমুক বিশিষ্ট মনীষীর আগমন হয়েছে, তাঁদের এসব স্মরণীয় কীর্তিও মওজুদ রয়েছে — আমরাই এগুলোর উত্তরাধিকারী এবং এগুলো আমাদেরই গৌরবের বিষয়। এ ভাব প্রবণতার লক্ষণ বা পরিচয় এই যে, এটা সর্বদাই অন্তঃসারশূন্য হয়ে থাকে, আর এ ভাব প্রবণতায় প্রভাবিত প্রতিটি জাতি তাদের কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ও অন্যান্য স্মরণীয় দিনগুলো অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে উদযাপন করে থাকে। কিন্তু এসব দিবস পালনের মাধ্যমে সে ব্যক্তিত্বের কোন গুণ-গরিমা বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এদের মাঝে প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে না। মানবতার যেসব আদর্শ এরা অন্যদের সামনে সদম্ভে প্রচার করে বেড়ায়, সেগুলোর কোন বাস্তব প্রতিচ্ছবি না এদের জীবনে কখনো দেখা যায়, না সেগুলো গ্রহণের প্রতি সত্যিকারভাবে তাদের কোন মন-মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ঠিক এ ধরনের দৃষ্টিভংগি নিয়ে 'রাসূলের (সা) সীরাত' আলোচনার উদ্দেশ্যে যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেগুলোতে সর্বদা একই রকমের আলোচনা হয়ে থাকে, অথচ দৈনন্দিন জীবনে তার কোন প্রকার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় না।

সীরাত আলোচনার তৃতীয় ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভংগি হলো, রসূলের (সা) উপস্থাপিত আদর্শকে একটি পূর্ণাংগ জীবন-বিধান হিসাবে গ্রহণ না করে একে নিছক একটা ধর্মীয় মর্যাদা দান করা। এ ধরনের চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকদের বিশ্বাস হল, মহানবী (সা) কেবল কতিপয় 'আকীদা-বিশ্বাস, কিছু রীতি-নীতি, কতকগুলো অযিফা-কালাম, কিছু চরিত্র সংশোধনী এবং কতিপয় ফিক্‌হের হুকুম-আহ্‌কাম নিয়ে মানুষের কাছে এসেছিলেন। আর তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল এমন কিছু লোক তৈরী করে যাওয়া যারা ব্যক্তিজীবনে মুসলমান থাকবে অথচ কর্মজীবনে ইসলাম বিরোধী কোন নিকৃষ্ট মতবাদ প্রচার ও প্রসারের অকপট কর্মীও হতে পারে। এ জাতীয় ব্যক্তিরা মহানবী (সা) হতে পবিত্রতা, সালাত, সিয়াম, নফল মোরাকাবা ও ব্যক্তি চরিত্র পরিশুদ্ধি — ইত্যাদির সীমা পর্যন্তই কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ বা ফয়েয হাসিল করে থাকে। অথচ তাদের সামাজিক ও পৌরজীবনের পরিসরে তারা সম্পূর্ণ অচেতনভাবে যে কোন আল্লাহদ্রোহী শক্তিরই কাজে আসে এবং প্রতিটি বিপর্যয়ের সাথে আপোষরফা করে নেয়। এরা মহানবীর (সা) পবিত্র সীরাতের অসংখ্য মূল্যবান অধ্যায় বিস্মৃতির অতলগহবরে নিক্ষেপ করে কেবল তাঁর একটা ভূমিকার অনুকরণের মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

উল্লিখিত ভ্রান্ত ভাবধারাগুলো পরিবেশের আনুকূল্য পেয়েই জীবিত রয়েছে ও প্রসারিত হয়েছে। আজকের পরিবেশ উক্ত ভ্রান্ত ভাবধারার জন্য তৈরী কেন্দ্ররূপে এমনভাবে বিরাজমান রয়েছে যে, যেসব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম, সেগুলোর জন্য চাই এক বিশেষ ধরনের মানুষ, সেসব মেশিনের জন্য প্রয়োজন এক নতুন ধরনের যন্ত্রাংশের। সেগুলো মানব জাতির মধ্যে অন্য ধরনের সীরাত থাকা কামনা করে এবং সেগুলোর কাজ অন্য কোন চিন্তা ও কার্যক্রমের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। অন্য কথায়, আজকের পরিবেশে দৈনন্দিন জীবনে সে পদ্ধতির রাজনীতির যেন কোন প্রয়োজনই নেই যার বাস্তব নমুনা পেশ করে গেছেন মুহাম্মদ (সা) তাঁর সারাজীবন ধরে। এ চুলবিহীন শিরে সে চিন্তা ও কাজের সিথি নেই, যা মহানবী (সা) এর পবিত্র জীবনী থেকে পাওয়া যায়।

আধুনিক জীবন পদ্ধতির সামাজিক ব্যবস্থা যে ধরনের মন্ত্রী, বিচারক, এডভোকেট, জজ, নেতা, সাংবাদিক, সৈন্য, সেনাপতি, কোতোয়াল, পেয়াদা, তহসীলদার, সার্ভেয়ার, কমিশনার, একাউন্ট্যান্ট, ভূ-স্বামী, চাষী, গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক এবং সাধারণ কুলি-মজুর কামনা করে, তাদের মানবিক চিত্র ওসব লোকদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাদের প্রদর্শনী বিশ্বনেতা মহানবী (সা) ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে গেছেন। আধুনিক যুগের চাহিদা মুতাবিক ঘরে ঘরে অসংখ্য সন্তান-সন্ততি প্রেমময় মাতৃক্রোড় ও স্নেহভরা পিতৃনীড়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক এক ব্যক্তির জন্য সুদীর্ঘ বিশটি বছর অতিবাহিত করে তাদের কাজের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে নিচ্ছে। সমাজের দাবির মতই প্রতিটি বুদ্ধিজীবী নিজের জ্ঞান-গরিমা ও কাজ-কর্মকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করার উদ্দেশ্যে সারাটি জীবন ব্যস্ত থাকছে। এ সমাজ ব্যবস্থা যা কিছু পছন্দ করে, সমাজ নিজেই সেগুলো ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়। পক্ষান্তরে এ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে যা কিছু ঘৃণ্য ও অশোভনীয়,সেগুলো নির্মূল করার জন্য পরিবেশের পূর্ণ শক্তি ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। আজকের সমাজ ব্যবস্থা যে জাতীয় কথাবার্তা ভালবাসে, মুখগুলো হতে সে জাতীয় কথাই বেরিয়ে আসে, যে পোশাক-পরিচ্ছদ পছন্দ করে, সে পোশাক-পরিচ্ছদই দেহের ভূষণ হয়ে পড়ে। এর এক ইংগিতে রক্ষণশীল এবং লজ্জাশীল পরিবারের বৌ-কন্যাদেরও মাথার ঘোমটা খসে পড়ে। প্রচলিত প্রথা যে আচার-আচরণকে সম্মানজনক বলে প্রচার করে, তা-ই সম্মানের বস্তু বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে; আর তা-ই ঘৃণ্য আচরণরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে, যাকে প্রচলিত সভ্যতা ঘৃণার চোখে দেখে। এ সভ্যতা যেসব বিষয়কে সমর্থন দেয়, সেগুলোই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে থাকে, আর যেগুলোর প্রতি এর সমর্থন নেই, সেগুলো হয় পরিত্যাজ্য। এ সভ্যতা নিজেই ক্ষমতায় চেপে বসে এবং

অন্যদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃতি আদায় করে নেয় বলে অন্যান্য প্রবীণ কর্তৃত্ব ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটে। কোন কোন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি বা পরিবার এ পরিবেশের তীব্র প্রবাহের বিরোধিতা করে বটে। কিন্তু আর্থিক দীনতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার চাপ এতই প্রবল যে, একটু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই তার অংগ-প্রত্যংগে জড়তা এসে যায় এবং সে নিজেই পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। পরিণামে দেখা যায়, গোটা বিশ্ব সচেতনে বা অবচেতনে পরিবেশের চাহিদা মাফিক নিজ নিজ চরিত্র গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় বিশ্ববাসী বিশ্বনেতার সীরাত নিয়ে বই-পুস্তক লিখুন বা পড়ুন আর সভা-সমিতি করে বক্তৃতা করুন বা শুনুন, কিন্তু তাকে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার রুচি তারা কিভাবে পাবে?

সত্য বলতে কি, মহানবীর সীরাতে তো ওসব লোকদের জন্য কোন প্রকার সওগাত নেই, যারা কোন অনৈসলামী ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে এবং তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম কোন বাতিল পন্থানুসারে সমাধা হয়ে থাকে। এ জাতীয় লোকেরা মহানবীর জীবনী পাঠ করে মাথা নাড়তে পারে, এখানে তাদের মনের খোরাক পেতে পারে বা এতে করে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে পারে; কিন্তু এ জীবনাদর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ জীবন গঠনের প্রেরণা তারা কোত্থেকে পাবে? আসলে তাদের চিন্তার জড়তা কাটার কোন সম্ভাবনাই নেই।

মুহাম্মদ (সা) এর জীবন-চরিত 'সোহরাব-রুস্তমের' কাহিনী নয়, 'আলফ-লায়লা'র গল্প বা অন্য কোন কল্পিত কাহিনীও এটা নয়। মহানবীর জীবনীকে শিক্ষা সাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে শুধু গণ্য করলে কিছুতেই তার মর্যাদা রক্ষা করা হবে না, আমাদের মানসিক প্রশান্তি গ্রহণের বস্তু হিসেবে তাকে ব্যবহার করলেও তার সত্যিকারের হক আদায় হবে না। তাঁর জীবন-চরিতকে নিছক জাতীয় গৌরব অর্জনের প্রেরণা ও সান্ত্বনা লাভের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেও তার যথার্থ মর্যাদা দেয়া হবে না।

আমাদের সমাজে এসব ভ্রান্ত চিন্তাধারা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং মূলত এসব ভাবধারাই সীরাত আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রতি বছর আমাদের দেশে কি পরিমাণ মীলাদ মাহফিল ও নবী-চরিত সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে, তার হিসাব রাখে কে? মাত্র রবিউল আউয়াল মাসেই তো কত শত বক্তৃতা ও আলোচনা ভেসে বেড়ায় ইথারের সাথে, লেখা হতে থাকে শত বই পুস্তক, কত পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বের হতে থাকে, কত না'ত-গযল রচনা করেন কবিরা, স্থানে স্থানে কাওয়ালদের কণ্ঠে কত না'ত গযল গেয়ে বেড়ায়, কত সব বাণী ও ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে নেতৃবৃন্দের পক্ষ হতে।

বিচিত্র ধরনের আয়োজন হতে থাকে দাওয়াত ও মেহমানদারীর জন্য। হাজার হাজার টাকা ব্যয় হতে থাকে শহরে-বন্দরে সাজ-সজ্জায় ও তোরণ নির্মাণে।

আমাদের মধ্যে কতিপয় লোক রয়েছে যারা আধুনিক যুগে মহানবীর দিয়ে যাওয়া জীবন-পদ্ধতিকে অচল ও অকেজো বলে বেড়াচ্ছে। তারা এমন ধরনের লোক যারা সাইয়্যিদুল মুরসালীনের শিক্ষা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে, যারা তাঁর সীরাত, সুন্নত ও হাদীসের সমস্ত রেকর্ড নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করতে চায়, যারা কুরআন শরীফকে তার আনয়নকারী ব্যক্তিত্বের তেইশ বছরের 'ইবাদাত' সংগ্রাম ও চিরস্থায়ী আন্দোলনী কাজ কর্ম থেকে পৃথক করে দিতে চায়। অধিকন্তু তারা মহানবী (সা)-এর অস্তিত্বকে একটি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে পেশ না করে তা থেকে মানবজাতির দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তার চাইতেও ধৃষ্টতার ব্যাপার এই যে, আমাদের সমাজে মহানবী (সা)-এর কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের নামে আধুনিক ভ্রান্ত সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করে গঠন করার জন্য প্রয়াস চলছে। আর তা হচ্ছে এক স্বচ্ছ মানবতার একান্ত নতুন প্রতিচ্ছবিকে বিশ্বশক্তির রুচি-মাফিক তৈরি করার হীন ষড়যন্ত্র।

আমরা সীরাত আলোচনার সঠিক-মৌলিক দৃষ্টিভংগী হারিয়ে বসেছি এবং উক্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারাগুলোই আমাদের মধ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এজন্যই আজ দু'জাহানের নেতার মুহব্বত ও শ্রদ্ধার অসংখ্য প্রদর্শনী সত্ত্বেও এবং তাঁর জীবনাদর্শের জন্য এতসব মানসিক চেষ্টা-সাধনার পরেও আমাদের ইতিহাসে সে ধরনের কোন নতুন ব্যক্তি তৈরি হচ্ছে না যার পূর্ণাঙ্গ নকশা নবী-ই-করীম (সা) দুনিয়াতে রেখে গেছেন।

মহানবীর জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে ততদিন পর্যন্ত প্রতিফলিত হবে না যতদিন আমরা সে আদর্শের জন্য তাঁরই মত সর্বাত্মক ইবাদাতে রত না হব, যার প্রতিষ্ঠার পেছনে কুরবান ছিল তাঁর সারাটি জীবন। সে চেষ্টা-সাধনাই অনুরূপ জীবনাদর্শ সৃষ্টির বাহন ও ক্ষেত্র দু'টোই।

মুহাম্মদ (সা) এর জীবনাদর্শ তো কোন সাধারণ ব্যক্তি বিশেষের জীবনাদর্শ নয়। বরং তা'হচ্ছে মানবীয় রূপধারী এক ঐতিহাসিক শক্তির কাহিনী। তা এমন কোন দরবেশের কার্যাবলীও নয়, যিনি সমাজের বাইরে থেকে আত্মশুদ্ধিতে মশগুল থাকেন। আসলে এটা হল সে মহান অস্তিত্বের রহস্য যা ছিল একটা সমাজ বিপ্লবের জীবন্ত প্রাণশক্তি। এতো একজন মানুষের নয় বরং মানুষের স্রষ্টারই প্রতিধ্বনি। এ জীবনীতে নিহিত রয়েছে যুগস্রষ্টার কীর্তিসমূহ। একটি পূর্ণাংগ দল। একটি বিপ্লবী আন্দোলন এবং একটি সমাজ কাঠামোতেই সে কীর্তির বিশ্লেষণ সন্নিহিত রয়েছে।

বিশ্বনেতা মুহাম্মদ (সা) এর জীবনাদর্শ হিরাগুহা হতে সূরগুহা পর্যন্ত, পবিত্র কা'বা হতে তায়েফের বাজার পর্যন্ত এবং মু'মিন মাতাদের গৃহকক্ষ হতে যুদ্ধের প্রান্তর পর্যন্ত সর্বত্রই প্রসারিত ও বিরাজিত। এর চিহ্নসমূহ অসংখ্য ব্যক্তির জীবন-ইতিহাসের পাতাসমূহের সৌন্দর্য হয়ে আছে। হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আম্মার, ইয়াসির, খালিদ, খোয়াইলিদ, বিলাল ও সোহাইব (রা) — সবাই ছিলেন একই আদর্শ পুস্তকের বিভিন্ন পাতাসমূহ। তাঁরা এমন একটি বাগানের উর্বরাঞ্চল যার লালা, নার্গিস ও নিস্তরণ ইত্যাদি ফুলগুলোর প্রতিটি পাপড়িতে সে বাগানের মালির জীবনাদর্শ খচিত ও অংকিত রয়েছে। সে বসন্ত-কাফেলা সমসাময়িক যে ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে চলে গেছেন তার প্রতিটি হবে ধুলিকণায় স্বীয় আদর্শ-চিহ্ন অংকিত করে গেছেন।

বিশ্বের এহেন সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের পাতায় যদি শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবেই পেশ করা হয়। যদি ঐতিহাসিকতার প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁর জীবনের সুমহান কীর্তিগুলো, তাঁর 'উল্লেখযোগ্য' কার্যকলাপসমূহ এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য বর্ণনা করা হয় এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সংবাদ পরিবেশন বা ঘটনা-প্রবাহের বর্ণনা করা হয়, তা হলে এ পবিত্র জীবনালেক্ষ্যের সঠিক উদ্দেশ্য কিছুতেই পূর্ণ হবে না।

আবার নবী-জীবনের দৃষ্টান্ত কোন কূপের স্থির ও নিশ্চল পানির মত নয় যে, আমরা তার এক পাড়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পানির পরিমাপ এক দৃষ্টিতেই করে ফেলতে পারি। বরং তাঁর জীবনের উদাহরণ হল এমন এক প্রবাহমান নদীর মত যাতে রয়েছে আন্দোলন, প্রবাহ, উত্তালখেলা তরংগমালা, বুদ্‌বুদ্‌রাশি, ঝিনুক ও মণি-মুক্তার সমাবেশ, যার পানি পেয়ে শুকনো ভূমির শস্যরাজি পাচ্ছে ক্রমাগত জীবনীশক্তি। এ নদীর গুপ্ত-রহস্য জানতে হলে যাত্রা করতে হবে তার সাথে সাথে। এ যাত্রা শুরু করা যাচ্ছে না বলেই মহানবী (সা)-এর সীরাত আলোচনা ও জীবন-চরিতের বই পড়ে বিরল ও দুর্লভ তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হচ্ছে সত্য, কিন্তু আমাদের মাঝে আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে না, প্রেরণা জেগে উঠছে না, সাহস-সংকল্পের শিরা উপশিরায় নতুন নতুন রক্ত-কণিকা প্রবাহিত হচ্ছে না, কর্ম-প্রেরণায় নবোদ্যমের সৃষ্টি হচ্ছে না, আমাদের জীবনের জড়তা কাটছে না। সর্বোপরি, আমাদের মধ্যে এমন কোন দৃঢ়সংকল্প ও দুর্দমনীয় সাহসের সঞ্চার হচ্ছে না যা এক সময় উপায়-উপকরণশূন্য একটি মাত্র ব্যক্তিত্বকে (মহানবী (সা)) যুগ-যুগান্তের স্তুপীকৃত বাতিল সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

মহানবী (সা)-এর জীবনের প্রতিটি দিক ছিল পূর্ণ ভারসাম্যময়, প্রতিটি বিভাগ ছিল পূর্ণতার উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর জীবনে কঠোরতার পাশে রয়েছে সৌন্দর্য, ভাবের

সাথে আছে বাস্তবতা, ইহকালের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে পরকাল, দ্বীনের সাথে জড়িত আছে দুনিয়া, কিছুটা আত্মমগ্নতা থাকলে তার ভেতরে নিহিত রয়েছে সচেতন আত্মোপলব্ধি, আল্লাহ্‌র দাসত্বের পাশাপাশি রয়েছে মানুষের জন্য প্রেম-প্রীতি, কঠোর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি, গভীর ধর্মীয় অনুভূতির সাথে রয়েছে সর্বাত্মক রাজনীতি, জাতীয় নেতৃত্বদানের ব্যস্ততার সাথে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুন্দরতম কাজ-কর্ম এবং মযলুমের ফরিয়াদ শ্রবণের সাথে সাথে রয়েছে যালিমের অত্যাচারী হস্ত দমনের সুব্যবস্থা।

তাঁর সীরাতের পাঠশালায় রয়েছে প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য তার পর্যায়ের স্বস্ব অনুকরণীয় আদর্শ। যে কেউ একবার এ পাঠশালা হতে বায়য়াত নিয়েছে, তাকে আর কখনো অন্যের দ্বারে ধর্ণা দিতে হয়নি। মানবতা সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত উপনীত হতে পারে, তা এই একটি মাত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিরাজিত হয়েছে। এ কারণেই আমি এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে একজন 'মহামানব' বলতে বাধ্য হয়েছি। ইতিহাসে 'মহামানব' বলতে এই একমাত্র ব্যক্তিই আছেন, যাঁরা জীবন-প্রদীপ হতে আমাদের জীবন প্রাসাদসমূহ যুগ যুগ ধরে আলোকিত করতে পারে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ প্রদীপ হতে আলো গ্রহণ করেছে। লাখ লাখ প্রবীণ ব্যক্তি নিজ নিজ শিক্ষা ও কর্মের বাতি এ প্রদীপ থেকেই জ্বালিয়েছেন, বিশ্বের দিকে দিকে এরই পয়গাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং এরই শিক্ষার প্রভাব পড়েছে দেশ হতে দেশান্তরের তাহযীব তমদ্দুনের উপর। এমন কোন ব্যক্তি নেই যে কোন না কোন প্রকারে এ মহামানবের কাছে ঋণী নয়। যদিও সে জানে না কার কাছে সে ঋণী এবং কি তাঁর পরিচয়।

বিশ্ববাসীকে তাঁর সত্তার পরিচয় দান এবং তাঁর পয়গামের বিস্তৃতি ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ছিল তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের উপর। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো সে জামায়াত নিজেই এ মহান ব্যক্তি ও তাঁর পয়গাম থেকে দূরে সরে পড়েছে। এ সমাজের বই পুস্তকের পাতায় কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও তার জীবন-পুস্তকের পাতায় সে মহামানব (সা) এর জীবনাদর্শের কোন চিত্রই দেখা যাচ্ছে না।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বপুরুষদের বংশ তালিকায় কোন কোন ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। তবে হযরত (সা)-এর উর্ধতন বংশধারায় আদনান পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক মতভেদ নেই। আদনান নিসন্দেহে ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতৃপুরুষদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ-

১। হযরত আদম (আলাইহিস সাাম)
২। হযরত শীছ (আদম (আ)-এর ১৩০ বছর বয়সে তাঁর তৃতীয় পুত্র শীছের জন্ম। শীছ ৯১২ বছর জীবিত ছিলেন)
৩। হযরত ইয়ানিস
৪। হযরত কাইনান
৫। হযরত মাহলীল
৬। হযরত ইয়ারত
৭। হযরত ইদ্রীস (আ) (৩৬৫ বছর জীবিত ছিলেন)
৮। হযরত আখিনূখ
৯। হযরত শালিখ
১০। হযরত লামক
১১। হযরত নূহ (আ) (৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন)
১২। হযরত সাম
১৩। হযরত আরফাখশাস
১৪। হযরত শালিক
১৫। হযরত উযায়ের (আ)
১৬। হযরত ফালেখ
১৭। হযরত রাউ
১৮। হযরত সারুগ
১৯। হযরত নাহূর
২০। তারেহ (আযর)
২১। হযরত ইবরাহীম (আ) (১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন)
২২। হযরত ইসমাঈল (আ)
২৩। হযরত নাবিত
২৪। হযরত ইয়াশযুব
২৫। হযরত ইয়ারুব
২৬। হযরত তাইরাহ
২৭। হযরত নাহুর
২৮। মুকাওয়াস
২৯। উদ
৩০। আদনান
৩১। মা'আদ
৩২। নিযার
৩৩। মুদার
৩৪। ইলিয়াস
৩৫। মুদরিকা (আমির)
৩৬। খুযাইমা
৩৭। কিনানা
৩৮। নাদর (কুরাইশ)
৩৯। মালিক
৪০। ফিহির
৪১। গালিব
৪২। লুয়াই
৪৩। কা'ব
৪৪। মুররাহ

৪৫। কিলাব
৪৬। কুসাই (যায়েদ)
৪৭। আবদু মানাফ (আল মুগিরা)
৪৮। হাশিম (আমর)
৪৯। আবদুল মুত্তালিব
৫০। আবদুল্লাহ
৫১। হযরত মুহাম্মদ, আহমদ মুস্তফা (সা)

হযরত (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের ঔরসে দশ পুত্র ছয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

পুত্ররা হলেন ঃ

১। আল আব্বাস ২। আবু লাহাব ৩। হাজলা ৪। মাকাওয়িম ৫। যুবায়ের ৬। দিরার ৭। আবু তালিব ৮। হামযা ৯। আবদুল্লাহ

কন্যাগণ ঃ

১। সাফিয়া ২। উম্মে হাকিম আল বায়দা ৩। আতিকা ৪। উমায়মা ৫। আরওয়া ৬। বাররাহ।

তথ্য ঃ সীরাতে ইবনে হিশাম। সম্পাদনায়, মোজাম্মেল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০ From Adam to mohammad (Sm)

মুহাম্মদ (সা)-এর নিকটতম বংশধারা
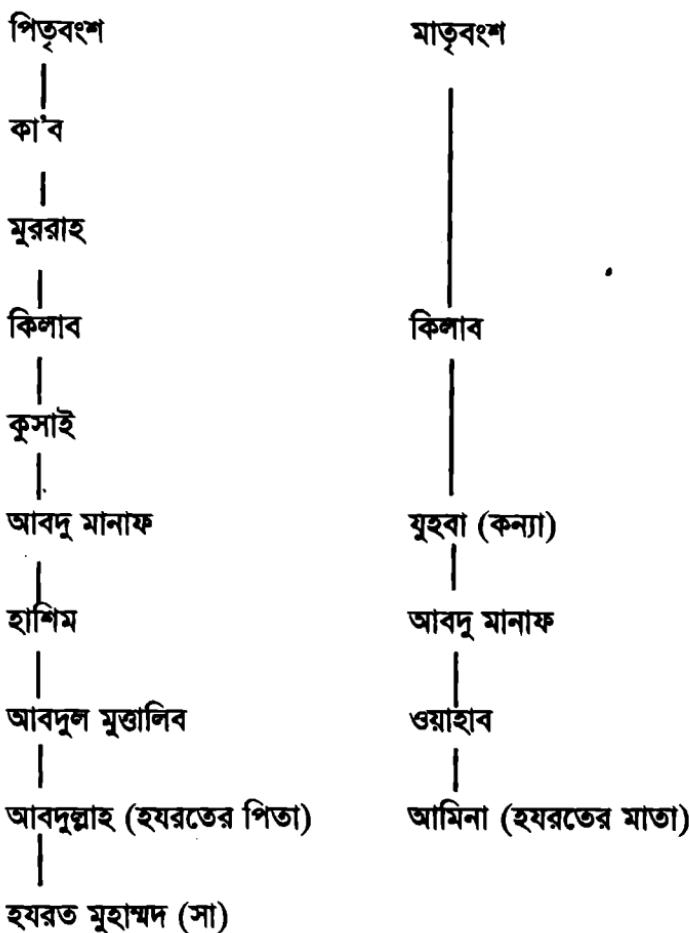
হযরতের পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র। হযরতের মাতা বিবি আমিনা মদীনাবাসী ওয়াহাবের কন্যা। বিবি আমিনার সঙ্গে বিবাহের কয়েক মাস পরে ৫৭০ খৃ. জানুয়ারী মাসে ২৫ বছর বয়সে আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। এখানে বর্ণিত বংশানুক্রম দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিলাব ইবন মুররাহ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতা ও মাতার বংশ একত্রে মিলিত হয়ে গেছে। [১]

১. মদীনা শরীফের ইতিহাস, আবদুল জব্বার, ময়মনসিংহ, ১৯১৪ ইং, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭

(তিন পুত্র ও চার কন্যা)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র-কন্যাগণের সম্পর্কে তথ্য ছক আকারে নিম্নে দেয়া হল ঃ

একমাত্র ইবরাহিম মারিয়া (মরিয়ম) কিবতিয়ার গর্ভে এবং সকলে খাদিজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহর দুইটি ডাক নাম ছিল তায়্যিব ও তাহির। অনেকেই ভুল করে তায়্যিব ও তাহির দুইজন বলে মনে করে থাকেন। কাসিম ২ বছর বয়সে ও আবদুল্লাহ শৈশবে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পরই ওফাতপ্রাপ্ত হন। ইবরাহীম ৮ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ম হিজরীতে মাত্র ১৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন।

১। রসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়নবকে খাদিজা (রা) তাঁর ছোট বোন হালার পুত্র আবুল আস্ ইবনুর রবী-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। আবুল আস বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। রসূলুল্লাহ (সা)-এর দয়ায় মুক্তি পেয়ে মক্কায় ফিরে যায় এবং মুক্তির শর্তানুযায়ী জয়নবকে মদীনা পাঠিয়ে দেয়। আবুল আস ষষ্ঠ হিজরীতে মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে জয়নবের সঙ্গে মিলিত হন। জয়নব অষ্টম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। উমামা নামে জয়নবের একটি মেয়ে ছিল । নবীজী উমামাকে খুব আদর করতেন। [২]

২. *Mohammad at Medina P. 322-23.*

২। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ২য় ও ৩য় কন্যা রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমের প্রথমে বিবাহ হয় আবু লাহাবের পুত্র উৎবা ও উতাইবার সঙ্গে। । যখন মুহাম্মদ (সা) ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলেন, তখন আবু লাহাব পুত্রদ্বয়কে বাধ্য করল নবীজীর কন্যাদ্বয়কে পরিত্যাগ করতে। ফলে এই দুই মেয়েরই পরপর হযরত ওসমান (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি রুকাইয়ার মৃত্যুর পর উম্মু কুলসুমকে বিবাহ করেন। রুকাইয়া ১৭ই রমযান, ২ হিজরী বদরের যুদ্ধের দিন ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে হযরত (সা) তাঁকে নিজ হস্তে দাফন করেন।

৩। রসূলুল্লাহ (সা)-এর তৃতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমের সঙ্গে ওসমান (রা)-এর বিবাহ সম্পাদিত হয় ৩য় হিজরীতে। উম্মু কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৪। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ৪র্থ কন্যা ফাতিমা (রা) ৬০৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা)-র সঙ্গে ২য় হিজরীর সফর মাসে ফাতিমা (রা)-এর ১৫ বছর ৫ মাস ১৫ দিন বয়সে বিবাহ হয় এবং যিলহজ্জ মাসে তাদের রসুমত হয়। ১১ই হিজরী সনের যুলকাদা মাসে (নভেম্বর ৬৩২ খৃ) মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় তাঁর পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কেবল ফাতিমা (রা)-ই জীবিত ছিলেন। অন্য সকলেই রসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকতে ইন্তিকাল করেন। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র-কন্যা সকলকেই জান্নাতুল বাকীতে মহানবী (সা)-এর অতি প্রিয়ভাজন খালাতো ভাই ওসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)-এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।[৩]

---

৩. *সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা -২০*

হযরত ফাতিমা (রা)-এর পরবর্তী বংশধর

ফাতিমা + হযরত আলী (রা)		ওফাতের সন
হাসান (রা)	হুসাইন (রা)	৫০ হিজরী
	জয়নাল আবেদীন (র)	৬০ হিজরী
	মুহাম্মদ বাকের	৯৪ হিজরী
	জাফর সাদিক	১৪০ হিজরী
	মূসা কাজিম	১৪৮ হিজরী
	আলী মূসা রিজা	১৮৩ হিজরী
	মুহাম্মদ তকী	২০৩ হিজরী
	সৈয়দ মুসানকী	২২০ হিজর
	সৈয়দ আবি আবদিল্লা আহ্মদ আসকরী	২৫৪ হিজরী
	সৈয়দ মুহাম্মদ মাহদী	২৬০ হিজরী [৪]

৪. *মদীনা শরীফের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮৬*

আলে ইমরান	৩ ঃ ১৪৪, ১৫৯	নাহ্ল	১৬ ঃ ৩৬
		আম্বিয়া	২১ ঃ ১০৭
নিসা	৪ ঃ ৭৯, ১৬৫	আহ্যাব	৩৩ঃ ২১, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৫৬
আ'রাফ	৭ ঃ ১৫৮	সা'বা	৩৪ ঃ ২৮
তাওবা	৯ ঃ ১২৮	সাফ্ফাত	৩৭ ঃ ১৮১
		মুহাম্মদ	৪৭ ঃ ২
হিজর	১৫ ঃ ১০	ফাত্হ	৪৮ ঃ ৮,২৯
		সাফ্ফ	৬১ ঃ ৬

১। তোমাকে মানুষের জন্য রসূল (দূত)-রূপে পাঠিয়েছি। নিসা ৪ ঃ ৭৯

২। তুমি বল, হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল। আরাফ ৭ ঃ ১৫৮

৩। আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য করুণাস্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করিনি। আম্বিয়া ২১ ঃ ১০৭

৪। তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল এবং সকল নবীর শেষ নবী। আহযাব ৩৩ ঃ ২১,৪০

৫। হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আহযাব ৩৩ ঃ ৪৫

৬। তুমি তারই আদর্শে (মানবমণ্ডলীকে) আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও জ্যোর্তিময় সূর্যস্বরূপ। আহযাব ৩৩ ঃ ৪৬

৭। আমি তোমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সাবা ৩৪ ঃ ২৮

টীকা ঃ এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সুরায় হুজুর (সা) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

তথ্যঃ কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

এক নজরে বিশ্বনবী (সা)-এর পরিচয়

আবদুল্লাহর জন্ম ঃ মহানবী (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ ৫৪৫ খৃ. কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহর বিবাহ ঃ আবদুল্লাহর ২৪ বছর ৭ মাস বয়সে মদীনার স্বনামধন্য সওদাগর ওয়াহাবের কন্যা আমিনার সংগে বিবাহ হয়।

আবদুল্লাহর মৃত্যু ঃ আবদুল্লাহ ৫৭০ খৃ. জানুয়ারী মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। দারুন নাক্কা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম ঃ পিতা আবদুল্লাহর মৃত্যুর ৫ মাস পর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সোমবার, ১২ই রবিউল আউয়াল ৫৭০ খৃ. ছোবহে সাদেকের সময় কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে মুহাম্মাদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মের পর প্রথম সাতদিন তিনি নিজ মাতার দুগ্ধ পান করেন। আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবার দুগ্ধ পান করেন ৮ দিন। এরপর ধাত্রীমা হালিমা বিনতে আবি জোয়াইব আস সাদিয়ার দুগ্ধ পান করেন ২ বছর। ২ বছরে দুধ ছাড়ার পরই রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে কথা ফোটে।

১-৫ বছর ঃ ধাত্রী হালিমার ঘরে অবস্থান করেন। হালিমার এক পুত্র আবদুল্লাহ, তিন কন্যা আনিসা, হুযাইফা ও শাইমার সংগে ৪ বছর অতিবাহিত করেন। ৫৭৪ খৃ. মুহাম্মদ (সা)-এর ৪ বছর বয়সে ছিনা চাক (বক্ষ বিদারণ) হয়।

৬ বছর ঃ ৫৭৬ খৃ. মুহাম্মদ (সা)-এর ৬ বছর বয়সে মদীনা থেকে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা ইন্তিকাল করেন। এ সময় মুহাম্মদ (সা)-এর পিতার দাসী উম্মে আইমন তাঁকে সংগে নিয়ে মক্কায় তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

৬-৭ বছরঃ দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট প্রতিপালিত হন। মুহাম্মদ (সা) ৭ বছর বয়সে কাবা ঘর মেরামতের জন্য পাথর বহন করেন।

৮-২৫ বছরঃ ৫৭৮ খৃ.ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে তাঁর দাদার মৃত্যু হয়। তাঁর ১০ বছর বয়সে ২য় বার ছিনা চাক হয়। ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে চাচা আবু তালিবের সংগে শাম (সিরিয়া) দেশে বাণিজ্যে যান। ১৪ বছর বয়সে ফিজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং 'হিলফুল ফজুল' নামে জনসেবামূলক একটি সংস্থা গঠনে অংশগ্রহণ করেন। ২৪ বছর

বয়সে হযরত আবু বকর (রা) এর সংগে ২য় বার শাম দেশে বাণিজ্যে যান। ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজা (রা)-এর মালামাল নিয়ে ৩য় বারের মত শাম দেশে বাণিজ্যে যান। শাম (সিরিয়া) দেশ থেকে আসবার ২ মাস পর ৪০ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজাকে (রা) ৫৯৫ খৃ. বিবাহ করেন। তখন রসূলের (সা) বয়স ২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন।

৩৫ বছর : রসূলুল্লাহ (সা)-এর ৩৫ বছর বয়সের সময় কা'বাঘর মেরামতের নেতারূপে সকলের সংগে কাজ করেন এবং 'হাজরে আছওয়াদ' নিজ হাতে যথাস্থানে বসিয়ে এক রক্তক্ষয়ী বিবাদের মীমাংসা করেন। এ সময় তিনি ৫ বছরের আলীকে নিজ ঘরে প্রতিপালনের জন্য আনয়ন করেন।

নবুয়তলাভ : ২৭শে রমযান সোমবার, ১লা ফেব্রুয়ারী ৬১০ খৃ. ৪০ বছর ১ দিন বয়সে হেরা গুহায় মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত লাভ করেন। ঐ দিনই ৩ বার তাঁর ছিনা চাক হয়।

মক্কায় : ৬১১–১৪ খৃ. নবুয়তের পর প্রথম ৪ বছর মহানবী (সা) গোপনে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের আহ্বানে আত্মনিয়োগ করেন।

নবুয়তের ৫ম বর্ষ : ৬১৫ খৃ. রসূলুল্লাহ (সা) ১৫ জন সাহাবীকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে অনুমতি দেন।

নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষ : ৬১৬ খৃ. হযরত হামজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবুয়তের ৭ম বর্ষ: ৬১৭-৬১৯ খৃ. রসূলুল্লাহ (সা) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। ৭ম থেকে ১০ম পর্যন্ত ৩ বছর তিনি সর্ব প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের সম্মুখীন হন।

নবুয়তের ১০ম বর্ষ: ৬১৯ খৃ. : নবুয়তের ১০ম বছরে রমযান মাসে হযরত (সা)- এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যু হয়। এর তিন দিন পরই বিবি খাদীজা (রা) ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। হুজুর (সা) উমার কন্যা হাফসা ও আবু বাক্‌র কন্যা আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। ৬ জন লোকের একটি দল মদীনা হতে মক্কায় এসে মুসলমান হন। এ দলের মাধ্যমেই পরের বছর আকাবার বাইয়াত অনুষ্ঠানের পথ সুগম হয়।

নবুয়তের ১১শ বর্ষ : ৬২০ খৃ. : নবুয়তের ১১শ সনে মহররম মাসে রসূলুল্লাহ (সা) যায়েদকে সংগে নিয়ে দ্বীন প্রচারের জন্য মক্কা হতে ৬০ মাইল দূরে তায়েফ গমন করেন এবং চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। আকাবার ১ম ও ২য় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়।

নবুয়্যতের ১২শ বর্ষ ঃ ৬২১ খৃ. ঃ এ বছর ২৭ শে রজব রাত্রিতে স্বশরীরে ৫২ বছর বয়সে রসূলুল্লাহ (সা)-এর মেরাজ শরীফ হয়। এ সময় হুজুরের ৪র্থ বার ছিনা চাক হয় এবং ৫ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়।

নবুয়্যতের ১৩শ বর্ষ ঃ নবুয়তের ১৩শ সনে হুজুর (সা) সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরতের আদেশ দেন। ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার জুনের মাঝামাঝি তারিখে হুজুর (সা) নিজেও মদীনায় হিজরত করেন।

এ সময় হুজুরের বয়স ছিল ৫৩ বছর। এ বছর হতে পরবর্তীকালে হিজরী সন গণনা শুরু হয়। ৬২২ খৃস্টাব্দ ঃ ১ হিজরী।

হিজরী ১ম বর্ষঃ ৬২২ খৃ. ঃ মদীনায় মসজিদে নববী স্থাপন। জুমা নামাজ ফরজ ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম নাযিল হয়। এ বছর তিনটি খন্ড যুদ্ধ হয়। আয়েশার (রা) সংগে শাওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ (সা)-এর রুসুমত হয়।

হিজরী ২য় বর্ষ ৬২৩ খৃ. ঃ এ বছর আযান ও সিয়ামের হুকুম নাযিল হয়। ৫টি (গাজওয়া) যুদ্ধ রসূলুল্লাহ (সা) নিজে পরিচালনা করেন। (আবোয়া বাওয়াত, বদরে কোবরা, বনি কাইনুকা ও সাবিক) এবং তিনটি সারিয়া মোট ৮টি যুদ্ধ হয়। ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ ও রুকাইয়ার ইন্তিকাল হয়। [যে সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন সেগুলোকে গাজওয়া বলে এবং যেখানে সৈন্য পাঠিয়েছেন তাকে সারিয়া বলে।]

হিজরী ৩য় বর্ষঃ ৬২৪ খৃ. ঃ ৩টি গাজওয়া (গাতফান, উহুদ, হামরাউল আসাদ) এবং ২টি সারিয়া মোট ৫টি যুদ্ধ হয়। হযরতের প্রিয় চাচা হামজা(রা) শহীদ হন। হাসান (রা)-এর জন্ম হয়। হাফসা ও জয়নাবকে রসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করেন।

হিজরী ৪র্থ বর্ষঃ ৬২৫ খৃ. ঃ পর্দার হুকুম হয়। ২ টি গাজওয়া যুদ্ধ (বনী নাজির, বদরে ছোগরা) এবং ৪টি সারিয়া খণ্ড যুদ্ধ বা ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান মোট ৬টি যুদ্ধ হয়। মদ হারাম হওয়ার হুকুম হয়। হোসাইন (রা)-এর জন্ম হয়। রসূলুল্লাহ (সা) উম্মে সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন।

হিজরী ৫ম বর্ষঃ ৬২৬ খৃ. ঃ ৫টি গাজওয়া (জাতুররিকা, দাওমাতুল জান্দাল, বনী মোস্তালিক, খন্দক, বনী কোরায়জা) এবং ১টি সারিয়াসহ মোট ৬টি যুদ্ধ হয়। অজু ও তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। জয়নাব বিনতে খুজাইমা ও জোয়াইরিয়া (রা)-কে হুজুর (সা) বিবাহ করেন।

হিজরী ৬ষ্ঠ বর্ষঃ ৬২৭ খৃ. ঃ এ বছর তিনটি গাজওয়া (বনী লেহইয়ান, গাবা, হোদায়বিয়া) ও ১১টি সারিয়া মোট ১৪টি যুদ্ধ হয়। এ বছরেই বিখ্যাত

হোদায়বিয়ার সন্ধি হয়। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠান।

হিজরী ৭ম বর্ষ ঃ ৬২৮ খৃ. ঃ তিনটি গাজওয়া (খায়বার, ওয়াদিয়ে কোবরা, জাতররব) ও ৫টি সারিয়া মোট ৮টি যুদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ (সা) উম্মে হাবিবা, সোফিয়া, মারিয়া ও মাইমুনা (রা)-কে বিবাহ করেন। নাজ্জাশী মুসলমান হন।

হিজরী ৮ম বর্ষঃ ৬২৯ খৃ. ঃ ৪টি গাজওয়া (মুতা, ফতেহ মক্কা, হোনায়েন, তায়েফ) ও ১০টি সারিয়া মোট ১৪টি যুদ্ধ হয়। কা'বা ঘর হতে মূর্তি বিতাড়িত হয়। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম ও তাঁর কন্যা জয়নাবের ইন্তিকাল হয়।

হিজরী ৯ম বর্ষঃ ৬৩০ খৃ. ঃ ১টি গাজওয়া (তাবুক) এবং তিনটি সারিয়া মোট ৪টি যুদ্ধ হয়। হযরত (সা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। হজ্জ ফরয হয়।

হিজরী ১০ম বর্ষঃ ৬৩১ খৃ. ঃ ২টি সারিয়া যুদ্ধ হয়। রসূল (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের ইন্তিকাল হয়। ১ লক্ষ ১৪ হাজার সাহাবীসহ মহানবী (সা) হজ্জ পালন করেন। এটাই তাঁর শেষ হজ্জ। এ বছরই তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রদান করেন।

হিজরী ১১শ বর্ষঃ ৬৩২ খৃ. ঃ ১টি সারিয়া যুদ্ধ হয়। ২৮শে সফর বুধবার হুজুর (সা)-এর মাথা ব্যথা ও জ্বর হয়। এ সময় হযরত (সা)-এর স্থলে আবু বকর (রা) ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়ান। ১৪দিন জ্বরাক্রান্ত থাকার পর ৬৩২ খৃ.ঃ ১৮ই জুন, ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মহানবী (সা) ওফাত প্রাপ্ত হন। ১৩ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হযরত আয়শা (রা)-এর হুজরাখানায় মহানবী (সা)-কে দাফন করা হয়।

মহানবীর সমগ্র জীবন কাল ঃ ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘন্টার মত।

মহানবীর খলিফাগণ ঃ (ক) হযরত আবু বকর (রা) বিপদের দিনে ইসলামের প্রকৃত রক্ষাকারী (খ) হযরত ওমর ফারুক (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। (গ) হযরত ওসমান (রা)– কুরআন শরীফের পুনঃ সংকলক ও প্রচারক। (ঘ) হযরত আলী (রা) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সিংহদ্বার। [৫.৬.]

---

৫. বিশ্বনবী পরিচয়। ইসমাইল হোসেন ঃ রশিদ বুক হাউস, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪৭–১৫২

৬. মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০০–১০১

মহানবী (সা)-এর মক্কা যুগের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

খাদিজার (রা) সংগে মহানবী (সা)-এর ৫৯৫ খৃ. বিবাহ কাল হতে ৬১০ খৃষ্টাব্দে নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবনীকারগণ মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করেননি। মহানবী (সা)-এর যুগের ঘটনাবলী সন তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে মক্কার ঘটনাবলীর যে সকল তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিগণ মোটামুটিভাবে একমত সেগুলো হচ্ছে ঃ

৬১০ খৃ. নবুয়ত প্রাপ্তি

৬১৩ খৃ. প্রকাশ্যে প্রচার শুরু

৬১৫ খৃ. আবিসিনিয়ায় হিজরত

৬১৬ খৃ. বয়কট আরম্ভ

৬১৯ খৃ. বয়কট শেষ, খাদিজা ও আবু তালিবের মৃত্যু, তায়েফ যাত্রা

৬২০ খৃ. মদীনাবাসীদের সাথে প্রথম যোগাযোগ

৬২১ খৃ. আকাবার প্রথম বায়াত

৬২২ খৃ. আকাবার ২য় বায়য়াত, হিজরত।

মক্কায় যখন এ সকল ঘটনা ঘটছিল তখন কেউই এ সবের সন ও তারিখ লিখে রাখেননি। [৭]

---

৭. *Muhammad at Mecca. p 58-59.*

বিশ্বনবী (সা)-এর শারীরিক গঠন

চেহারা মোবারক	ঃ	অতীব লাবণ্যময় নূরানী। পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝকঝকে। দুধে আলতা মিশ্রণ করলে যে রং হয় হুজুর (সা)-এর গায়ের রং ছিল তেমনি।
আকার	ঃ	খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়, মধ্যম আকৃতির। "তাঁর আগে বা পরে কখনও তাঁর মত সুপুরুষ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেননি।" হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন।
চুল	ঃ	রসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথার চুল ছিল কানের লতি পর্যন্ত কিছুটা কোঁকড়ান ঢেউ খেলান বাবরী। বাবরী কখনও ঘাড় পর্যন্ত কখনও কানের লতি পর্যন্ত থাকত। তিনি মাথার মধ্যভাগে সিঁথি করতেন। চুলে প্রায়ই তৈল ও আতর মাখতেন। ১৭/১৮টি চুল পেকে ছিল। কখনও কখনও খেজাব ব্যবহার করতেন। শেষ বয়সে চুল লালাভ হয়েছিল।
মাথা	ঃ	নবীজীর মাথা মোবারক আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ছিল।
ললাট	ঃ	প্রশস্ত।
চক্ষু	ঃ	হুজুর (সা)-এর চক্ষুযুগলের মণি খুব কাল ছিল। সাদা অংশের পাশে ছিল কিঞ্চিৎ রক্তিমাভ। চোখের পাতা ছিল বড় এবং সর্বদা সুরমা লাগানো মত দেখাত।
নাসিকা	ঃ	অতীব সুন্দর উচ্চ নাসিকা।
দাঁত	ঃ	অতীব সুন্দর রজতশুভ্র দাঁত ছিল রসূলুল্লাহ (সা)-এর, যাহা পরস্পর একেবারে মিলিত ছিল না, বরং সামান্য ফাঁকা ফাঁকা ছিল। হাসির সময় মুক্তার মত চমকাত।
ঘাড়	ঃ	ধীর্ঘ মনোরম মাংস, কাঁধের হাড় আকারে বড়।
মোহর	ঃ	স্কন্দদ্বয়ের মধ্যস্থলে কবুতরের ডিম সদৃশ একটু উচু মাংস ছিল। এটাই "মোহরে নবুয়ত"। এতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত ছিল।

মোহরের ওপর তিলক ও পশম ছিল এবং রং ছিল ঈষৎ লাল।

দাড়ি ঃ লম্বা, ঘন, প্রায় বক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

হাত ঃ হাত ও আংগুলগুলো লম্বা ছিল। হাতের কব্জী হতে কনুই পর্যন্ত পশম ছিল। হাতের তালু ছিল ভরাট ও প্রশস্ত।

বক্ষ ঃ মহানবী (সা)-এর বক্ষ ছিল কিছুটা উচু ও বীর বাহাদুরের মত প্রশস্ত। বক্ষস্থল হতে নাভি পর্যন্ত চুলের সরু একটা রেখা ছিল। এ ছাড়া সর্ব শরীর পশমে ভরা ছিল।

পেট ঃ হুজুর (সা)-এর পেট মোটা কিংবা ভুড়ি ছিল না। সুন্দর সমান ছিল।

পদদ্বয় ঃ সুগঠিত উরু ও পদদ্বয়। পায়ের গোড়ালিদ্বয় পাতলা ছিল। পায়ের তালুর মধ্যভাগে কিছু খালি ছিল। চলার সময় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করে হাঁটতেন। পদক্ষেপ দ্রুত ছিল।

চামড়া ঃ শরীরের চামড়া রেশম থেকেও অধিক মসৃণ ও নরম ছিল।

ঘাম ঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীরে ঘাম উঠলে ঘামের বিন্দুগুলো মতির মত চমকাত। ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত।

শরীর ঃ তিনি অত্যন্ত স্থূলও ছিলেন না, অত্যন্ত ক্ষীণকায়ও ছিলেন না। তাঁর গম্ভীর চেহারা দেখলে হৃদয় প্রভাবিত হত। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণই মহানবী (সা)-এর পবিত্র দেহে বর্তমান ছিল। [৮. ৯. ১০. ১১. ১২]

---

৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৪১*
৯. *মদীনা শরীফের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭৮*
১০. *বিশ্বনবী পরিচয়, পৃষ্ঠা ৩১*
১১. *মহানবী, পৃষ্ঠা, ১১৯-১২০*
১২. *একনজরে সীরাতুন্নবী, পৃষ্ঠা ৪৪*

হুজুর (সা)-এর প্রিয় বস্তু ঃ তিনি ফুল খুব ভালবাসতেন এবং মেয়েদের অতিশয় স্নেহ করতেন। সুগন্ধি ও মধু ছিল তাঁর অতি প্রিয়। বর্ণিত আছে, তিনি 'নাভেরা' নামক সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

আহার্য ও পোশাক ঃ অনেক সময় তিনি ক্ষুধা বরদাশত করতেন। তিনি ছিলেন অত্যধিক সিয়াম পালনকারী। তিনি কখনও পেট পুরে আহার করেননি। খাদ্যের প্রাচুর্যের প্রতি তাঁর যেমন বিরাগ ছিল, পোশাকের বেলায়ও তেমনি।

স্বভাব ও আচরণ ঃ জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরিজনের কাছে সবচাইতে ভালমানুষ, দরিদ্র ও অসহায়ের বন্ধু। আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা। জানাযার পিছনে পিছনে গমন করতেন। জ্ঞানীদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ছিল। কখনও কখনও হাস্য রসিকতা করতেন। কুরআনই তাঁর চরিত্র। আত্মীয়তার দাবী সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুব সজাগ। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দাতা, সর্বাপক্ষা বড় বীর, আবার খোদার সামনে সর্বাধিক ভীতু ও পরহেজগার। হুযুর (সা) ছিলেন প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগী। যে বিছানায় তিনি ঘুমাতেন তা ছিল চামড়ার এবং খেজুরের বাকল ও পাতা দিয়ে তৈরি।

হযরত (সা) সম্বন্ধে একটি হাদীস ঃ হযরত আলী (রা) এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন, হুযুর (সা) বলেছেন, "মারিফত আমার মূলধন, বিবেক আমার দ্বীনের মূলনীতি, প্রেম ও মহব্বত আমার ভিত্তিমূল, আকাংখা আমার সওয়ারী, যিকরুল্লাহ আমার প্রিয় সংগী, বিশ্বস্ততা আমার ভান্ডার, ভীতিমূলক চিন্তা আমার বন্ধু, জ্ঞান (ইলম) আমার শোধনকারী, সহিষ্ণুতা আমার চাদর, সন্তুষ্টি আমার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত দান, দারিদ্র্য আমার গৌরব, প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগ আমার নৈপুণ্য, দৃঢ় বিশ্বাস আমার কথা, সত্যবাদিতা আমার দোস্ত, ইবাদত আমার আভিজাত্য, জিহাদ আমার প্রকৃতি, আর সালাতেই আমার চোখের শীতলতা" (তথ্যঃ কাজী আইয়ায-এর "শিফা" গ্রন্থ।)

দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন ঃ সবার আগে সালাম দিতেন। মেহমানদেরকে কিছুদূর পথ এগিয়ে দিতেন। খুশী মনে সকলের দাওয়াত কবুল করতেন।

দাওয়াত প্রদানকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে কাকেও সংগে নিতেন না। অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরে প্রবেশ করতেন না। যাবতীয় ফায়সালা মসজিদে বসে করতেন। কখনও আমানত নষ্ট করেননি। শিশুদের ভালবাসতেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংগীদের সংগে পরামর্শ করতেন। বাল্যকালে বকরী চরিয়েছেন। যৌবনে ব্যবসা করেছেন। তাওহীদ প্রচারই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করতেন। [১৩, ১৪, ১৫]

১৩. *মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা*

১৪. *সীরাতে ইবনে হিশাম, আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা*

১৫. *এক নজরে সীরাতুন্নবী, পৃষ্ঠা ৪৫–৪৬।*

ইসলাম পূর্ব যুগের একত্ববাদীগণ (মুওয়াহহিদূন)

যখন আরবে নৈরাজ্য ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল, মূর্তিপূজায় সকল স্তরের লোক উন্মাদ তখনও কিছু কিছু লোক মূর্তি পূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন ছিলেন। এ ধরনের লোকদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়।

১। হযরত আবু মূসা আশআরী ইয়েমেনীয়।

২। তোফায়েল বিন আমর দাওসী ইয়েমেনীয়।

৩। আমর বিন আম্বাসা।

৪। দ্বাম্মাদ বিন সা'লাবা আজদ সানওয়াহ গোত্রের সর্দার ছিলেন।

৫। হযরত আবু যর (রা) গিফারী– মদীনায় গিফার গোত্রের নেতা ছিলেন।

হিজরতের পূর্বেই যে সকল গোত্রের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেন তার মধ্যে গিফার গোত্র, আসলাম গোত্র, আওস ও খাজরাজ গোত্র প্রধান। ৫ম হিজরীতে কুরাইশ দল গাযওয়ায়ে আহযাবে পরাস্ত হওয়ার পর যে সকল গোত্রের লোকজন দলে দলে ইসলাম কবুল করেছে সে সকল গোত্রের মধ্যে মাজিনা, কেনানা, গাতফান এবং আসাদ, আসজা' ও জাহায়না গোত্র। এই সকল গোত্রের প্রারম্ভিক ইসলাম গ্রহণের ফলে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য নেক দোয়া করলেন। (সহীহ বুখারী)

তথ্য ঃ *শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫২–৪৬১।*

সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম কবুল করেন

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার পর সর্বপ্রথম যাঁরা ঈমান আনলেন এবং ইসলাম কবুল করেন তাঁরা হলেন ঃ

হযরত খাদীজা (রা), ১০ বছর বয়স্ক বালক হযরত আলী (রা), হযরত যায়েদ ও ৩৮ বছর বয়স্ক হযরত আবু বকর (রা)। কিছু দিনের মধ্যেই হযরত আবু বকর (রা)-এর তাবলীগে মুসলমান হলেন ঃ হযরত ওসমান (রা), হযরত যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম, হযরত তালহা ইব্‌ন ওবায়দুল্লাহ্, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ ও হযরত সাআদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)। এরপর আরো ঈমান আনলেন হযরত আবু উবাইদা ইব্‌ন জাররাহ্, হযরত সাঈদ, হযরত আরকাম, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, হযরত খাব্বাব ও হযরত বিলাল (রা)।

আরকাম (রা)-এর বাড়ী ইসলাম প্রচারের জন্য একটি নিভৃত জায়গা হিসেবে রসূল (সা) ব্যবহার করতেন। ইসলাম প্রচারের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত এ বাড়ী তিনি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই আরকাম (রা)-এর বাড়ীকে বলা হত 'বাইতুল ইসলাম'। এ বাড়ীতে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ঃ (১) মুসআব ইব্‌ন উমাইর (২) ওমর (রা)-এর বড় ভাই যায়েদ ইব্‌ন খাত্তাব (৩) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম। তিনি ছিলেন অন্ধ। (৪) আলী (রা)-এর ভাই জাফর ইব্‌ন আবু তালিব (৫) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (৬) আম্মারের পিতা ইয়াসির (৭) আম্মারের মাতা সুমাইয়া (৮) সোহাইব ইব্‌ন সানান। তিনি সুহাইব রুমী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিই ওমর (রা)-এর জানাজায় ইমামতি করেন। (৯) ইয়ামেন থেকে আবু মূসা আশআরী (১০) ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)। কথিত আছে যে, আরকাম (রা)-এর বাড়ীতে যাঁরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত ওমর (রা) তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ। এরপরই প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিন বছর ইসলামের দাওয়াতের কাজ গোপনভাবে চলে।

প্রাথমিক যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ইবনে ইসহাকের তালিকা অনুযায়ী তাদের নাম ঃ

১। বিবি খাদীজা (রা)
২। আলী ইব্ন আবু তালিব
৩। যায়েদ ইব্ন হারিসা
৪। আবু বক্র ইব্ন আবু কুহাফা
৫। ওসমান ইব্ন আফফান
৬। যুবায়ের ইব্ন মুতঈম
৭। আবদুর রহমন ইব্ন আউফ
৮। তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ
৯। আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ
১০। আবু সালামা
১১। আরকাম ইব্ন আবি আরকাম
১২। ওসমান ইব্ন মাজউন
১৩। কুদামা ইব্ন মাজউন
১৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাজউন
১৫। উবায়দা ইব্ন হরিছ
১৬। ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (উবায়দার স্ত্রী)
১৭। আছমা বিনতে আবু বাক্র
১৮। আয়েশা বিনতে আবু বাক্র
১৯। খাব্বাব ইবনুল ইরত
২০। উমায়ের ইব্ন আবু ওয়াক্কাস
২১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ
২২। মাসুম ইব্ন কারী
২৩। সালিত ইব্ন আমর
২৪। আইয়াশ ইব্ন রাবিয়া
২৫। আছমা বিন্তে সালামা
২৬। খুনায়েস
২৭। আমির ইব্ন রাবিয়া
২৮। আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ
২৯। আবু আহমদ ইব্ন জাহ্শ
৩০। জাফর ইব্ন আবু তালিব
৩১। আছমা ইব্ন উমায়েস
৩২। হাতিব ইব্ন হারিস
৩৩। ফাতিমা বিনতে মুজাল্লিল (হাতিবের স্ত্রী)
৩৪। হাত্তাব ইব্ন হারিছ
৩৫। ফুকায়হা বিন্তে ইয়াসির (হাত্তাবের স্ত্রী)
৩৬। আমর ইব্ন হারিছ
৩৭। সাঈদ হারি ওসমান ইব্ন মাজুন
৩৮। আল মুত্তালিব ইব্ন আজহার
৩৯। রামলা বিনতে আবু আওফ (আল মুত্তালিবের স্ত্রী)
৪০। আন্নাহাম ইব্ন আবদুল্লাহ
৪১। আমির ইব্ন যুহায়রা
৪২। খালিদ ইব্ন সাঈদ
৪৩। উমায়না (খালিদের স্ত্রী)
৪৪। হাতিব ইব্ন আমর
৪৫। আবু হুজায়ফা
৪৬। ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ
৪৭। খালিদ ইব্ন বুকায়ের
৪৮। আমির ইব্ন বুকায়ের
৪৯। আকিদ ইব্ন বুকায়ের
৫০। আয়াস ইব্ন বুকায়ের
৫১। আম্মার ইব্ন ইয়াছির
৫২। সুহায়েব ইব্ন সিনান

সম্ভবত নবুয়তের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই তাঁরা সকলে ঈমান আনেন। এরপর হযরত উমর (রা) মুসলমান হলে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়।[১৬]

১৬. *ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫৬-৫৭; খাতিমুল আম্বিয়া, পৃঃ ৩৪-ইসহাক, পৃঃ ১১৪; M/Mecca p;58*

হযরত (সা) পারিবারিক জীবনে যেসব দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন

১। জন্মের পূর্বেই পিতৃবিয়োগ।

২। মাত্র ৬ বছর বয়সে মরুভূমিতে মাতৃবিয়োগ। মায়ের নিকট মাত্র কয়েক মাস ছিলেন।

৩। হুযুর (সা)-এর বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন তখন তাঁর অভিভাবক ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু।

৪। ১০ম নববী সনের রমযান মাসে হুযুর (সা)-এর চাচা ও পৃষ্ঠপোষক আবু তালিব মারা যান। এর তিনদিন পরেই হুযুর (সা)-এর প্রিয়তমা পত্নী খাদিজার (রা) ইন্তিকাল। এ বছরকে হযরত (সা)-এর জীবনের দুঃখের বছর 'আমুল হুযন' বলা হয়।

৫। তিন কন্যার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রুকাইয়া ২য় হিজরী, জয়নাব ৮ম হিজরী ও উম্মি কুলসুম ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৬। তাঁর প্রথম শিশুপুত্র কাসেমের ২বছর বয়সে ও ২য় পুত্র আবদুল্লাহর শৈশবে মৃত্যু।

৭। মাত্র ১৬ মাস বয়সে প্রাণাধিক পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু। তখন হযরত (সা)- এর বয়স ছিল ৬১ বৎসর (৮ম হিজরীতে জন্ম ১০ম হিজরীতে মৃত্যু)। [১৭]

১৭. *মহানবীঃ পৃষ্ঠা ১৬৩-১৭২*

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	বিবাহের সময় অবস্থা	বিবাহ অনুষ্ঠানের সন	বিবাহের সময় বয়স	মহানবী (সা) এর বয়স
১।	হযরত খাদিজা (রা) (কোরেশ গোত্র)	খুয়াইলিদ	বিধবা ছিলেন	৫৯৫ খৃ.	৪০ বছর	২৫ বছর
২।	হযরত সওদা (রা) (কোরেশ গোত্র)	যাম'আ	ঐ	৬২০ খৃ. ১০ম নবী	৫০ বছর	৫৩ বছর
৩।	হযরত আয়েশা (রা) (কোরেশ গোত্র)	হযরত আবু বকর	কুমারী ছিলেন	৬২০খৃ. ১০ম নবী	৭ বছর	৫৪ বছর
৪।	হযরত হাফসা (রা) (কোরেশ গোত্র)	হযরত ওমর (রা)	বিধবা ছিলেন	৬২৪ খৃ. ৩য় হিঃ	২০ বছর	৫৫ বছর
৫।	হযরত জয়নব (রা)	খুযাইমা	ঐ	৬২৫ খৃ.৪র্থ হিঃ	২৯ বছর	৫৫ বছর
৬।	হযরত উম্মে সালামা (রা)	আবু উমাইয়া	ঐ	৬২৫ খৃ. ৪র্থ হিঃ	৩৮ বছর	৫৬ বছর
৭।	হযরত জয়নাব (রা)	জাহাশ	তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন	৬২৬ খৃ. ৫ম হিঃ	৩৭ বছর	৫৭ বছর
৮।	হযরত জুওয়াইরিয়া (রা)	হারিস ইব্‌ন দিরার ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব	বিধবা ছিলেন	৬২৬ খৃঃ ৫ম হিঃ	৩৯ বছর	৫৭ বছর
৯।	হযরত রায়হানা (রা) (ইহুদী বংশোদ্ভূত)	শামউন	ঐ	৬২৯ খৃ. ৮ম হিঃ	৪১ বছর	৬০বছর
১০।	হযরত মারিয়া (রা) (খৃষ্টান বংশোদ্ভূত)	উপঢৌকন হিসাবে মিশরের তৎকালীন বাদশা কর্তৃক প্রেরিত	ঐ	৬২৭ খৃ. ৬ষ্ঠ হিঃ	৪০ বছর	৬০ বছর
১১।	হযরত সাফিয়া (রা) ইহুদী বংশোদ্ভব	হুয়াই ইবনে আখতার	ঐ	৬২৮ খৃ. ৭ম হিঃ	৪০ বছর	৫৯ বছর
১২।	হযরত উম্মে হাবীবা (রা) (রামলাহ)	আবু সুফিয়ান	ঐ	৬২৮ খৃ. ৭ম হিঃ	৪০ বছর	৫৯ বছর
১৩।	মাইমুনা (রা)	হারিস ইবন হাযন	ঐ	৬২৮ খৃ. ৭ম হিঃ	৫১ বছর	৫০ বছর

মাইমুনা (রা) ৫১ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হযরত (সা)-এর ৫৩ ব
করেন। এ বিবাহ সম্পন্ন হয় শুধু ইসলাম প্রচারে সহায়ক হিসাবে। মহানবী (সা
মোমেনীন" বলা হয়। তাদের ছয়জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়, বাকী সাতজন অন্য

১৮. *মহানবীঃ ডঃ ওসমান গনী। সীরাতে ইবনে হিশাম। যাদুল মা'আদ। মহানবী মুহাম্মদ (সা)ঃ পৃঃ ১৫৩।*

৮	৯	১০	১১	১২
ধার্য মোহরানা	ইন্তিকালের সন	ইন্তিকালের সময় বয়স	ইন্তিকালের স্থান	মন্তব্য
২০টি উষ্ট্রী	৬১৯খৃ. ১০ম নবব্বী	৬৫ বছর	মক্কা	আল্লাহ তাঁকে জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে সালাম পৌঁছিয়েছিলেন
৪০০দিরহাম	৬৪৩ খৃ. ২৩ হিঃ	৭০ বছর	মদীনা	তিনি স্বামীর উপর নিজ অধিকার আয়েশা (রা) – কে দান করেছিলেন
৪০০ দিরহাম	৬৭৬ খৃ. ৫৭ হিঃ	৬৬ বছর	ঐ	২,,২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন
৪০০ দিরহাম	৬৬৫ খৃ. ৪৫ হি	৮১ বছর	ঐ	নবী (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন
৪০০ দিরহাম	৬২৫ খৃ. ৪৫ হিঃ	৩০ বছর	মদীনা	তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।
১টি করে প্লেট পেয়ালা ও যাঁতা	৬৭৭ খৃ. ৫৮ হিঃ	৮২ বছর	মদীনা	সকলের শেষে ইন্তিকাল করেন। ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁকে গরীবের মা বলা হত।
৪০০ দিরহাম	৬৪০ খৃ. ২০ হিঃ	৫৫ বছর	ঐ	আল্লাহ উর্ধলোক থেকে তাঁর বিয়ে পড়িয়েছিলেন।
৪০০ দিরহাম	৬৭০খৃ. ৫০ হিঃ	৬৫ বছর	ঐ	তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে
দাসত্ব থেকে আযাদ করে মোহরানা আদায়	৬৩১ খৃ. ১০ম হি,	৪২ বছর	ঐ	
মিশরের বাদশা নিজে মোহরানা আদায় করেন	৬৩৭খৃ.১৬ হিঃ	৪৭ বছর	ঐ	তার গর্ভে রসূল (সা)-এর সন্তান হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন
দাসত্ব হতে আযাদীর বিনিময়ে	৬৭০ খৃ. ৫০ হিঃ	৮২ বছর	ঐ	তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে
৪০০ দিরহাম	৬৬৪ খৃ. ৪৪হিঃ	৭৪ বছর	ঐ	তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে
৪০০ দিরহাম	৬৭১ খৃ. ৫১ হিঃ	৮৭ বছর	মক্কা	মক্কার সারিফ নামক স্থানে দাফন করা হয়।

। পর্যন্ত একজন স্ত্রী ছিলেন। তার পরবর্তী ৭ বছরে তিনি অন্যদেরকে বিবাহ
জীবনের শেষ দিন তার নয়জন বিধবা পত্নী রেখে যান। এঁদের সকলকেই 'উম্মুল
। হুজুন নামক স্থানে খাদীজা (রা)-কে দাফন করা হয়। ১৮

মুক্তদাসগণ ঃ আনাস, হিন্দ ও আসমা।

অন্যান্য দাস ঃ যায়েদ বিন হারিসা, বিরাফা, আসলাম, আবু কাবশা, ফাযালা, আবু নুয়াইহাবা, আবু রাফি, সাফীনা।

দাসীগণ ঃ উম্মে আইমান, রাযওয়া, মারিয়া ও রুকানা।

মুয়াজ্জিনগণ ঃ হযরত বিলাল, আমর বিন উম্মে মাকতুম (তিনি ছিলেন অন্ধ সাহাবী)– মদীনার জন্য, আবু মাহযুরা–মক্কার জন্য, সায়াদুল কায়য–কুবা মসজিদের জন্য।

কবিগণ ঃ হাস্সান ইব্ন সাবিত, কাব ইব্ন মালিক ও আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা।

বক্তা ঃ সাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শাম্মাস

দেহরক্ষীগণ ঃ সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, সাদ বিন মুয়াজ, মুহাম্মদ বিন মাসলামা, যাকওয়ান, যুবাইর, আব্বাদ, আযরা, আযরার পুত্র, আবু রায়হানা, আবু আয়ুব ও আব্বাস। কিন্তু কুরআনের এই আয়াত 'ওয়াল্লাহু ই'য়াসেমুকা মিনান্নাস (৫ ঃ ৬৭) " আল্লাহই আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।" নাযিল হলে পর তিনি আর দেহরক্ষী রাখতেন না।

কাফেলা সংগীতকার ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা (রা), আন্জাশা, আমের ইব্ন আকু, সালমা ইব্ন আকু।

কেসাস ও শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব ঃ আলী (রা), যুবায়ের (রা), মিকদাদ (রা) মুহাম্মদ ইব্ন মসলামা (রা), আসিম, দ্বাহ্হাক (রা), কায়েস ইব্ন সা'দ ছিলেন সেনা বিভাগের তদারকীর দায়িত্বে।

ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত ঃ বিলাল (রা) রসূলুল্লাহ (সা)–এর পারিবারিক খরচ পত্রের দায়িত্বে ছিলেন। মুয়াইকীব–সীলমোহর রক্ষক।

ইবন মাসউদ– জুতা ও মিসওয়াক রক্ষক।

আনাস–ব্যক্তিগত খাদেম।

উকবা–খচ্চরের দায়িত্ব।

আসলা–সফরের সহচর।

আয়মান ও তাঁর জননী–ওজু ও ইস্তিঞ্জার ব্যবস্থা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। [১৯. ২০.]

১৯. *এক নজরে সীরাতুন্নবী পৃঃ ৪৭, যাদুল মাআদ পৃঃ ৮০-৮৩*

২০. *সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃঃ ৩১*

রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি উপহাসকারীরা

যে সকল দুর্বৃত্ত মহানবী-(সা)-এর কুৎসা রটনা ও উপহাস করে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে অগ্রণী কয়েকজনের নাম নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১। আবু লাহাব

২। উম্মে জামিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী) এদের উভয়ই সম্বন্ধে "তাব্বাত-ইয়াদা" সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩। আবু জেহেল। কুখ্যাত আবু জেহেল ছিল এই বিষয় সকলের অগ্রণী।

৪। অলীদ বিন-মুগীরা

৫। আস-বিন-ওয়ায়েল

৬। আসওয়াদ

৭। উবাই-বিন-খালাফ

৮। নাজার বিন-হারস

এ সকল কুরাইশ মুখপাত্রগণ রসূলুল্লাহ (সা)কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি উপহাসপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করতো। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করলেন "উপহাসকারীদের দুষ্ক্রিয়া প্রতিরোধের জন্য আমিই (আল্লাহ্) যথেষ্ট।" (সূরা হিজার)। ইহা ছাড়াও উপহাসকারীদের সম্বন্ধে সূরা ফুরকান, সূরা ইয়াসীন, সূরা আলমুদ্ দাসসের, সূরা দোখান, সূরা বনি ইস্রাইল, সূরা হুমাজা, সূরা মরইয়ম্, সূরা কাওসার, সূরা আনয়াম, সূরা আম্বিয়া, সূরা কাফিরুন প্রভৃতি সূরায় আল্লাহ পাক উপহাসকারীদেরকে সতর্ক করে অনেক আয়াত নাযিল করেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহানবী (সা)কে সান্ত্বনা প্রদান করে সূরা আনয়ামে নাযিল করেন "এবং প্রকৃতই তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে উপহাস করা হয়েছিল। অতপর যে উপহাস তারা তাঁদের সংগে করেছিল তা তাদেরই উপর ফিরে পড়ল।"

তথ্যঃ *আবদুল খালেক প্রণীত সাইয়েদুল মুরসালীন, ২য় খন্ড। পৃষ্ঠা১৬৭-১৮০*

মহানবী (সা)-এর উমরা

মহানবী (সা) মোট তিনবার উমরা করেছেন।

(ক) উমরাতুল কাযা

(খ) উমরাতুল জিরানা

(গ) বিদায় হজ্জের সংগে উমরা।

বিদায় হজ্জের আরাফাতের দিনে আয়াত নাযিল হয়, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার সম্পূর্ণ নিয়ামত তোমাদের দিয়ে দিলাম আর ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য নির্ধারণ করলাম।" (৫ ঃ ৩)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী

আল্লাহ পাক নবীগণকে শরীয়ত ও অনুরূপ যে হুকুম জানায়ে দেন তা ওহী। মহানবী (সা) চল্লিশ বছরে পদার্পণ করার পর ৮ই রবিউল আউয়াল ৬১০ খৃষ্টাব্দ রোজ সোমবার হযরত জিবরাইল (আ) হেরা পাহাড়ের এক গুহায় মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আবির্ভূত হলেন এবং সর্বপ্রথম ওহী প্রদান করে তাঁকে নবুয়ত প্রদান করে মহিমান্বিত করলেন। জিবরাঈল (আ)- রসূলুল্লাহ (সা)-কে পড়তে তিনবার বললেন। নবী দুইবারই বললেন যে, তিনি পড়তে জানেন না। তৃতীয় বার তৃতীয় আলিঙ্গনের পর জিবরাইল (আ) এর সংগে পড়তে লাগলেন "তুমি পাঠ কর আপন পরওয়ারদিগারের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন......" (ইকরা বিসমে ....) সূরায়ে ইকরা।

সর্বপ্রথম সূরা ইকরার ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ (সা) কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী এসে খাদিজা (রা)-কে তাঁর শরীর কম্বল দ্বারা ঢেকে দিতে বললেন। খাদিজার (রা) নিকট সবকিছু খুলে বললেন। তিনি রসূলুল্লাহ্‌কে (সা) সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে তাঁকে অরাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। নওফেল সবকিছু শুনে বললেন ঃ 'নামুছে আকবর"–ইনিই আল্লাহ্‌র দূত হযরত জিবরাইল। তুমি আল্লাহ্‌র নবী, ভীত হইওনা। তবে তোমার কওম এ নিয়ামতের কদর বুঝবে না। তারা তোমাকে কষ্ট দিবে ও নগরী হতে তাড়ায়ে দিবে। তিনি আরও বললেন, হায় আমি যদি তখন বেঁচে থাকতাম তবে তোমাকে সাহায্য করে দোজাহানে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারতাম। এর কয়েক দিন পরই অরাকা মারা যান।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর এক রেওয়াত অনুসারে আড়াই মাস এবং অন্য রেওয়াত অনুসারে ছয় মাস কাল ওহী আসা বন্ধ থাকে। মধ্যে মধ্যে ওহী বন্ধ হয়ে থাকলে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়তেন। তখন জিবরাইল (আ) এসে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ওহী নাযিল হওয়ার ধরন ছিল ৮ প্রকার ঃ

প্রথম ঃ সত্য স্বপ্ন। ওহীর প্রারম্ভে রসূলুল্লাহ যা স্বপ্নে দেখতেন হুবহু তাই ঘটত।

দ্বিতীয় ঃ হযরত জিবরাইল (আ) অদৃশ্য ভাবে রসূলুল্লাহ্‌র (সা) হৃদয়ে ওহী সঞ্চারিত করে যেতেন।

তৃতীয় ঃ জিবরাইল (আ) মানুষের আকার ধারণ করে রসূলুল্লাহ (সা) এর সংগে কথা বলতেন। তিনি তা মনে রাখতেন।

চতুর্থ ঃ ওহী ঘন্টার আওয়াজের মত আসত। এ ধরনের ওহী গ্রহণ করতে তাঁর কষ্ট হত, তাঁর চেহারা মুবারকের নিকট মৌমাছি গুঞ্জনের মত শব্দ শুনা যেত। তাঁর শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম নির্গত হত, তিনি সওয়ারীর উপর থাকলে তখন তা হাটু গেড়ে বসে যেত, দেহে কম্পন শুরু হত। ওহী আসতে থাকলে কেহই তাঁর মুখের প্রতি তাকাবার ক্ষমতা রাখত না।

পঞ্চম ঃ হযরত জিবরাইল (আ) প্রকৃত রূপ ধারন করতেন ও মহানবী (সা)-কে ওহী দান করতেন। এইরূপ দু'বার হয়েছে বলে সূরায়ে নাজ্‌মে উল্লেখ আছে।

ষষ্ঠ ঃ শবে মেরাজে যখন তিনি আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে হাজির ছিলেন তখন আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তাঁকে ওহী দান করেছিলেন। ৫ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার ঘটনা এর দৃষ্টান্ত।

সপ্তম ঃ ফিরিস্তার মধ্যস্ততা ব্যতীত আল্লাহ্‌ পাক রসূলুল্লাহ্‌র সংগেও কালাম করেছেন। আল্লাহ হযরত মূসা(আ)-এর সংগেও অনুরূপ কালাম করেছেন।

অষ্টম ঃ শবে মিরাজে আল্লাহ্‌ পাকের দীদার লাভ হলে আল্লাহ্‌ তায়ালা কোন প্রকার আবরণ ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবেই রসূলুল্লাহ (সা)- এর সংগে কথা বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ আমি মহা পরাক্রমশালী ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষভাবে দর্শন করেছি।

হযরত জিবরাইল (আ) মানবাকৃতি ধারণ করে সাধারণত সুসংবাদ বিষয়ক ওহী নিয়ে আসতেন আর ঘন্টা ধ্বনির মত শব্দ করে আযাব বিষয়ক ওহী নিয়ে আসতেন। হযরত জিবরাইল (আ) ওহী নিয়ে আসেন ঃ–

(ক) মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট চব্বিশ হাজার বার

(খ) আদম (আ)-এর নিকট বারো বার।

(গ) হযরত ইদ্রিস (আ)-এর নিকট চারবার।

(ঘ) হযরত নূহ (আ)-এর নিকট পঞ্চাশবার।

(ঙ) হযরত ইবরাহিম (আ)-এর নিকট বিয়াল্লিশ বার।

(চ) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট চারিশত বার

(ছ) হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট দশবার।

জিবরাইল (আ)- দুই প্রকার কালাম আল্লাহ্ তায়ালার নিকট হতে রসূলুল্লাহ (সা)- এর কাছে বহন করে আনেন। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক জিবরাইল (আ)-কে তাঁর কিতাব পৌছাতে আদেশ করেন। জিবরাইল (আ)- সংবাদ বহকের মত তা হুবহু পৌছে দিয়ে থাকেন। ইহাই পবিত্র কুরআন। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক জিবরাইলকে আদেশ দেন যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে অমুক কাজ করতে বা অমুক কথা বলতে হুকুম দাও। সেক্ষেত্রে জিবরাইল (আ) কালামের মর্ম পৌছায়ে থাকেন। কোন কোন সময় আল্লাহ পাক নিজেও রসূলুল্লাহ (সা) এর হৃদয়ে কোন বিষয় বা বাণী ঢেলে দেন। রসূলুল্লাহ (সা)- এই ধরনের কাজ বা বক্তব্য হাদীস। এ কারণে বর্ণনা দ্বারা হাদীস বর্ননা করা চলে। কিন্তু কুরআনুল করিমের একটি বর্নও পরিবর্তন করা চলে না।

তথ্য ঃ আবদুল খালেক প্রণিত সাইয়েদুল মুরসালিন ২য় খন্ড। পৃষ্ঠা ৯৭-১০৪.

মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যে সমস্ত সাহাবী ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ আবু বাক্‌র (রা), ওমর (রা), ওসমান (রা), আলী (রা), যুবায়ের (রা), আমের বিন কাহিরা (রা), আমর ইবনুল আস(রা), উবাই বিন কা'ব(রা), আবদুল্লাহ বিন আকরাম(রা), ছাবিত বিন কায়েস (রা), হাঞ্জালা বিন রবী আজদী (রা), মুগীরা বিন শো'বা (রা), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা), খালিদ বিন ওলীদ (রা), খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রা)। হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা) প্রথম থেকেই ওহী লেখক নিযুক্ত হন। মুআবিয়া (রা)-ও ওহী লেখক ছিলেন বলিয়া কথিত।

হযরত (সা)-এর বংশের যারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন

মহানবী (সা)- এর বংশের যাঁরা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। প্রবীণ আবু তালিব

২। মহাবীর হামযা (রা)

৩। জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আব্বাস (রা)

৪। বীর কেশরী আলী (রা)

তাঁরা সকলেই হাশেম বংশীয় ছিলেন। এ ছাড়া কুরাইশদের অপর এক শাখার হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) হযরতের (সা) অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহায়তাকারী ছিলেন। [২১]

২১. নবী-গৃহ সংবাদ ঃ মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৫৭।

১। ইসলামের প্রথম শহীদ (পুরুষদের মধ্যে) হযরত হারেস ইব্‌ন আবু হালা (রা)। নবুয়ত্তের তৃতীয় বর্ষে রসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশে হযরত আলী (রা) কুরাইশ নেতাদেরকে একটি দাওয়াতের ইন্তেজাম করেন। যথাবিহিত আপ্যায়ণের পর রসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ায়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কাফিরগণ ইহা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করল। সংগে সংগে কাফিরগণ রসূলুল্লাহ (সা)-কে আক্রমণ করল। হযরত ইবনে আবু হালা (রা) রসূলুল্লাহ (সা) কে আক্রমণ হতে উদ্ধার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কাফিরগণ চর্তুদিক হতে তাঁর উপর তলোয়ার চালাতে লাগল। হযরত হারেস (রা) কা'বা শরীফে শহীদ হলেন। ইসলামের প্রথম শহীদের রক্তে পৃথিবী অভিষিক্ত হল। [১]

২। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন সুমাইয়া। তিনি ছিলেন হযরত আম্মার (রা)- এর মাতা এবং ইয়াসিরের স্ত্রী। সুমাইয়া এবং তাঁর স্বামী ইয়াসির উভয়েই আবু জাহলের নির্মম নির্যাতনে প্রাণ ত্যাগ করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের মধ্যে প্রথম শাহাদাতের ঘটনা।

তারা প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য থেকে নিরাশ হননি। [২]

তথ্যঃ ১. আবদুল খালেক রচিতঃ সাইয়েদুল মুরসালীন ২য় খন্ড। পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬

২. সীরাতে মুগালতাই পৃঃ ২০ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম। আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

নবুয়তের ১১শ বছর ২৭শে রজবের রাত (৬২১ খৃ.) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। এ বছর রসূল (সা) মিরাজের মাধ্যমে আরশে মুঅ-াল্লায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সংগে সাক্ষাতলাভ করেন।

মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো এইঃ

হুযুর (সা) কা'বা শরীফের হাতীম নামক স্থানে শায়িত ছিলেন। এ সময় হযরত জিবরাইল ও হযরত মীকাইল (আ) এসে বললেন, 'আপনি আমাদের সংগে চলুন।' হযরত (সা)-কে বোরাকের উপর আরোহণ করান হল। দ্রুতগতিতে তাঁকে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হযরত (সা)-এর সম্মানার্থে পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া কিরামগণ একত্র হলেন। জিবরাইল (আ) আযান দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতিতে দু'রাকাত নামায পড়লেন।

আবার বোরাকে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সা)-এর আকাশ ভ্রমণ শুরু হল।

১ম আকাশে হযরত আদম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়।

২য় আকাশে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সংগে সাক্ষাত।

৩য় আকাশে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংগে সাক্ষাত হয়।

৪র্থ আকাশে ইদরীস (আ)-এর সংগে সাক্ষাত হয়।

৫ম আকাশে হারুন (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়।

৬ষ্ঠ আকাশে মূসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়।

৭ম আকাশে ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়।

এরপর হযরত (সা) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে হাওযে কাওসার দেখতে পান। অতপর রসূল (সা) বেহেস্তে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি আল্লাহর কুদরতের বহু নিদর্শন দেখতে পান। এরপর তাঁকে দোযখ দেখান হল।

এরপর মহানবী (সা) আরশে মুআল্লায় গমন করেন এবং আল্লাহ তায়ালার সংগে কথাবার্তার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঐ সময় নামায ফরয করা হয়। এরপর তিনি মক্কা মুয়াযৃযামায় ফিরে আসেন। ভোরের আগেই এ পবিত্র ভ্রমণ শেষ হয়। ২২

২২. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫২*

কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক অভিযান ও যুদ্ধ করেছেন। যেসব যুদ্ধে নবী (সা) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, তা "গাযওয়া" বলে পরিচিত। আর যে সকল অভিযানে হুজুর (সা) সশরীরে থাকতেন না, বরং কোন সাহাবীকে আমীর করে সেনাদল পাঠাতেন তাকে "সারিয়া" বলে। যুদ্ধ ছাড়াও যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের জন্য যে সমস্ত অভিযান চালান হয়েছে তাও ইসলামের ইতিহাসে "সারিয়া" নামে অভিহিত। কখনও আমীরের নাম অনুসারে, কখনও গোত্র, স্থান বা দেশের নাম অনুসারে "সারিয়া" বা "গাযওয়ার" নামকরণ হত।

১। ফিজারের যুদ্ধ ঃ ৫৮৪ খৃ. রসূলের (সা) নবুয়ত লাভের আগে ফিজারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর চাচাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং তীর ধনুক এগিয়ে দেন।

২। বুআসের যুদ্ধ ঃ ৭ম নববী সনে মদীনায় সংঘটিত হয়।

জিহাদের আয়াত নাযিল ঃ ১ম হিজরী সনে হিজরতের ৬ মাস পর অর্থাৎ জমাদিউস সানীতে হুজুর (সা) জিহাদের জন্য আদিষ্ট হন। আয়াত নাযিল হল, "যারা অত্যাচারিত হয়ে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে ক্ষমতাবান।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩৯)।

৩। নবী করীম (সা) হিজরী ১ম সনের রমজান মাসে হামযা (রা)-কে এক সারিয়ায় পাঠালেন। এর নাম সারিয়ায়ে হামযা।

৪। শাওয়াল মাসে 'সারিয়ায়ে উবাইদা বিন হারিস'।

৫। যুলকাদা মাসে 'সারিয়ায়ে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস'।

৬। দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে 'গাযওয়ায়ে আবোয়া' সংঘটিত হয়।

৭। 'গাযওয়ায়ে বাওয়াত' রবিউল আউয়াল মাসে। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'শত। শত্রুদের নেতা ছিল উমাইয়া বিন খালাফ। কিন্তু যুদ্ধ হয়নি। ফেরার পথে বানু মাদলাজের সংগে যুদ্ধ হয়।

৮। 'গাযওয়ায়ে বদরে উলা' অর্থাৎ প্রথম বদরের যুদ্ধ। রবিউল আউয়াল মাসে কুরয বিন জারিব নামক এক ব্যক্তি মদীনার চারণভূমি থেকে মুসলমানদের কিছু সংখ্যক গৃহপালিত পশু অপহরণ করে। তাকে ধরার জন্য এ অভিযান। তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। এর অন্য নাম 'গাযওয়ায়ে সাফওয়ান।' এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

৯। জমাদিউস সানি মাসে 'গাযওয়ায়ে যুল-উশায়রা'। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০ জন। বানু মাদলাজ্ব ও বানু যামিরার সাথে এ সময় দ্বিতীয়বার সন্ধি স্থাপিত হয়।

১০। 'সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ' রজব মাসে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম গণিমাত (যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পরিত্যক্ত মালপত্র) লাভ করে।

১১। বিখ্যাত বদরের যুদ্ধ। এটাকে 'বদরে কুবরা'ও বলে। এ যুদ্ধে হক ও বাতিলের পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন, "নিশ্চয়ই বদরে যখন তোমরা দুর্বল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন" (সূরা আলে ইমরান) রমজান মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১২। এ রমজান মাসেই 'সারিয়ায়ে উমায়র বিন আদী'।

১৩। শাওয়াল মাসে 'সারিয়ায়ে সালিম বিন উমায়র'।

১৪। শাওয়াল মাসেই 'গাযওয়ায়ে বনী কাইনুকা'। ইহুদীরা সন্ধি ভংগ করেছিল, এক মুসলিম মহিলার শ্লীলতা হানি করেছিল এবং মহানবী (সা)-কে চ্যালেঞ্জ করেছিল বলে হুজুর (সা) এদেরকে এ সময় মদীনা থেকে উচ্ছেদ করেন।

১৫। যুলহজ্জ মাসে 'গাযওয়ায়ে সাবীক' সংঘটিত হয়। সাবীক অর্থ ছাতু। আবু সুফিয়ান মদীনার শহরতলী আক্রমণ করে গাছের ফল লুট করে নেয় ও দু' জন মুসলমানকে শহীদ করে। হুজুর (সা) সৈন্যসহ তাকে ধাওয়া করলে সে পালিয়ে যায়। ত্রাসে তাদের ছাতুর বস্তা ফেলে যায় এজন্য এ যুদ্ধের নাম হয় 'সাবীক।'

১৬। ৩য় হিজরীর মুহররম মাসে 'গায্ওয়ায়ে কারকারা' বা 'গায্ওয়ায়ে বানী সুলায়ম'। বানু গাতফান ও বানী সুলাইম গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ হয়। শত্রুরা পলায়ন করে।

১৭। 'সারিয়ায়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী'। রবিউল আউয়াল মাস। ইসলামের দুশমন ইহুদী কা'ব বিন আশরাফকে কৌশলে হত্যা করা হয়।

১৮। রবিউল আউয়াল মাসেই 'গাযওয়ায়ে গাতফান'। এর আরও দু'টি নাম আছে। 'আনমার' ও 'যী আমর'। শত্রু বনু ছালাবা ও বনু মাহারিব পালিয়ে যায়। হুজুর (সা) নজদ পর্যন্ত এদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। দাসুর নামক এক ব্যক্তি খোলা তলোয়ার নিয়ে হুজুর (সা)-কে হত্যা করতে এসে নিজেই মুসল-মান হয়ে যায়।

১৯। জমাদিউল আউয়াল 'গাযওয়ায়ে বানী সুলায়ম'।

২০। জমদিউস সানি মাসে 'সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারিসাহ' কিরাদা অভিযান।

২১। শাওয়াল মাসে প্রসিদ্ধ 'গাযওয়ায়ে উহুদ' বা উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধেই হুজুর (সা)-এর দান্দান (দাঁত) মুবারক শহীদ হয়। বিস্তারিত বর্ণনা উহুদের যুদ্ধ শিরোনামে রয়েছে।

২২। শাওয়াল মাসে 'গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ'।

২৩। ৪র্থ হিজরী মুহাররম মাসে 'সারিয়ায়ে আবী সালামাহ'। 'কথনে' নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়।

২৪। 'সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন উমাইস।' সম্ভবত মুহাররম মাসের শেষের দিকে প্রেরণ করা হয়।

২৫। সফর মাসে 'সারিয়ায়ে আসিম'। আদল ও কারা গোত্রের লোকদের শিক্ষাদানের জন্য হুজুর (সা) দশজন শিক্ষক সাহাবীর এক কাফেলা তথায় প্রেরণ করেন। মুশরিকরা তাদেরকে শহীদ করে । হযরত খুবাইব ও যায়েদ বিন দাছানা (রা)-ও এই শহীদগণের অন্তরভুক্ত। এই ঘটনাকে 'রজী'-এর ঘটনা বলে।

২৬। সফর মাসেই সারিয়ায়ে 'বীরে মাউনা' সংঘটিত হয়। বনু কিলাবের সরদার আবু বরা তালীমের কথা বলে হুজুর (সা)-এর নিকট হতে ৭০ জন শিক্ষক সাহাবী নিয়ে যায়। বীরে মাউনায় পৌঁছে তারা শুধু আমর বিন উমাইয়া ছাড়া বাকী ৬৯ জনকে শহীদ করে।

২৭। রবিউল আউয়াল মাসে 'সারিয়ায়ে আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরী'।

২৮। 'গাযওয়ায়ে বানী নাযীর' ঃ বানী নাযীর কর্তৃক সন্ধি চুক্তি ভংগের কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় রবিউল আউয়াল মাসে।

২৯। যুলকাদা মাসে 'গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা'।

৩০। ৫ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 'গাযওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল'। দাওমার লোকেরা মদীনা আক্রমণ করবে শুনে হুজুর (সা) অভিযানে বের হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা সত্য নয় বলে পরে তিনি মদীনায় ফিরে যান।

৩১। শাবান মাসে 'গাযওয়ায়ে মুরাইসী'। এর আর এক নাম 'গাযওয়ায়ে বানী মুস্তালিক।' মুস্তালিকের সরদার হারিস বিন দিরার পরাজিত হয়। তার পক্ষে ১০ জন সৈন্য মারা যায়। একজন মুসলিম শহীদ হন। মুস্তালিক গোত্রের প্রায় ২০০ সৈন্য আহত হয়।

৩২। যুলকাদা মাসে 'গাযওয়ায়ে খন্দক' সংঘটিত হয়। এর অন্য নাম 'গাযওয়ায়ে আহযাব'। এর বিস্তারিত বিবরণ 'খন্দকের যুদ্ধ' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩৩। 'সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ্ বিন আতীক' যুলকাদা মাসেই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইসলামের দুশমন সালাম বিন আবী সুকাইকাকে হত্যা করা হয়।

৩৪। যুলহজ্জ মাসে 'গাযওয়ায়ে বানী কুরাইযা'। এই গোত্রের ইহুদীরা বহুবার চুক্তি ভংগ, ওয়াদা খেলাফ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই হুজুর (সা) তাদেরকে অবরোধ করেন। তারা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে, অস্ত্র অবনমিত করে। হুজুর (সা) তাদের বিচারের ভার তাদেরই গোত্র নেতা সা'দ বিন মুআযের উপর তাদেরই ইচ্ছা মোতাবেক অর্পণ করেন। সা'দ (রা) তাওরাত অনুসারে বিচার করলে তাদের ৪০০ যুবকের মৃত্যুদন্ড হয়।

৩৫। ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহররম মাসে কারতার দিকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার সেনাপতিত্বে এক সারিয়া সংঘটিত হয়। এতে ইয়ামন সর্দার ছুমামা বিন আছ-াল বন্দী হয়ে আসে। হুজুর (সা) তাঁকে মুক্তি দেন। তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩৬। 'গাযওয়ায়ে বানী লিহ্ইয়ান' রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। রজী'বাসীরা দশজন মুবাল্লিগকে হত্যা করেছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ।

শত্রু পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এ যুদ্ধে যাওয়ার পথে হুজুর (সা) তাঁর মাতার কবর জিয়ারত করেন। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'শ।

৩৭। রবিউস সানি মাসে 'গাযওয়ায়ে গাবা' বা যীকারদা। মুসলিম সৈন্য ছিল পাঁচশ'। বনী গাতফান গোত্রের উমাইয়া কারাবী ছিল শত্রু সৈন্যের সর্দার। মুসলিম সৈন্য সালামা বিন আকওয়া (রা) একাই শত্রু সৈন্যদের তাড়িয়ে দেন।

৩৮। রবিউস সানিতে সংঘটিত হয় 'সারিয়ায়ে উকাশা বিন মুহসিন'।

৩৯। 'সারিয়ায়ে যুল কাসসা'।

৪০। 'সারিয়ায়ে বানী ছা'লাবা'।

৪১। 'সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারিসা'– বানী সুলাইমের বিরুদ্ধে।

৪২। জুমাদাল উলা মাসে 'সারিয়ায়ে ঈস'।

৪৩। জমাদিউস সানি মাসে 'সারিয়ায়ে তরফ'।

৪৪। রজব মাসে 'সারিয়ায়ে ওয়াদিউল কুরা'।

৪৫। শাবান মাসে আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)-এর নেতৃত্বে 'সারিয়ায়ে দুমাতুল জানদাল'।

৪৬। 'সারিয়ায়ে আলী।' বানী সা'দের বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে এ সারিয়া সংঘটতি হয়।

৪৭। 'সারিয়ায়ে উম্মে কারকা' রমজান মাসে ঘটে।

৪৮। 'সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা' শাওয়াল মাসে।

৪৯। 'সারিয়ায়ে কুরয বিন জাবির' অভিযানটি হয় উরাইনিয়াইনের দিকে।

৫০। 'সারিয়ায়ে আমর বিন মাইয়া'।

৫১। যুলকাদা মাসে 'গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া' ও 'সুলহে হুদাইবিয়া' সংঘটিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫২। ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে 'গাযওয়ায়ে খাইবার' ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। হুযুর (সা) ১৪০০ মুজাহিদ নিয়ে খাইবার অবরোধ করেন। দু' দিন ভীষণ যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা)-এর সেনাপতিত্বে প্রধান দুর্গটির পতন হয় এবং মুসলমানদের জয় হয়।

৫৩। ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসেই 'গাযওয়ায়ে ওয়াদীল কুরা' সংঘটিত হয়। মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ১৩৮২। ইহুদীদের ১১ জন নিহত এবং তারা পরাজিত হয়। একজন মুসলিম শহীদ হন।

৫৪। এ মাসেই 'গাযওয়ায়ে যাতুররিকা' সংঘটিত হয়। মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ৪০০। বানু গাতফান, বানু মুহারিব, বানু ছালাবা ও ইহুদীরা একত্রে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করলে হুযুর (সা) অভিযানে বের হন এবং শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

৫৫। 'সারিয়ায়ে ঈয' সফর মাসে সংঘটিত হয়।

৫৬। 'সারিয়ায়ে কাদীদ' সফর মাসে সংঘটিত হয়।

৫৭। 'সারিয়ায়ে ফাদাক' সফর মাসে সংঘটিত হয়।

৫৮। জমাদিউল আউয়ালে 'সারিয়ায়ে হাসমী।'

৫৯। জমাদিউল আউয়ালে 'সারিয়ায়ে 'উমার' মুবার দিকে পরিচালিত করেন।

৬০। একই মাসে 'সারিয়ায়ে আবী বাক্‌র' পরিচালিত হয় বানী কিলাবের বিরুদ্ধে।

৬১। 'সারিয়ায়ে গালিব' রমজান মাসে মিকার বিরুদ্ধে।

৬২। 'সারিয়ায়ে উসামা' রমজান মাসে জুহাইনার হুরুকাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

৬৩। 'বাশীর বিন সা'দের সারিয়া' শাওয়াল মাসে বানী মুররা ও বানী ফাযারার বিরুদ্ধে।

৬৪। 'ইবনু আবী আওযারের সারিয়া' জুলহজ্জ মাসে বানী সুলাইমের বিরুদ্ধে।

৬৫। ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে 'সারিয়ায়ে কা'ব বিন উমাইয়া', 'যাতে আতলার' দিকে সংঘটিত হয়।

৬৬। রবিউল আউয়াল মাসে 'সারিয়ায়ে শুজা বিন ওহাব' যাতে ইরক -এর দিকে সংঘটিত হয়।

৬৭। জামাদিউল আউয়ালে 'সারিয়ায়ে মুতা' বসরার খৃস্টান গর্ভণর শুরাহবিলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। সুরাহবিলের সৈন্য সংখ্যা এক লাখ। মুস-লিম সৈন্য মাত্র তিন হাজার। এ ভয়ংকর যুদ্ধে তিন মুসলিম সেনাপতি হযরত যায়েদ, হযরত জাফর ও হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) একে একে শহীদ হওয়ার পর হযরত খালিদ (রা)-এর হাতে জয় লাভ হয়।

৬৮। জমাদিউস সানিতে যাতুচ্ছালাসিলে 'সারিয়ায়ে আমর বিন আস।'

৬৯। রজব মাসে আবু উবায়দার সেনাপতিত্বে 'সারিয়ায়ে খাবৃত' সংঘটিত হয়। এর আর এক নাম 'সারিয়ায়ে সাইফুল বাহার'। এ অভিযানে মুসলিম সৈন্যগণ ক্ষুধায় যারপর নাই কাতর হয়ে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁদের এ অন্ন কষ্টের সময় সাগর তাদের একটি বিরাটকায় মাছ দান করেছিল।

৭০। শাবান মাসে খাযিরার দিকে 'সারিয়ায়ে আবু কাতাদা বিন রবি' সংঘটিত হয়।

৭১। 'গাযওয়ায়ে ফতহে মক্কা' রমজান মাসের ২০ তারিখে মক্কা জয় করে মুহাম্মাদ (সা) কা'বা ঘর থেকে সকল মূর্তি ভেংগে বের করে দিলেন। তিনি খালিদ (রা)-কে দিয়ে উজ্জার মূর্তি, আমর বিন আসকে দিয়ে সুআর মূর্তি, সা'দ বিন যায়েদকে দিয়ে মানাতের মূর্তি ধ্বংস করিয়ে দেন।

৭২। শাওয়াল মাসে বানী খুযাইমার দিকে 'খালিদের সারিয়া'।

৭৩। 'গাযওয়ায়ে হুনাইন'-এর আর এক নাম 'গাযওয়ায়ে হাওয়াযিন'। বারো হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে হুযুর (সা) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শত্রু সেনাপতিসহ ৭১ জন নিহত হয়। ছয়জন মুসলমান শহীদ হন। শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

৭৪। 'সারিয়ায়ে তোফাইল দাওসী' শাওয়াল মাসে।

৭৫। 'গাযওয়ায়ে তায়েফ' সংঘটিত হয় শাওয়াল মাসে। বানী ছাকীফের বিরুদ্ধে এই গাযওয়ায় মুসলিম সৈন্য ছিল বার হাজার। মুসলিম সৈন্যগণ ১ মাস যাবৎ তায়েফ অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু তায়েফবাসী যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ায় মুসলমানরা মদীনায় ফিরে আসেন। পরে স্বেচ্ছায় তায়েফবাসী মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

৭৬। ৯ম হিজরী ঃ মুহররম মাসে 'সারিয়ায়ে উযাইনা বিন হাসীন' বানী তামীমের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। উযাইনা বিন হাসীনের নেতৃত্বে ৫০ জন মুস-লিম সৈন্য প্রেরিত হয়। যুদ্ধে বানী তামীম বন্দী হয়ে তওবা করে মুসলমান হয়েছিল।

৭৭। 'ওলীদ বিন উকবার সারিয়া'। বানী মুস্তালিকের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য ওলীদ বিন উকবাকে মুহাররম মাসে এক সারিয়ায় পাঠন হয়। বানী মুস্তালিক ওলীদকে সম্ভাষণ জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউ এসে ওলীদকে মিথ্যা খবর দিল যে, বানী মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য বেরিয়েছে। এ ঘটনা হুযুর (সা) অবগত হলে আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমাদের মধ্যে কোন দুরাচার কোন খবর নিয়ে এলে তার সত্যতা যাচাই কর।" (সূরা হুজরাত ঃ ৬)

৭৮। সফর মাসে খাছআমের দিকে 'কুতবা বিন আমিরের সারিয়া'।

৭৯। 'সারিয়ায়ে যুহাক' রবিউল আউয়াল মাসে বানী কিলাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়।

৮০। রবীউস সানি মাসে হাবশার বিরুদ্ধে 'সারিয়ায়ে আলকামা বিন মুজাজ্জাজ মাদলাজী' সংঘটিত হয়।

৮১। ঐ একই মাসে ফালাসের দিকে 'সারিয়ায়ে আলী'।

৮২। জানাবের দিকে 'সারিয়ায়ে উক্কাশা বিন মুহসিন'।

৮৩। গাযওয়ায়ে তাবুক রজব মাসে সংঘটিত হয়। এর অপর নাম 'গাযওয়ায়ে উসরা'। 'উসর' অর্থ কষ্ট ও অসুবিধা। এখানে যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু অভিযানটি বড় কষ্টকর ছিল। রোমানগণ হযরতের আগমনের কথা শুনে সিরিয়া ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৮৪। ১০ম হিজরী ঃ 'সারিয়ায়ে খালিদ' ১০ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে নাজরানের বানী আবদুল মাদানের বিরুদ্ধে খালিদ (রা)-কে এ সারিয়ায় পাঠান হয়।

৮৫। 'সারিয়ায়ে আলী'। রমযান মাসে ইয়ামনে সারিয়া হয় আলী (রা)-এর নেতৃত্বে। •

এ পর্যন্ত ২৮টি গাযওয়া ও ৫৭টি সারিয়ার কথা লেখা হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি গাযওয়ায় হুজুর (সা) সশরীরে জিহাদ করেছেন। তা হল ঃ বদর, উহুদ, মুরাইসী, খন্দক, কুরাইযা, খয়বর, ফতহে মক্কা, হুনাইন ও তায়েফ। অন্য দিকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, হুযুর (সা) ১৯টি গাযওয়ায় সশরীরে জিহাদ করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। হযরতের নবুয়ত জীবনে শহীদানের সংখ্যা ২৫৯ জন, আহত ১২৭ জন, বন্দী ১জন সাহাবী। বিধর্মী নিহত ৭৫৯, বন্দী ৬৫৬৪ জন। [২৩, ২৪, ২৫.]

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ অভিযান

ইবনে ইসহাক বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইব্ন হারিসার পুত্র উসামাকে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় থাকার দরুন সেনাবাহিনী মদীনার সন্নিকটে অবস্থান করে। তাঁকে ফিলিস্তীনের বালকা ও দারুস এলাকা দখল করার নির্দেশ দেন। তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ১লা রবিউল আউয়াল ১১শ হিজরী উসামা বিন যায়েদের মাথায় নিজ হস্তে সেনাপতিত্বের পাগড়ি বেঁধে দেন ও শায়িত অবস্থায় তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তারা অভিযানে যায়। [২৬]

২৩. সীরাতে ইবন হিশাম। পৃষ্ঠা ১৫৩—৩০৪, ৩৫৯

২৪. আল্লাবিউ খাতম ঃ বেলানী

২৫. এক নজরে সীরাতুন্নবী ঃ আবদুল কাদির, পৃষ্ঠা ১৭, ৩৮

২৬. সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ আকরাম ফারুক অনূদিত, পৃষ্ঠা ৩৫৯

মহানবী (সা)-এর সমর নীতি

মহানবী (সা) যে সামরিক নীতি রেখে গেছেন তা পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর সমর নীতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষার কঠোর নির্দেশ ছিল। মদ্যপান, ব্যভিচার ও লুটতরাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

২। যুদ্ধক্ষেত্রে নামায ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাদ দেয়া যাবে না।

৩। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমাত) এক-পঞ্চম অংশ রাষ্ট্রের জন্য। এগুলো জাতীয় সম্পদরূপে গরীবদের জন্য রক্ষিত থাকবে।

৪। যুদ্ধে প্রথম আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, অর্থাৎ অন্যায়কে প্রতিহত করা এবং আত্মরক্ষা ব্যতীত ইসলামে কোন যুদ্ধ ছিল না।

৫। মুসলমানদের যুদ্ধ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মাত্র। তাই তাকবীর ব্যতীত যে কোন রণহুঙ্কার নিষেধ ছিল। এ সংগ্রামকেই জেহাদ বলে।

৬। যুদ্ধে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালক, রুগ্ন, সকল অসহায়, উপাসনালয়ে অবস্থানরত ধর্মগুরু এবং অসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। জীবজন্তু, পশু-পাখী, শস্যক্ষেত্র, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির উপর হস্তক্ষেপ করাকে পাপ বলে ঘোষণা করা হয়।

৭। দূতকে হত্যা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী বলে ঘোষিত হয়েছিল।

৮। শত্রু হোক, সৈন্য হোক, অস্ত্র সংবরণ করে আশ্রয় প্রার্থনা করলে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দেয়ার বিধান প্রচলিত ছিল।

৯। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় অথবা যুদ্ধের পূর্বে বা পরে শত্রুগণ শান্তি প্রস্তাব দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। চুক্তি ভংগ নিষিদ্ধ ছিল।

১০। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা শুধুমাত্র ঘোষণা ছিল না, তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। [২৭]

১১। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত শত্রুদের মুসলমানদের মত কবরস্থ করা হত, শৃগাল-কুকুরে খাওয়ার জন্য ফেলে রাখা হত না।

১২। শত্রুসৈন্যের অংগহানী করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

১৩। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের পানির আধার থেকে কাফেরদেরও পানি নিতে দেয়া হয়েছিল।

---

২৭. মহানবী ঃ ডঃ ওসমান গনি, পৃষ্ঠা ৪৪০।

হিজরী দ্বিতীয় সনে রোজা ফরজ হয়। সেই বছরই রমজান মাসে নবীজী (সা) নাগরিকগণের আদম শুমারী করার ব্যবস্থা করেন। এক নির্দেশে তিনি বলেছিলেন, "মুসলিম নর-নারী ও শিশুদের প্রত্যেকের নাম একটি দফতরে (বড় খাতায়) লিপিবদ্ধ কর - যাতে প্রত্যেকেরই হাল অবস্থা জানা যায়।" এই নির্দেশ সংগে সংগে পালিত হয়েছিল (সীরাতে মোস্তফা, ফাতহুল বারী টীকা)। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই অনুমান করেন যে, হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজানে অনুষ্ঠিত এ আদম শুমারীই সম্ভবত সর্বপ্রথম লিখিত আদম শুমারী। কেন এ অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল এর জবাব একটিই — সকল শ্রেণীর নাগরিব সম্পর্কে আমীর বা ইসলামী হুকুমতের রাষ্ট্রপ্রধান যাতে সরাসরি অবহিত হতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। খেলাফত আমলে নাগরিকগণের, বিশেষত শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রত্যেক জনপদের মুসলমানদের নাম খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখাকে শাসক কর্তৃপক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত মনে করতেন। [২৮]

২৮. *(দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯০ ইং, ২য় পৃঃ)*

২৬শে জুলাই, ৬২৩ খৃ. ১৭ই রমজান ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশ সৈন্য সংখ্যা ঃ এক হাজার পদাতিক, সাত'শ উষ্ট্রারোহী এবং তিন শ' অশ্বারোহী। তেরজন ছিল খাদ্যের ব্যবস্থাপনায়। যুদ্ধ সম্ভার বহনের জন্য ছিল শত শত উট। কুরাইশ দলের সেনাপতি ছিল উৎবা বিন রবীআ।

বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ঃ হযরত (সা) মদীনা হতে যাত্রার সময় তাঁর সাথে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী ছিলেন। ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া। প্রতিটি উটের পিঠে তিনজন মানুষ এবং মাত্র কয়েকজনের নিকট কিছু অস্ত্র। বালক ও অক্ষমদের বাদ দিলে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩-৩০৭ জন। এদের মধ্যে ৮৩ জন মোহাজির, ৬১ জন আওস গোত্রের ও বাকী খাজরাজ গোত্রের।

বদর ঃ বদর ছিল একটি মনোহর কূপের নাম। এ জনপ্রিয় কূপের নামানুসারেই ওখানকার নাম বদর।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআন ঃ (ক) "হে নবী! বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত কর, যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শো জনের উপর জয়ী এবং তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর জয়ী হবে, কারণ তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।"

(খ) "হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"

বদর যুদ্ধের ফলাফল ঃ মুসলমানদের শক্তি নয়, সম্ভার নয়, সৈন্য নয়, সংখ্যা নয় শুধু ছিল ঐশী অনুপ্রেরণা। মুসলমানদের ছিল এমন এক নেতা, পথ প্রদর্শক (সেনাধ্যক্ষ) যাঁর যোগাযোগ ছিল সরাসরি আল্লাহর সাথে; তাই মুসলমানদের জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

মুআজ বিন আফরা ঃ হযরত মুআজ ও মুআওয়িয ইবনে আফরা নামক মদীনার এক কৃষকের দু' কচি ছেলে আল্লাহর রসূলের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জেহেলকে হত্যা করেন।

হযরত বেলাল ঃ হযরত বেলাল (রা) তাঁর পূর্বতন মনিব উমাইয়া বিন খালাফ এবং তার পুত্র আলিকে বধ করেন।

মক্কায় হযরত (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ঃ মক্কাতে যে ১৪ জন নেতা হযরতকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের ১১জনই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এরা হল ঃ

১। শাইবা (পিতা রবিআ) ২। উকবা ইব্ন আবি মুআইত ৩। তাইমা বিন আদি ৪। হারিস বিন আমার ৫। নাদর বিন হারিস ৬। আবুল বুহতুরী ৭। জামাহ্ বিন আসাদ ৯। আবু জাহল বানিয়া(পিতা হাজ্জাদ) ১০। মুনাব্বাহ ১১। উমাইয়া বিন খালাফ।

যে তিন জন মরেনি তারা ঃ ১। আবু সুফিয়ান (যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না)। ২। জুবাইর বিন মুতঈম ৩। হাকিম বিন হিজাম। এরা তিনজনই পরে ইসলাম কবুল করেন।

বদরের শহীদের সংখ্যা ঃ ছয়জন মোহাজির, আটজন আনসার। সব মিলে মোট ১৪ জন শহীদ হয়েছেন।

মক্কাবাসী ৭০ জন নিহত, ৭০ জন বন্দী – সবে মিলে ১৪০ জন।

কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের দুঃসংবাদ মক্কার মাটিতে প্রথম পৌঁছে খোজাআ গোত্রের হাইসাম বিন আব্দুল্লাহ্র মাধ্যমে। এর পরই ৭দিনের মধ্যে বসন্তরোগে অভিশপ্ত আবু লাহাবের মৃত্যু ঘটে। [২৯. ৩০. ৩১. ৩২]

---

২৯. মহানবী। ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২২৫—২৩৯

30. Muhammad: Seal of the Prophets: Muhammad Zafrullah khan, page 111- 128.

৩১. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ১৫৯

৩২. এক নজরে সীরাতুন্নবী, পৃষ্ঠা ২০

১। হযরত উবায়দা ইব্‌নুল হারিছ (রা) — মুহাজির
২। হযরত উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা) — মুহাজির
৩। হযরত যুশ-শিমালাইন (রা) — মুহাজির
৪। হযরত আকিল ইব্‌নুল বুকাইর (রা) — মুহাজির
৫। হযরত মাহজা ইব্‌ন সালিহ (রা) ওমর (রা) — এর আযাদকৃত দাস
৬। হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন বাইদা (রা) — মুহাজির
৭। হযরত সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা (রা) — আনসার
৮। হযরত মুবাশ্বর ইব্‌ন আবদুল মুনযির (রা) — আনসার
৯। হযরত উমায়র ইব্‌নুল হুমাম (রা) — আনসার
১০। হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিছ (রা) — আনসার
১১। হযরত রাফি ইব্‌ন মুআল্লা (রা) — আনসার
১২। হযরত হারিছা ইব্‌ন সুরাকা (রা) — আনসার
১৩। হযরত আওফ ইব্‌ন হারিছ (রা) — আনসার
১৪। হযরত মুআওবিয ইব্‌ন হারিছ (রা) — আনসার

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিনজন ফেরেশতার নাম জানা যায়।

তাঁরা হলেন ঃ

১। হযরত জিবরাঈল (আ)
২। হযরত মিকাঈল (আ)
৩। হযরত ইসরাফীল (আ) [৩৩]

৩৩. *সীরাতু'ল মুসতাফা, (১ম খণ্ড) ইদরীস কান্দলভী,* ৬১৬-৬১৯।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের নাম

মুহাজিরদের নাম ঃ ৮৮ জন

১। হযরত মুহাম্মদ (সা)
২। আবু বকর সিদ্দীক (রা)
৩। ওমর ফারুক (রা)
৪। ওসমান (রা)
৫। আলী (রা)
৬। আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম (রা)
৭। ইয়াস ইব্‌নুল বুকায়র (রা)
৮। বিলাল ইব্‌ন রাবাহ্ (রা)
৯। হাতিব ইব্‌ন আবী বালতাআহ (রা)
১০। হামযাহ্ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা)
১১। খুনায়স ইব্‌ন হোযায়ফাহ্ (রা)
১২। রবীআহ্ ইব্‌ন আকছাম (রা)
১৩। যাহির ইব্‌ন হারাম আশজাঈ (রা)
১৪। যুবায়র ইব্‌নুল আওয়াম (রা)
১৫। যায়দ ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)
১৬। যিয়াদ ইব্‌ন কা'ব (রা)
১৭। সালেহ্ ইব্‌ন মা'কাল (রা)
১৮। সায়িব ইব্‌ন মাযউন কুরায়শী (রা)
১৯। সায়িব ইব্‌ন ওসমান (রা)
২০। সুবরাহ্ ইব্‌ন ফাতিক আল-আযাদী (রা)
২১। সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস কুরায়শী (রা)
২২। সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)
২৩। সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)
২৪। সুলাইত ইব্‌ন আমর (রা)
২৫। সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুখশী আত-তাঈ (রা)

২৬। সুওয়ায়দ ইব্‌ন সা'দ কুরায়শী (রা)
২৭। সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা কুরায়শী (রা)
২৮। শুজা ইব্‌ন আবী ওহাব আল-আসাদী (রা)
২৯। শুকরান হাবশী (রা)
৩০। সাম্মাস ইব্‌ন ওসমান (রা)
৩১। সাফওয়ান ইব্‌ন বায়দা (রা)
৩২। সুহায়ব ইব্‌ন সিনান রুমী (রা)
৩৩। তোফায়ল ইব্‌ন হারিস (রা)
৩৪। তালহা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ (রা)
৩৫। তোলায়ব ইব্‌ন উমার ইব্‌ন ওহাব কুরায়শী (রা)
৩৬। আকেল ইব্‌ন বুকায়র (রা)
৩৭। আমির ইব্‌ন হারিস আল-ফিহরী (রা)
৩৮। আমির ইব্‌ন রবীআহ আল-গুনদী (রা)
৩৯। আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাররাহ (রা)
৪০। আমির ইব্‌ন ফুহায়রা আযদী (রা)
৪১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা)
৪২। আবদুর রহমান ইব্‌ন সাহল (রা)
৪৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুরাকাহ কুরায়শী (রা)
৪৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ কুরায়শী আল-উমাবী (রা)
৪৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আমর কুরায়শী (রা)
৪৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদি'ল-আসাদ ইব্‌ন হিলাল কুরায়শী (রা)
৪৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাখরামাহ (রা)
৪৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ আল-হুযালী (রা)
৪৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাযউন আল-কুরায়শী (রা)
৫০। উবায়দাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবদে মানাফ (রা)
৫১। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)
৫২। আবদু ইয়ালীল ইব্‌ন নাশিব আল-লাইসী (রা)
৫৩। আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহায়র কুরায়শী (রা)

৫৪। আমর ইব্‌ন সুরাকাহ্ কুরায়শী (রা)
৫৫। আমর ইব্‌ন আবী আমর ইব্‌ন শাদ্দাদ কুরায়শী (রা)
৫৬। আমর ইব্‌ন আবী সাররাহ্ ইব্‌ন রবীআহ কুরায়শী (রা)
৫৭। ওসমান ইব্‌ন মাযউন কুরায়শী (রা)
৫৮। আমর ইব্‌ন ইয়াদের (রা)
৫৯। উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস কুরায়শী (রা)
৬০। উমায়র ইব্‌ন আওফ (রা) (সুহায়ল ইব্‌ন আমর এর-ক্রীতদাস)
৬১। উকবাহ্ ইব্‌ন ওহাব (রা)
৬২। আওফ ইব্‌ন আছাছাহ্ কুরায়শী (রা)
৬৩। ইয়াদ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবী শাদ্দাদ কুরায়শী (রা)
৬৪। কুদামাহ্ ইব্‌ন মাযউন কুরায়শী (রা)
৬৫। কাছীর ইব্‌ন আমর আস-সুলামী (রা)
৬৬। কুনায ইব্‌ন হুসায়ন আবু মারছাদ গানাবী (রা)
৬৭। মালিক ইব্‌ন উমায়্যাহ্ ইব্‌ন আমর সুলামী (রা)
৬৮। মালিক ইব্‌ন আবু খাওলা দু'ফী (রা)
৬৯। মালিক ইব্‌ন আমর সুলামী (রা)
৭০। মালিক ইব্‌ন ইমায়লাহ্ আল-আসাদী (রা)
৭১। মুহাররিয ইব্‌ন নাদলাহ্ আল-কারী (রা)
৭২। মুদলাজ ইব্‌ন আমর সালফী (রা)
৭৩। মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ গানাবী (রা)
৭৪। মাসউদ ইব্‌ন রবী আল–কারী (রা)
৭৫। মুসআব ইব্‌ন উমায়র কুরায়শী (রা)
৭৬। মা'তাব ইব্‌ন হামরা খুঈ (রা)
৭৭। মা'মার ইব্‌ন আবী সাররাহ্ ইব্‌ন আবী রবী কুরায়শী (রা)
৭৮। মিহজা ইব্‌ন সালিহ আল–মুহাজির (রা)
৭৯। ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ তামিমী ইয়ারবূঈ (রা)
৮০। ওহাব ইব্‌ন আবী সারাহ্ কুরায়শী (রা)
৮১। ওহাব ইব্‌ন আবী সারাহ্ কুরায়শী (রা)

৮২। ওহাব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারাহ্ কুরায়শী (রা)
৮৩। হেলাল ইব্‌ন আবী খাওলা (রা)
৮৪। ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়স (রা)
৮৫। আবু হুযাফাহ ইব্‌ন উতবাহ (রা)
৮৬। আবু সুবরাহ সুরায়শী (রা)
৮৭। আবু কাবশাহ (রা)
৮৮। আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা) [৩৪, ৩৫]

আনসার সাহাবী ২২৫ জন

১। উবাই ইব্‌ন ছাবিত (রা)
২। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)
৩। আসআদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ফালেহাহ (রা)
৪। উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র (রা)
৫। আসবারাহ ইব্‌ন আমর নাজ্জারী (রা)
৬। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)
৭। আনাস ইব্‌ন মু'আয (রা)
৮। উনায়স ইব্‌ন কাতাদাহ (রা)
৯। আনাসাহ মাওলা রসূলুল্লাহ (সা)
১০। আওস ইব্‌ন ছাবিত (রা)
১১। আওস ইব্‌ন খাওলা ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)
১২। আওস ইব্‌ন সামিত (রা)
১৩। ইয়্যাস ইব্‌ন ওয়াদেকাহ (রা)
১৪। বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা)
১৫। বশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ছা'লাবাহ (রা)
১৬। ছাবিত ইব্‌ন আহ্‌রাম (রা)
১৭। ছাবিত ইব্‌ন জায়া (ছা'লাবাহ) (রা)
১৮। ছাবিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন নোমান খানাসা (রা)

---

৩৪. বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪
৩৫. সিরাতুল মোস্তফা (১ম খণ্ড): ইদ্রীস কান্দলভী : পৃষ্ঠা ৬০৮—৬১০

১৯। ছাবিত ইব্‌ন উবায়দ (রা)
২০। ছাবিত ইব্‌ন উবায়দ (রা)
২১। ছাবিত ইব্‌ন আমর (রা)
২২। ছাবিত ইব্‌ন হাযাল ইব্‌ন আমর (রা)
২৩। ছা'লাবাহ ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন আমর (রা)
২৪। ছা'লাবাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমিরাহ্ (রা)
২৫। ছা'লাবাহ্ ইব্‌ন গানামাহ ইব্‌ন আদী (রা)
২৬। জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)
২৭। জারীর ইব্‌ন উতায়ক (রা)
২৮। হারিসা ইব্‌ন সুরামাহ (রা)
২৯। খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা)
৩০। খাল্লাদ ইব্‌ন রাফে' (রা)
৩১। রবী ইব্‌ন ইয়্যাস (রা)
৩২। রিফাআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন রিফাআ (রা)
৩৩। রিফাআ ইব্‌ন রাফে (রা)
৩৪। আবু লুবাবাহ রিফাআ ইব্‌ন আবদিল মুনযির (রা)
৩৫। রিফাআ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ খাযরাজী (রা)
৩৬। রিফাআ ইব্‌ন আমর জুহানী (রা)
৩৭। যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ছা'লাবাহ (রা)
৩৮। যায়দ ইব্‌ন উহুনাহ (রা)
৩৯। যায়দ ইব্‌ন সাহল (রা)
৪০। যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা)
৪১। যায়দ ইব্‌ন মিযবান (রা)
৪২। যায়দ ইব্‌ন ওয়াদীআহ (রা)
৪৩। যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ ইব্‌ন ছা'লাবাহ (রা)
৪৪। সালিম ইব্‌ন উমায়র (রা)
৪৫। সাবী ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবায়শা (রা)
৪৬। সুরাকা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা (রা)
৪৭। সুফিয়ান ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন হারিস (রা)
৪৮। সুরাকা ইব্‌ন কা'ব (রা)

৪৯। সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)
৫০। সা'দ ইব্‌ন খায়সামা (রা)
৫১। সা'দ ইব্‌ন রবী' খাযরাজী (রা)
৫২। সা'দ ইব্‌ন যায়দ যুরকী আনসারী (রা)
৫৩। সা'দ ইব্‌ন উবায়দ আনসারী (রা)
৫৪। সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী (রা)
৫৫। সা'দ মাওলা উৎবাহ্ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা)
৫৬। সা'দ ইব্‌ন ওসমান খালাদাহ্ আনসারী (রা)
৫৭। সা'দ ইব্‌ন মুআয আওসী (রা)
৫৮। সা'দ ইব্‌ন সুহায়ল আনসারী (রা)
৫৯। সুফিয়ান ইব্‌ন বিশর (রা)
৬০। সালামা ইব্‌ন আসলাম আনসারী (রা)
৬১। সালামা ইব্‌ন ছাবিত কায়স আশহালী (রা)
৬২। সালামা ইব্‌ন হাতিব আনসারী (রা)
৬৩। সালামা ইব্‌ন সালামাত ইব্‌ন ওয়াকশ (রা)
৬৪। সুলায়ত ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা)
৬৫। সুলায়ম ইব্‌ন হারিস আনসারী (রা)
৬৬। সুলায়ম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ফাহ্‌দ আনসারী (রা)
৬৭। সুলায়ম ইব্‌ন আমর আনসারী সুলামী (রা)
৬৮। সুলায়ম ইব্‌ন মিলহান আনসারী (রা)
৬৯। সানাক ইব্‌ন খারাশাহ্ আনসারী (রা)
৭০। সাম্মাক ইব্‌ন সা'দ আনসারী (রা)
৭১। সিনান ইব্‌ন আবী সিনান (রা)
৭২। সিনান ইব্‌ন সায়ফী (রা)
৭৩। সাহ্‌ল ইব্‌ন খুনায়ক আনসারী আওসী (রা)
৭৪। সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা)
৭৫। সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবী আমর আনসারী (রা)
৭৬। সুহায়ল ইব্‌ন রাফে আনসারী (রা)
৭৭। সাওয়াদ ইব্‌ন আযবাহ্ আনসারী (রা)
৭৮। সাওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী সুলামী (রা)

৭৯। সাহ্‌ল ইব্‌ন উতায়ক আনসারী (রা)
৮০। দ্বাহ্‌হাক ইব্‌ন হারিসা আনসারী সুলামী (রা)
৮১। দ্বাহ্‌হাক ইব্‌ন আবদ আমর আনসারী (রা)
৮২। হামযা ইব্‌ন মালিক আনসারী সুলামী (রা)
৮৩। তোফায়ল ইব্‌ন মালিক আনসারী সুলামী (রা)
৮৪। আসিম ইব্‌ন বুকায়র আনসারী (রা)
৮৫। আসিম ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)
৮৬। আসিম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)
৮৭। আমির ইব্‌ন উমায়্যাহ (রা)
৮৮। আমির ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)
৮৯। আমির ইব্‌ন সালামাহ্‌ ইব্‌ন আমির বালাবী (রা)
৯০। আমির ইব্‌ন আবদ আমর আনসারী (রা)
৯১। আমির ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন হারিস আনসারী (রা)
৯২। আয়িয ইব্‌ন মাযিদ আনসারী (রা)
৯৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবাহ্‌ বালাবী আনসারী (রা)
৯৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নোমান আনসারী (রা)
৯৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আনজাদ (রা)
৯৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুমায়র আশজাঈ (রা)
৯৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রবী ইব্‌ন কায়স আনসারী খাযরাজী (রা)
৯৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী খাযরাজী আনসারী হারিসী (রা)
৯৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন খায়দ ইব্‌ন ছা'লাবাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)
১০০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন খায়ছামাহ আনসারী আওসী (রা)
১০১। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামা আজলানী বালাবী আনসারী (রা)
১০২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী (রা)
১০৩। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মালিক বালাবী আনসারী (রা)
১০৪। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমির বালাবী আনসারী (রা)
১০৫। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদ মানাফ আনসারী (রা)
১০৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবস আনসারী (রা)
১০৭। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়শ আনসারী (রা)
১০৮। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সুলূল আনসারী খাযরাজী (রা)

১০৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আরতাফতাহ্ আনসারী (রা)
১১০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম আনসারী (রা)
১১১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন আদী আনসারী খাযরাজী (রা)
১১২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা)
১১৩। ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস আনসারী (রা)
১১৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব আনসারী (রা)
১১৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন নোমান ইব্‌ন বালখামাছ আনসারী (রা)
১১৬। আবদুর রহমান ইব্‌ন জাবির আনসারী (রা)
১১৭। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ বালাবী আনসারী (রা)
১১৮। আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব মাযেনী আনসারী (রা)
১১৯। আবদুর রবিবাই ইব্‌ন হাক্ক আনসারী (রা)
১২০। আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াকশ আনসারী আশহালী (রা)
১২১। আব্বাদ ইব্‌ন খাশখাশ ইব্‌ন আমর আনসারী (রা)
১২২। আব্বাদ ইব্‌ন কায়স (রা)
১২৩। আব্বাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন তায়হান (রা)
১২৪। আব্বাদ ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা)
১২৫। উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত আনসারী সুলামী (রা)
১২৬। উবাদাহ্ ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা)
১২৭। উবায়দ ইব্‌ন আবী উবায়দ আনসারী (রা)
১২৮। উবায়দ ইব্‌ন আওস আনসারী হাদ্বরামী (রা)
১২৯। উবায়দ ইব্‌ন তায়হান আনসারী (রা)
১৩০। উবায়দ ইব্‌ন যায়দ আনসারী যুরকী (রা)
১৩১। আবস ইব্‌ন আমির আনসারী (রা)
১৩২। উতবাহ্ ইব্‌ন রবীআহ বাহযানী আনসারী (রা)
১৩৩। উতবাহ্ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আখর ইব্‌ন খানাখ আনসারী (রা)
১৩৪। উতবাহ্ ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জারীর মাহযানী (রা)
১৩৫। উতবান ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)
১৩৬। আদী ইব্‌ন যাগবা জুহানী আনসারী (রা)
১৩৭। ইসমত আনসারী (রা)
১৩৮। ইসমত ইব্‌ন হোমাইন আনসারী (রা)

১৩৯। উসায়মাহ্ আল-আসাদী (রা)
১৪০। উসায়মাহ্ আল আসাদী (রা)
১৪১। আতিয়্যা ইব্‌ন নাওবারাহ্ (রা)
১৪২। উকবা ইব্‌ন আমির আনসারী খাযরাজী (রা)
১৪৩। উকবা ইব্‌ন রবীআ আনসারী (রা)
১৪৪। উকবা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খাল্লাদ (রা)
১৪৫। উকবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ছা'লাবা আবু মাসউদ আনসারী (রা)
১৪৬। উকবা ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন ফিলদা গাতফানী (রা)
১৪৭। উলায়ফা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর আনসারী বায়্যাদী (রা)
১৪৮। আমর ইব্‌ন ইয়্যাস ইব্‌ন খায়দ খামনী আনসারী (রা)
১৪৯। আমর ইব্‌ন ছা'লাবাহ ইব্‌ন ওহাব আনসারী (রা)
১৫০। আমর ইব্‌নুল জাহূহ আনসারী সুলামী (রা)
১৫১। আমর ইব্‌ন উতমা ইব্‌ন আদী আনসারী খাযরাজী (রা)
১৫২। আমর ইব্‌ন আওফ আনসারী (রা)
১৫৩। আমর ইব্‌ন গাযিয়্যা ইব্‌ন আমর আনসারী হাযেনী (রা)
১৫৪। আমর ইব্‌ন কায়্স ইব্‌ন যায়দ আনসারী নাজ্জারী (রা)
১৫৫। আমর ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নোমান আনসারী আশহালী (রা)
১৫৬। আম্মারা ইব্‌ন হাযম আনসারী খাযরাজী (রা)
১৫৭। আমর ইব্‌ন মযীদ (রা)
১৫৮। উমায়র ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক আনসারী মাযেনী (রা)
১৫৯। উমায়র ইব্‌ন হারস ইব্‌ন ছা'লাবাহ আনসারী (রা)
১৬০। উমায়র ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ আনসারী (রা)
১৬১। উমায়র ইব্‌নুল হাম্মাম ইব্‌ন জামূহ আনসারী (রা)
১৬২। উমায়র ইব্‌ন মুরীদ ইব্‌ন আযগার আনসারী (রা)
১৬৩। উমায়র আনসারী (রা)
১৬৪। আম্মার ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন সকুন আনসারী (রা)
১৬৫। শুতরাহ্ সুলামী ছুম্মা যাকওয়ানী (রা)
১৬৬। আওফ ইব্‌ন আফরা আনসারী (রা)
১৬৭। উয়ায়ম ইব্‌ন আফরা আয়িল (রা)
১৬৮। উমায়মা ইব্‌ন আশকার আনসারী ইব্‌ন আওফ আনসারী (রা)

১৬৯। গান্নাম (রা)
১৭০। ফারওয়া ইব্‌ন আমর আনসারী (রা)
১৭১। ফাকেহিয়াহ ইব্‌ন বশীর আনসারী রাওকী (রা)
১৭২। কাতাদাহ ইব্‌ন নোমান ইব্‌ন যায়দ আনসারী জাফরী (রা)
১৭৩। কুতবাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদাহ আনসারী খাযরাজী (রা)
১৭৪। কায়ম ইব্‌ন সুকান আনসারী মাদানী (রা)
১৭৫। কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহল আনসারী মাদানী (রা)
১৭৬। কায়স ইব্‌ন মুহসিন ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ আনসারী রাওকী (রা)
১৭৭। কায়স ইব্‌ন মাখলাদ আনসারী মাযেনী (রা)
১৭৮। কায়স ইব্‌ন আবী সা'সাআহ আনসারী (রা)
১৭৯। কা'ব ইব্‌ন জাম্মায আনসারী (রা)
১৮০। কা'ব ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা)
১৮১। কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ আনসারী সুলামী (রা)
১৮২। মালিক ইব্‌ন তায়হান (রা)
১৮৩। মালিম ইব্‌ন দুখশাম আনসারী (রা)
১৮৪। মালিক ইব্‌ন রাফে ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)
১৮৫। মালিক ইব্‌ন রবীআহ আনসারী সায়েদী (রা)
১৮৬। মালিক ইব্‌ন কুদামাহ আনসারী আওসী (রা)
১৮৭। মালিক ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন বাদান আনসারী সায়েদী (রা)
১৮৮। মালিক ইব্‌ন নুমায়লাহ মাযিনী আনসারী (রা)
১৮৯। মুবাশশার ইব্‌ন আবদিল মুনযির আনসারী (রা)
১৯০। আল-মির্জযার ইব্‌ন যিয়াদ বালবী আনসারী (রা)
১৯১। মুহাররিয ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা)
১৯২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাহ আনসারী হারিসী (রা)
১৯৩। মুরারাহ ইব্‌ন রবীআহ উমরী আনসারী (রা)
১৯৪। মাসউদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা)
১৯৫। মাসউদ ইব্‌ন খালদাহ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক আনসারী রাওকী (রা)
১৯৬। মাসউদ ইব্‌ন রবীআ আল-কারী (রা)
১৯৭। মাসউদ ইব্‌ন সা'দ (রা)
১৯৮। মাসউদ ইব্‌ন আবদা সুওদ আনসারী (রা)

১৯৯। মু'আয ইব্‌ন জাবাল আনসারী (রা)
২০০। মু'আয ইব্‌ন আফরা (রা)
২০১। মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাজূহ্ আনসারী (রা)
২০২। মু'আয ইব্‌ন মায়েদ আসারী যুরকী (রা)
২০৩। মা'বাদ ইব্‌ন উবাদাহ্ আনসারী সুলামী (রা)
২০৪। মা'বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সখর আনসারী (রা)
২০৫। মা'বাদ ইব্‌ন ওহাব আল-আযদী ইব্‌ন আবদি কায়স (রা)
২০৬। মা'তাব ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন মুলায়ক আনসারী (রা)
২০৭। মা'তাব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ইয়্যাস বালাবী আনসারী (রা)
২০৮। মা'কাল ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ্ আনসারী (রা)
২০৯। মা'মার ইব্‌ন হারিস কুরায়শী আল-জুমাহী (রা)
২১০। মা'আন ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আখনাস ইব্‌ন খাব্বার সালমী (রা)
২১১। মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জুদ ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন দায়আ বালাবী আনসারী (রা)
২১২। মা'আন ইব্‌ন আফরা আনসারী (রা)
২১৩। মুআওবিয ইব্‌ন আফরা (রা)
২১৪। মুলায়ল ইব্‌ন ওয়াবরা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আজলান আনসারী (রা)
২১৫। মুনযির ইব্‌ন কুদামা আনসারী
২১৬। মুনযির ইব্‌ন আরফাজা আওসী (রা)
২১৭। মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকবা আনসারী (রা)
২১৮। নাহ্হাস ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন হাযমাহ বালাবী (রা)
২১৯। নাসর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন রায্যা ইব্‌ন কা'ব আনসারী যাফরী (রা)
২২০। নোমান ইব্‌ন আবী খিযামা আনসারী আওসী (রা)
২২১। নোমান ইব্‌ন সিনান আনসারী (রা)
২২২। নোমান ইব্‌ন আবদ আমর নাজ্জারী আনসারী (রা)
২২৩। নোমান ইব্‌ন আ'কার ইব্‌ন রবীআ বালাবী আনসারী (রা)
২২৪। নোমান ইব্‌ন কাওকাল (রা)
২২৫। নাওফাল ইব্‌ন ছা'লাবা আনসারী (রা) [৩৬]

---

৩৬. সীরাতুল মোস্তফা (১ম খন্ড)ঃ ইদ্রীস কান্দলভী ঃ পৃষ্ঠা ৬১০-৬১৬

১। উহুদের যুদ্ধ ঃ

২৬শে জানুয়ারী, শনিবার ৬২৫ খৃ., তৃতীয় হিজরীর ১১ শাওয়াল হযরত মুহাম্মদ (সা) উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন।

২। কুরাইশদের পক্ষের প্রধান সৈন্য ঃ

খালিদ বিন ওয়ালিদ, একরামা বিন আবু জাহল, আবু সুফিয়ান, আবদুল ওজ্জা, তালহা বিন আবু তালহা। সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০।

৩। হযরত (সা)-এর তরবারি প্রদান ঃ

হযরত (সা) তাঁর তরবারিটি আবু দুজানাহর হাতে তুলে দিলেন এবং বল-লেন, 'শত্রুকে আঘাত কর যতক্ষণ ভেংগে না যায়।" মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০ জন।

৪। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ ঃ

আবু দুজানাহ শুনলেন কে মুসলমানদেরকে গালাগালি করছে, তিনি তাকে বধ করার জন্য আপন তরবারি খাপ থেকে বের করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন যে, সে একজন মহিলা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ। তিনি সংগে সংগেই তরবারি খাপে পুরে ফেললেন। এ ছিল মুসলমানদের বীরত্বের মূলনীতি।

৫। মহাবীর হামজা (রা) ঃ

জুবাইর বিন মুতয়িমের ওয়াহ্সী নামে নিগ্রো ক্রীতদাস হযরত হামজা (রা)-এর প্রতি তাঁর অসতর্ক মুহূর্তে বর্শা নিক্ষেপ করলে হযরত হামজা (রা) শহীদ হন। মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহ্শী মুসলমান হন। হুজুর (সা) ওয়াহ্শীকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর সামনে আসতে নিষেধ করেছিলেন।

৬। হুজুর (সা)-এর দান্দান মুবারক শহীদ ঃ

মুসলমান সৈন্যগণের ছত্রভংগ অবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব নামে এক অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ অতি দ্রুত হযরত (সা)-এর নিকট হাজির হয় এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে আঘাত করে। আঘাতে হুজুর (সা)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়।

ইব্ন কুমাইয়া লাইছি নামক অপর এক পাপিষ্ঠ হুজুর (সা)-এর পবিত্র মাথায় আঘাত করল। এ আঘাতে দুর্ভাগ্যবশত তার বর্মের দু'টো কিলক তাঁর উপরের চোয়ালে ঢুকে যায়।তখন ওবাইদা বিন জাররাহ (রা) তাঁর আপন দাঁত দ্বারা ঐ কিলক দু'টোকে বের করে ফেলেন। হযরত (সা)-এর সমগ্র জীবনে এ ছিল এক মহাক্ষণ। হযরত (সা)-কে রক্ষা করার জন্য আবু দুজানাহ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, আবু তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান বিন আওফ (রা) সকলে সম্মিলিতভাবে হযরত (সা)-এর চারপার্শ্বে দাঁড়িয়ে একটা প্রাচীর গড়ে তুললেন। জায়েদ আনসারী (রা) এবং তাঁর পাঁচজন সহকর্মী এ প্রতিরক্ষায় শাহাদাত বরণ করলেন।এমনকি উম্মে আম্মারাহ (রা) নামক একজন মহিলাও রসূল (সা)-এর নিরাপত্তায় তাঁর হাত হারিয়েছিলেন। গিরিপথ পাহারায় নেতার নির্দেশ পালনে অবহেলা করার শোচনীয় পরিণতি মুসলমানদের জীবনে এক চরম দৃষ্টান্ত হয়ে রইল উহুদের যুদ্ধে।

আবু সাইদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা মতে উতবা ইব্ন ওয়াক্কাসের বর্শার আঘাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান দিকের নীচের দাঁত ভেংগে যায় এবং তাঁর নীচের ঠোট আহত হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব তাঁর কপাল জখম করে দেয়। ইব্ন কম্নিয়াহ তাঁর চোয়ালের উপরিভাগে আঘাত হানে। ফলে রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিরস্ত্রানের দু'টো অংশ ভেংগে তাঁর চোয়ালের ভিতরে ঢুকে যায়। অতপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য আবু আমের যে গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল তার একটিতে তিনি পড়ে যান। এ সময় আলী (রা) এসে তাঁর হাত ধরেন এবং তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রা) তাঁকে উপরে তোলেন। তাঁদের সাহায্যে হুজুর (সা) উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হন। মালিক ইব্ন সিনাম (রা) নবীজীর মুখের রক্ত চুষে নেন।

উহুদের যুদ্ধের বৈশিষ্ট ঃ ৭০ জন মুসলমান যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বটে কিন্তু মুশরিকরা একজন মুসলমান তো দূরের কথা, মুসলমানদের একটি প্রাণীকেও বন্দী করে মক্কায় নিয়ে যেতে পারেনি। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের নৈতিক জয় হয়।

যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হন ঃ তাদের কয়েকজনের নাম ঃ হযরত আমির হামজা, মুসআব বিন উমাইর, জায়েদ আনসারী ও তাঁর ৫জন সহকর্মী শাহাদাত বরণ করেন, হানযালা, সা'দ ইবন রাবী (রা) ও অন্যান্য।

কুরাইশদের যারা মারা যায় ঃ ১৭ জন বিশিষ্ট কুরাইশ নিহত হয়।ওয়ালিদ বিন আসি, আবু উমাইয়া, আবি হুজাইফার পুত্র হাশেম, উবাই বিন খালাফ, আবদুল্লাহ বিন হামিদ আসদি, তালহা বিন আবি তালহা, আবু সায়িদ বিন আবু তালহা, তালহার পুত্র মাসাফি ও জাঁলাস আরতাত বিন সুহরাহবিল ও অন্যান্য।

কুরাইশদের পরাজয় ও মুসলমান তীরন্দাজদের ভুল সম্পর্কে কুরআন ঃ "এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সাথে স্বীয় অংগীকার সত্য করলেন যখন তোমরা তাঁর আদেশে তাদের বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং ঝগড়া করছিলে এবং অবাধ্য হয়েছিলে, তৎপর তোমরা যা (booty) ভালবেসেছিলে, তা তিনি তোমাদের দেখালেন। তোমাদের মধ্যে কেউ। কামনা করছিল ইহকাল এবং কেউ পরকাল। তৎপর তিনি তোমাদের পরীক্ষার জন্য তাদের থেকে বিরত করলেন ও নিশ্চয় তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল" (৩ ঃ ১৫২)। [৩৭, ৩৮, ৩৯]

---

৩৭. মহানবী, ওসমান গনী, পৃষ্ঠা ২৪৫–৫৭

৩৮. মদীনা শরীফের ইতিহাস, আব্দুল জব্বার, পৃষ্ঠা ৫৭

৩৯. এক নজরে সীরাতুন্নবী. পৃষ্ঠা ২২

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

৫ম হিজরীর যুলকাদা মাসের ৫ তারিখে (৩রা এপ্রিল ৬২৬ খৃ.) খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিধর্মীরা মদীনা আক্রমণ করে। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৪ হাজার। সেনাপতি আবু সুফিয়ান। মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ৬ হাজার। কুরাইশরা পরাজিত হয়। ৬ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধের নাম পরিখার যুদ্ধ। সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী (রা) এ পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরিখাটি ছিল গভীরতায় ৫ গজ ও চওড়াতে ৫ গজ। খনন করতে ৬ দিন সময় লেগেছিল।পরিখা পার হওয়ার জন্য আবু সুফিয়ানের যে তিন জন নেতা প্রবল চেষ্টা করে তারা হল ঃ ১। আমর বিন আবদ উদ ২। ইকরামা বিন আবু জাহল ৩। দিরার বিন খাত্তাব। আমর পরিখা পার হয়ে উঠলে সম্মুখ যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়। যখন শত্রুগণ বুঝতে পারলো শক্তি দ্বারা হযরত (সা)-কে ধ্বংস করতে পারবে না তখন তারা অপকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিল। ইহুদী হুয়াই বিন আখতাব বানু কোরাইজা গোত্রের নেতা কাব বিন আসাদকে হযরত (সা)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রলুব্ধ করে।

মদীনা শত্রু দ্বারা ২৭ দিন অবরোধের পর রাত্রে প্রচন্ড বেগে ঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বিদ্যুৎ চমকানিতে শত্রু সৈন্য পালিয়ে গেল। মহান আল্লাহ শত্রু বিতাড়িত করে নবীকে বিজয়ী করে দিলেন।

"আল্লাহ অবিশ্বাসীদের তাদের ক্রোধসহ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রান্ত" (সূরা আহযাব ঃ ২৫)

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বানু কোরাইজা গোত্রের বিচারের দায়িত্ব পড়ল তাদেরই অনুমোদিত লোক সাদ বিন মুয়াজের উপর। বিচারে সিদ্ধান্ত হল, যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের প্রাণদন্ড হবে।আর তাদের ছেলে মেয়ে ও সম্পদ যুদ্ধলব্দ সম্পদ হিসাবে ভাগ হবে।বিচারে ৬০০ লোকের প্রাণদন্ড হয়। ৪০.৪১.৪২

৪০. *মদীনা শরীফের ইতিহাস, আবদুল জব্বার ,১৯১৪ ইং, পৃষ্ঠা ৬০*

৪১. *মহানবী। ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ২৬৭*

৪২. *সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ২২০।*

১। **হোদাইবিয়ার সন্ধি ঃ** ২২ শে মার্চ, ৬২৭ খৃস্টাব্দ হতে ১১ই মার্চ, ৬২৮ খৃস্ট পর্যন্ত সময়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদায় হোদাইবিয়ায় গমন করেন এবং ১২ই যুলহজ্জ হোদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনায় ফিরে এলেন।

২। **আরবদের মধ্যে অতি বড় বিশ্বাসঘাতক ঃ** উয়াইনা ইব্‌ন হিসন্।

৩। **মদীনায় নবী (সা)-এর প্রথম ৮ বছর ঃ** কুরআন শরীফের প্রায় (১/৩) অংশ সূরা অবতীর্ণ হয়। এগুলো হল ঃ ২-বাকারা, ৩-আলে ইমরান, ৪-নিসা, ৫-মায়িদা, ৮-আনফাল, ২৪-নূর, ৩৩-আহযাব, ৪৭-মুহাম্মদ, ৪৮-ফাত্‌হ, ৫৭-হাদীদ, ৫৮-মুজাদালা, ৬০-মুমতাহানা, ৬১-সাফ্‌ফ, ৬২-জুমুআ, ৬৩-মুনাফিকুন, ৬৪-তাগাবুন, ৬৫-তালাক।

৪। **হযরতের উমরা যাত্রা ঃ** ফেব্রুয়ারী ৬২৮ খৃস্টাব্দ, সাথে ১৪০০ জন সাহাবী। কোরবানী দেবার জন্য ৭০টি উট। ঐ উটগুলোর মধ্যে ছিল বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত আবু জেহেলের বিশেষ উটটি। এবারে হযরত (সা)-এর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা) সংগে ছিলেন।

৫। **মক্কা প্রবেশে বাধা ঃ** কুরাইশগণ খালেদ ইব্‌ন ওয়ালিদ ও ইকরামাকে দূত করে অশ্বারোহী সৈন্যসহ নবীজীর মক্কায় প্রবেশের পথরোধ করতে পাঠায়।

৬। **হোদাইবিয়া ঃ** আল্লাহর রসূল (সা)-এর উষ্ট্রী কাস্‌ওয়া মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরে হোদাইবিয়া নামক স্থানে এসে থেমে যায়। তিনি তাঁর লোকদের সেখানেই তাবু ফেলতে নির্দেশ দিলেন। কুরাইশদের হুলাইস ও উরায়া নামক দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে পথরোধ করতে পাঠায়।

৭। **হোদাইবিয়ার সন্ধি ঃ** ফেব্রুয়ারী-মার্চ ৬২৮ খৃ. কোরাইশরা তাদের একজন বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সোহাইল ইব্‌ন আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়।

৮। **সন্ধির শর্ত ঃ** এবার মুহাম্মদ (সা) উমরা না করে ফিরে যাবেন।পরবর্তী বছরে তিনি আসবেন এবং পবিত্র মক্কায় মাত্র তিন দিন অবস্থান করে ফিরে যাবেন। তরবারি তাদের খাপের মধ্যে থাকবে। যদি কোন কুরাইশ তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মুহাম্মদ(সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে আসে তাহলে তিনি বাধ্য থাকবেন তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত পাঠাতে। কিন্তু যদি মুহাম্মদ (সা)-এর কোন অনুসারী কুরাইশদের নিকট যায় তাহলে কুরাইশরা তাকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। এ দ্বিমুখী শর্তেও মুহাম্মদ (সা) সম্মত হলেন।এই সন্ধির মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর বিরাট সাফল্যের ভিত্তি স্থাপিত হল।

৯। **সন্ধির পরবর্তী কাল ঃ** সন্ধির কালি শুকাতে না শুকাতেই সোহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জানদাল মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগদান করল। কিন্তু সন্ধির শর্ত ভঙ্গ না করে মুসলমানগণ অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা নিয়ে আবু জানদালকে ফেরত দিলেন। নবী (সা) বললেন, "হে আবু জানদাল! ধৈর্য ধর, নিজেকে সংযত কর।নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার জন্য ও মক্কার দুর্বল লোকদের জন্য পথ বের করে দেবেন।"

১০। **কুরআন ঃ** (ক) 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।' সূরা ফাতহ, (৪৮ ঃ ১)

(খ) 'আল্লাহ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।'(সূরা ফাতহ, ৪৮ ঃ ৩) [৪৩, ৪৪]

---

৪৩. কুরআনুল করিম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন।পৃঃ ৮৪০

৪৪. মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, পৃঃ ২৮৩-২৯৮

খাইবরের যুদ্ধ

১। **খাইবর জয় ঃ** হযরতের এই যুদ্ধটি ছিল ইহুদীদের সাথে। সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের ১লা তারিখে হযরত (সা) সকল সংগীদের নিয়ে খাইবরের পথে যাত্রা করলেন। তিন দিনের পথ অতিক্রম করার পর হযরত (সা) ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুরক্ষিত দূর্গ খাইবারে পৌঁছলেন।

২। **ইহুদী নেতা ঃ** ইহুদীরা তাদের নেতা সাল্লাম বিন মিসকামের সাথে পরামর্শ করে তাদের ছয়টি দুর্ভেদ্য দূর্গের মধ্যে ওয়াতি ও সুলালিম নামক দূর্গে তারা তাদের ধন-সম্পদ ও মেয়েদের সুরক্ষিত করল। তাদের ধনাগার ছিল নায়ীম নামক দুর্গে। সৈন্য বাহিনী থাকত নাতাত নামক দূর্গে। হযরত (সা) নাতাত দূর্গ আক্রমণ করলেন। পঞ্চাশ জন মুসলমান আহত হলেন। ইহুদী নেতা সাল্লাম বিন মিসকাম নিহত হয়। তার স্থলাভিসিক্ত হল হারিস আবি জাইনাব অথবা কিনান বিন আবু হোকাইক।

৩। **মুসলিম সেনাপতি ঃ** মুসলমানগণ দূর্গ দখল করতে পারলেন না দেখে নবীজী হযরত আবু বকর (রা) ও পরে হযরত উমর (রা)-কে সেনাপতি করে পাঠালেন। তৃতীয় দিন মুহাম্মদ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইসলামের পতাকা দিয়ে বললেন "এই ইসলামের পতাকা নাও এবং যাও যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে বিজয়ী করেন।" ভীষণ যুদ্ধে ইহুদী নেতা হারিসের পতন হল। এরপর একে একে ইহুদীদের কামুস, আলাসাব, আল জুবাইর, ওয়াতি ও সুলালীম দূর্গের পতন হল।

৪। **শান্তি প্রস্তাব ঃ** ইহুদীরা অতি বিনীতভাবে হযরত (সা)-এর নিকট লিখিত শর্তে শান্তি প্রস্তাব দিলঃ

(ক) তাদের জীবন, সম্পত্তি ও মহিলা এবং শিশুদের স্পর্শ করা হবেনা।

(খ) তারা তাদের দেশের অর্ধেক উৎপন্ন ফসল হযরত (সা)-কে দেবে।

(গ) তারা তাঁর অনুগত প্রজারূপে বাস করবে।

হযরত (সা) তাদের শর্ত মেনে নিলেন। প্রতি বছর আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) খাইবারে আসতেন ও উৎপন্ন ফসল ভাগ করতেন।

৫। খাইবারে হযরত (সা)-কে বিষ প্রয়োগ ঃ ইহুদী জাতির কূটকৌশল ও চাতুর্য বড়ই অদ্ভুত। তারা হযরত (সা)-কে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকল। ইহুদী নেতা হারিসের কন্যা ও সাল্লাম বিন মিসকামের স্ত্রী জয়নাব হযরত (সা)-কে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খেতে দিল। হযরত (সা) এক লুকমা মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন, কিন্তু বিশর বিন বারা নামক এক সাহাবী সামান্য খাদ্য গিলে ফেলায় বিষক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করলেন।

৬। বন্দী ঃ এ যুদ্ধে যে সমস্ত রমণী বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। তিনি ছিলেন বানু নাজির গোত্রের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা। হযরত (সা) তাঁকে বিয়ে করে সহধর্মীণীর মর্যাদা দান করেন। হযরত (সা) জীবনে কাউকে দাস-দাসীরূপে রাখেননি।[৪৫, ৪৬]

---

৪৫. *মহানবী , ডঃ ওসমান গনী, পৃষ্ঠা ৩১৫—৩৩০*

৪৬. *সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ২৬৪*

কুরাইশগণ হোদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার আসর নামাযের পর ৬৩০ খৃ. জানুয়ারী মাসে দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দেন। ২০ শে রমযান জুমআর দিন হুজুর (সা) পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করেন।

হযরত (সা) মক্কা সহজে বিজয় করার কতগুলো কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পৌছে তাঁবু করলেন। খাদ্য রান্না করার জন্য তাঁবুর বাইরে বহু চুল্লি জ্বালান হল। রাতে অগণিত চুল্লির অগ্নিকুন্ড দেখে কুরাইশগণ ভীত হয়ে পড়ল। আবু সুফিয়ান হযরত (সা)-এর নিকট এসে মুস-লমান হয়ে গেলেন। হযরত (সা) ঘোষণা করে দিলেন যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে, মসজিদে হারামে কিংবা নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে তারা নিরাপদ।

রসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে ৪টি দলে বিভক্ত করে নগরে প্রবেশের আদেশ দিলেন।

১ম দলের নেতা ছিলেন হযরত যুবায়ের (রা)

২য় দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবাইদা (রা)

৩য় দলের নেতা ছিলেন হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা)

৪র্থ দলের নেতা ছিলেন হযরত খালিদ বিন অলিদ (রা)

আলী (রা) পতাকা হাতে হযরত (সা)-এর সাথে ছিলেন। সেনাপতিদের প্রতি হযরত (সা)-এর আদেশ ছিল, বাধা না দিলে কাউকে যেন আঘাত করা না হয়। বিনা বাধায় বিজয়ী বাহিনী মহানগরীতে প্রবেশ করলেন। কা'বায় পৌছে উসমান ইবন তালহার নিকট হতে আল্লাহর ঘরের চাবি নিয়ে ঘর খোলা হল। ৩৬০ মূর্তি দূরীভূত করা হল। হযরত (সা) ঘোষণা দিলেন, "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা চিরদিনই বিলোপশীল" (কুরআন ১৭ঃ ৮২)। তিনি সকলকে মুক্ত ঘোষণা করে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-কে কতিপয় লোক বিশেষভাবে কষ্ট দিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করেন। এরা হচ্ছে ইকরামা, সাফওয়ান, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ, ইবন আবি সাব প্রমূখ। কিন্তু ক্ষমার অযোগ্য কতিপয় অপরাধীকে হত্যা করা হয়। যাদেরকে হত্যা করা হয় তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবন খাতাল, আবদুল্লাহর এক মেয়ে, মিকিয়াস, হুয়ারিছ ইবন নুকাইদ। ৪৭

৪৭. *মহানবী মুহাম্মদ (সা) ঃ সোহরাব উদ্দিন আহমেদঃ পৃঃ ১২২-১২৩*

কা'বার মুতাওয়াল্লী

হযরত ইসমাঈলের ওফাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবাত কা'বার মুতাওয়াল্লী পদলাভ করেন। নাবাতের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মাতামহ মিগাস এবং তার বংশধরগণ বহুকাল কা'বার মুতাওয়াল্লী পদে ন্যস্ত থাকে। তৃতীয় খৃস্টাব্দে হিমিয়ার বংশীয় বনী খোজায়া পঞ্চম খৃষ্ট ইসমাঈল বংশীয় কুসায় ইব্‌ন কিলাব হুসায়েলের নিকট হতে কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ ও মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন। বনী খোজায়া বংশীয় আমর ইব্‌ন লোহী নামক কা'বার জনৈক মুতাওয়াল্লী সিরিয়া হতে কতগুলি প্রতিমা এনে কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই কা'বায় মূর্তি অবস্থানের প্রথম ইতিহাস। কুসাইর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুদ্দার ও ২য় পুত্র আবদ মন্নাফের নিকট কা'বার কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। এরপর আবদুদ্দার ও আবদ মন্নাফের পুত্রদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি হয়ে যায়। আবদ মন্নাফের পুত্র আবদ শামসের হস্তে কা'বায় যাত্রীদলের পানি সরবরাহ ও আহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হল। আবদ শামস স্বীয় ভ্রাতা হাশিমকে দায়িত্ব প্রদান করেন। হাশিমের বংশধরগণ বনী হাশিম এবং আবদ শামসের পুত্র উমাইয়ার বংশধরগণ বনী উমাইয়া নামে পরিচিত। হাশিমের পুত্র শায়বা আবদুল মুত্তালিব নামে অভিহিত হন। শায়বার মৃত্যুতে তদীয় ভ্রাতা মুত্তালিব তাঁর স্থলবর্তী মনোনীত হলেন। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বা আবদুল মুত্তালিব নাম গ্রহণ করে মক্কার সাধারণতন্ত্রের অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি কা'বার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে পবিত্র জম জম কূপের পুরাতন স্থান নির্ণয় করে উহা খনন করেন। এরপর ঘটনাবহুল ইতিহাসে কাবার দায়িত্ব মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে অর্পিত হয় আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর যা কিয়ামত পর্যন্ত চলায়মান থাকবে।

তথ্য ঃ মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীর, নবীশ্রেষ্ঠ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮১ পৃষ্ঠা ৪-৮

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সা) আরবের আনাচে-কানাচে ইসলামের বাণী গণমানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রচারক দল প্রেরণ করেন। এসব দলে যারা আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং যে সকল দেশ ও গোত্রে প্রচারের কাজ করেন তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ

আমীরগণের নাম	দাওয়াতের স্থান/গোত্র
১। হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব	হামাদান গোত্র, খোজায়মা ও মুদহাজ
২। মুগীরাহ ইব্ন শো'বা	নাজরান
৩। ওয়াবার ইব্ন নাহনীজ	পারস্যের আশপাশ এলাকা
৪। মুহাইসা ইব্ন মাসউদ	ফদক
৫। আহনাফ	সুলাইম গোত্র
৬। খালেদ ইব্ন অলীদ	মক্কার আশপাশ এলাকা
৭। আমর ইব্নুল আস	আম্মান
৮। মুহাজির ইব্ন আবু উমাইয়্যা	হারিস ইব্ন আবদে কুলাল এলাকা সানআ, ইয়েমেন।
৯। যিয়াদ ইব্ন লতিফ	হাজরা মাউত
১০। খালেদ ইব্ন সাঈদ	সানআ ও ইয়েমেন
১১। আদী ইব্ন হাতেম	তাঈগোত্র, ইয়েমেন
১২। আলী ইব্ন হাদ্বরামী	বাহরাইন
১৩। আবু মূসা আশয়ারী	যুবায়েদ ও আদন
১৪। মায়াজ ইব্ন জাবাল	জুন্দ
১৫। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজলী	জুলকুলাহ, হুমায়রী
১৬। তোফায়েল ইব্ন আমর দাউসী	দাউস কবীলা
১৭। ওরাওয়াহ ইব্ন মাসউদ	সাকীফ
১৮। আমের ইব্ন শাহর	হামাদান
১৯। দামাম ইব্ন সালাবা	বনু সায়াদ
২০। মুনকিজ ইব্ন হাব্বান	বাহরাইন
২১। সামামা ইব্ন আমাল	নজদের আশপাশ এলাকা

এ সকল ধর্ম প্রচারকগনের তাবলীগের ফলে সকল স্থানেই ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্য ঃ শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নবী (সা) ২য় খন্ড পৃষ্ঠা -৪৬৬-৪৬৭

বিশাল দেশে বিভিন্ন স্থানে গভর্নর ছাড়াও হিজরী নবম সালের পহেলা মুহররম রসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক গোত্রের জন্য সদকা ও যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করেন। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও শহরে আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

নাম	নিয়োগকৃত স্থানের নাম
১। আদী বিন হাতেম	কবিলায়ে তাঈ ও বনু আসাদ
২। সাফওয়ান বিন সাফওয়ান	বনু আমর
৩। মালেক বিন নুওয়ায়রাহ	বনু হানজালা
৪। বুরায়দাহ বিন হাসী আসলামী	ওকার এবং আসলীম
৫। ইবাদ বিন বাশার আশহালী	সুলাইম এবং সাজিনাহ
৬। রাফে বিন মাকীম জুহানা	জুহাইনাহ
৭। যবরকান বিন বদর	বনু সায়াদ
৮। কায়েস বিন আসেম	বনু সায়াদ
৯। আমর বিন আস	বনু ফাজারাহ
১০। দ্বাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী	বনু কেলাব
১১। বাছার বিন সুফিয়ান কেলাবী	বনু কায়াব
১২। আবদুল্লাহ বিন্লিল্লাইতা	বনু যুবইয়ান
১৩। আবু জাহম বিন হুযায়ফা	বনু লাইস
১৪। জনৈক হুযায়মী	বনু হুযাইম
১৫। ওমর ফারুক	(শহর) মদীনা মুনাওয়ারা
১৬। আবু ওবায়দা বিন জাররাহ	(শহর) নাজরান
১৭। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা	(শহর) খাইবার
১৮। যিয়াদ বিন লবীদ	হাদ্বরা মাউত
১৯। আবু মূসা আশয়ারী	ইয়েমেন প্রদেশ
২০। খালেদ	ইয়েমেন প্রদেশ
২১। আব্বান বিন সাঈদ	বাহরাইন
২২। আমর বিন সাঈদ বিন আস	তাঈমা
২৩। মুহাম্মাদ বিন জুজউল আসাদী	হুমুস এলাকা
২৪। ওয়াইনা বিন হাসান কাজারী	বনু তামীম

এদের প্রতি ফরমান ছিল, ন্যায় পাওনার অধিক আদায় করবে না, জবরদস্তিমূলক মাল আহরণ করবে না, সীমালংঘন করবে না এবং নিজের জন্য কোনরূপ হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবে না।

তথ্য ঃ *সীরাতুন নবী ,২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৬*

যখন আরবের লোকেরা দেখতে পেল যে, হযরত (সা)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করা সম্ভব নয় বরং দিন দিন ইসলামের পতাকাতলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন তারা ভাবল, নবী হতে পারলে তাদের দলে লোক জমায়েত হবে। তাই রাতারাতি অনেকেই নবী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে ঃ

১। নাজদের তুলাইহা জায়িম বিন আসাদ। ইনি পরবর্তীকালে খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে পরাজিত হয়ে মুসলমান হন।

২। মুসাইলামা কাযযাব। খুব সাহসী ও চতুর ছিল। সরাসরি হযরত (সা)-এর নিকট নবুয়তের দাবী নিয়ে পত্র লিখে যে, সে সমগ্র দেশের অর্ধেকের মালিক এবং বাকী অর্ধেক কুরাইশদের। হযরত (সা) উত্তর দিলেন, "আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা) থেকে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি। পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর অনুগত বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই সাম্রাজ্য দান করেন এবং শান্তি তাঁরই প্রতি যিনি অনুসরণ করেন তাঁকে।" মুসাইলামা কাযযাব ওয়াশীর হাতে নিহত হয়।

৩। নবুয়তের তৃতীয় দাবীদার ছিল ইয়ামেনের আসওয়াদ আনাসী। শহীদ বাজানের পত্নীকে আনাসী বলপূর্বক বিবাহ করে। শহীদ বাজানের স্ত্রী কৌশলে তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধার্থে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করে। ফলে ইয়ামেনবাসী এক দুরাচারের হাত থেকে রক্ষা পেল। [৪৮, ৪৯]

৪৮. মহানবী, ওসমান গনী, পৃষ্ঠা ৩৭১-৩৭২

৪৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫

বিভিন্ন শাসনকর্তার প্রতি হযরত (সা)-এর চিঠি

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত মুহাম্মদ (সা) বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের নিকট ইসলামের মহান দাওয়াত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। নিম্নলিখিত দেশে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন ।ঃ

দেশের নাম	রাজার নাম	দূতের নাম	ফলাফল
১। রোম (বাইজানটাইন) ৭ম হিঃ	হেরাক্লিয়াস	দেহইয়া বিন কালবী (রা)	প্রথমে দীনের দাওয়াত কবুল করলেন, পরে ত্যাগ করেন।
২। ইরান (পারস্য), ৭ম হিঃ	খসরু পারভেজ	আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রা)	ঔদ্ধত্য দেখালেন, পুত্রের হাতে নিহত হলেন। তার দেশ টুকরা টুকরা করা হয়েছিল।
৩। আবিসিনিয়া, ৭ম হিঃ	আস হিমাহ ইব্ন আবজ্বর উপাধিঃ নাজাশী	আমর ইব্ন উমাইয়া (রা)	নাজাশী পূর্বেই ইমাম জাফর (রা)-র নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪। মিশর (আলেকজান্দ্রিয়া) ৭ম হিঃ	মুকাওকিস	হাতিব ইব্ন আবি বালতাআ (রা)	দাওয়াতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অনেক উপহার পাঠান।
৫। ইয়ামামা, ৭ম হিঃ	ক) হাওদা বিন আলী খ) বাদশাহ সুনামা	সালীত ইব্ন আমর	তিনি দূতকে যথেষ্ট সম্মান দেখান।
৬। বোলকা, ৭ম হিঃ	হারিস গাস্সানী	ওজা ইব্ন ওয়াহাব আসাদী	প্রথম দাওয়াত কবুল করেননি।
৭। ওমান, ৮ম হিঃ	বাদশাহ জীফার ও আবদুল্লাহ	আমর ইব্ন আসসাহমী	তারা দু'জনই মুসলমান হয়েছিলেন
৮। বাহরাইন ৮ম হিঃ	মুনযির ইব্ন সাওয়ার	আলা ইব্ন হাদরামী (রা)	দাওয়াত পেয়ে তিনি মুসলমান হয়ে যান।
৯। ইয়ামেন, ৮ম হিঃ	হারিছ বিন আবদে কিলাব	মুহাজির ইব্ন আবিউমাইয়া	তিনি জবাব দেন আমি ভেবে দেখব।

হযরতের পত্রাবলী

ডঃ হামিদুল্লাহ (প্যারিস)-এর গবেষণা মতে হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় থেকে হযরতের (সা) ওফাতকাল পর্যন্ত তিনি ২০০ থেকে ২৫০ খানা চিঠি লিখেন।

তথ্য ঃ *আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী Holy Prophets Mission to contemporary rulers, Mahanabi Smaranika parishad, Mohammadpur, Dhaka. 1405 Hijri, Page 22.*

হুজুর (সা) একটা রূপার আংটি তৈরি করলেন এবং তাতে খোদাই করলেন 'মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'। পত্রগুলো আংটি দ্বারা সীলমোহর করা হতো। সকল চিঠির বিষয়বস্তু প্রায় একই ছিল। নমুনা স্বরূপ একটির অনুবাদ দেওয়া হলো- "পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট থেকে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি, "শান্তি তাঁর সংগে যিনি উপদেশ গ্রহণ করেন। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান করছি। যদি আপনি তা মেনে নেন, তাহলে আপনি নিরাপত্তা লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনি আপনার সকল প্রকার পাপ বহন করবেন।" ৫০. ৫১. ৫২

উম্মানের প্রশাসকের প্রতি মহানবী (সা)-এর প্রেরিত পবিত্র পত্রের ছবি। (লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু ডাইজেস্ট, সিলভার জুবিলী নম্বর, ২য় খন্ড-এপ্রিল '৮৬-এর সৌজন্যে)।

৫০. মহানবী, ডঃ ওসমান গণী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮

৫১. সীরাতে ইবনে হিশাম। পৃষ্ঠা ৩২৩

৫২. যাদুল মা'আদ, পৃঃ ৭৭-৮০

৫ম নববী বছরের শেষের দিকে কুরাইশদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা যখন চরমে পৌছে, তখন যারা হিজরতে সক্ষম, তাদেরকে হুজুর (সা) আবিসিনিয়ায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। আবিসিনিয়ার রাজা তখন আস হিমাহ, 'নাজাশী' তাঁর উপাধি। তিনি খৃস্টান ধর্মাবলম্বী একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। আবিসিনিয়ার রাজধানী ছিল আসকুম, যা বর্তমানে আদোয়ার কাছাকাছি। মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশে ১১জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আবিসিনিয়ায় ৫ম নববী বছরের রজব মাসে হিজরত করেন। হিজরতকারীদের মধ্যে যাঁরা সুপরিচিত তাঁরা হলেন ঃ

১। ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা) ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া (রা), (নবীজীর কন্যা)।
২। জাফর ইব্‌ন আবু তালিব (রা)।
৩। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)
৪। যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা)
৫। আবু হুযাইফা ইব্‌ন উতবা (রা) ও তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল (রা)
৬। ওসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)
৭। মুসআব ইব্‌ন উমাইর (রা)
৮। আবু সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ (রা) ও তাঁর স্ত্রী সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রা)
৯। আমের ইব্‌ন রাবিয়া ও তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমা (রা)
১০। সুহাইল ইব্‌ন বাইদা
১১। আবু সাবরা ইব্‌ন আবু রুহম (রা)।

ইব্‌ন হিশামের মতে ওসমান ইব্‌ন মাযউন (রা) ছিলেন দলনেতা। মুসলিম মোহাজিরদের আবিসিনিয়া থেকে বহিষ্কারের প্রচেষ্টায় কুরাইশগণ তাদের মধ্য থেকে আমর ইব্‌নুল আস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাবিয়াকে বহু উপঢৌকনসহ নাজাশীর নিকট পাঠায়। নাজাশীর আমন্ত্রণক্রমে জাফর ইব্‌ন আবু তালিব (রা) নাজাশীকে সূরা মরিয়মের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনান। নাজাশী-এর ভাবার্থে অভিভূত হয়ে কুরাইশদের উপঢৌকনসহ তাদের প্রতিনিধিদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। মুসলমানদের তার রাজ্যে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন। নাজাশী পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় নাজাশীর মৃত্যু হলে নবীজী (সা) মদীনায় তাঁর জানাযা আদায় করেন। সাইদ ইব্‌ন মুসায়্যাবের মতে, মদীনা নগরীর পশ্চিম দিকে 'মোসাল্লায়ে ঈদ' নামক মসজিদে এ জানাজার নামায অনুষ্ঠিত হয়। [৫৩, ৫৪]

৫৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম। পৃষ্ঠা-৭৭*
৫৪. *মদীনা শরীফের ইতিহাস। পৃষ্ঠা-১২*

কুরাইশগণ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারীদেরসহ নবুয়তের ৭ম বছরের দশম মাস হতে নবুয়তের ১০ম বছর পর্যন্ত শেবে আবু তালিব গিরি গুহায় অবরুদ্ধ করে রাখে। অন্তরীণের সময় নবী (সা)-এর বয়স ছিল ৪৮ বছর। ২ বছর ৬ মাস অন্তরীণ ছিলেন। কুরাইশদের বৈরীভাব লক্ষ্য করে আবু তালিবের পরামর্শে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণ ও বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব গোত্রের লোকজনসহ 'শেবে আবু তালিব নামক গিরি গুহায়' গমন করলেন। এখানে তাঁদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের ঘটনার কথা স্মরণে মুসলমানদের হৃদয় কেঁদে ওঠে। বনের লতাপাতা ও শুকনো চামড়া ভিজিয়ে পানি ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতেন। এ কঠিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে অন্তরীণ থেকে মুক্ত হতে যাঁরা সহায়তা করেন তারা হচ্ছেন ঃ

১। হিশাম ইব্‌ন আমর। তিনি ছিলেন নাদলা ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবদে মানাফের মা-শরীক সৎ ভাই। রসূলুল্লাহ (সা)-কে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান ছিল অসীম।

২। যুহাইর ইব্‌ন আবু উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা। তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার ছেলে।

৩। আবুল বুখতারী ইব্‌ন হিশাম

৪। মুতয়িম ইব্‌ন আদী

৫। যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব

৬। আবু তালিবের ভগ্নী বিবি আতিকা

হাজ্জন নামক মক্কার এক উচ্চ ভূমিতে তারা পাঁচজন একত্র হয়ে আবু জেহেলের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সলাপরামর্শ করল। পরামর্শানুযায়ী মুতয়িম অবরুদ্ধের চুক্তিনামাটা ছিঁড়ে ফেললেন। চুক্তিনামার লেখক মানসুর ইব্‌ন ইকরামার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল বলে কথিত আছে। [৫৫, ৫৬, ৫৭]

---

৫৫. মহানবী। পৃষ্ঠা-১৬৩

৫৬. নবীগৃহ সইবৃন্দ। মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ, পৃঃ ১৫২-১৫৪

৫৭. সীরাতে মুগলতাঈ। পৃঃ ২৪

মদীনায় প্রথম হিজরতকারী মুসলমানগণ.

১। বনী মাখযুম গোত্রের আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ (রা) নবুয়াতের ১০ম বছরে মদীনায় হিজরত করেন।

২। আমের ইব্‌ন রাবীয়া (রা) এবং তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবু হাসমা।

৩। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ (রা) তাঁর পরিবার পরিজন ও তাঁর ভাই আবদ ইব্‌ন জাহাশ। আবদ ইব্‌ন জাহাশের আর এক নাম ছিল আবু আহমাদ। তিনি একজন কবি ছিলেন।

৪। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)

৫। আইয়াশা ইব্‌ন আবু রাবিয়া মাখযুমী (রা)। তাঁরা হিজরত করে মদীনায় চলে যান। এরপর ব্যাপকভাবে মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করতে থাকেন। [৫৮]

---

৫৮. মদীনা শরীফের ইতিহাস। পৃষ্ঠা ৩৬–৩৮

তায়েফে মহানবী (সা)

তায়েফ মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৪০ মাইল (প্রায় ৬০ কি.মি.) দূরে অবস্থিত। এখানে বনু ছাকিফ বংশের লোকেরা বাস করত। নবুয়তের ১০ম বছরে (৬১৯ খৃ.) শওয়াল মাসে যায়েদ ইব্‌ন হারিসাকে সংগে নিয়ে মুহাম্মদ (সা) তায়েফ গেলেন। শহরের সকল গণ্যমান্য লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছালেন। তারা দাওয়াত গ্রহণ করল না। বরং নবীজীকে বিদ্রূপ করল ও লাঞ্ছনা দিল। সেখানে তিনি ১০ দিন অবস্থান করেন। ছাকিফ গোত্রের প্রধান আবদ ইয়ালীল নবীজীর পিছনে উচ্ছৃংখল ছেলেদের লেলিয়ে দিল। উচ্ছৃংখল বালকেরা নবীজীকে পাথর মেরে মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে শহরের বাইরে তিন মাইল দূরে বিতাড়িত করে দিল। তিনি তায়েফ উপত্যকায় কুরাইশ বংশীয় উতবা ও শায়বা নামক দুই ধনী ব্যক্তির ফলের বাগানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা তাদের চাকর আদ্যাসের মারফত নবীজীর নিকট কিছু ফল পাঠালেন। নিনেভা থেকে আগত আদ্যাস ছিল খৃস্টান। তিনি আল্লাহর নামে হুজুর (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুহাম্মদ (সা) মুতইম ইব্‌ন আদীর সহায়তায় মক্কায় নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর দাওস গোত্র প্রধান কবি তোফায়েল ইব্‌ন আমর হুজুর (সা)-এর সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি নিজ দেশে ইসলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১ম হিজরী সনে তিনি তাঁর গোত্রীয় ১৭টি পরিবারসহ মদীনায় হুজুর (সা)-এর সংগে মিলিত হন। আবু হুরায়রা (রা) এ দলভুক্ত ছিলেন। [৫৯]

---

৫৯. *Muhammed: Seal of the Prophets: Muhammad Zafrulla Khan, London, 1980, page. 57*

ইতিমধ্যে ইসলামের বাণী বিভিন্ন উপায়ে মদীনায় পৌছে। ১০ম নববী বছরে মদীনা হতে ৬ জন লোকের একটি দল এসে মুহাম্মদ (সা)-এর সংগে মক্কায় সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমান হন। এ দলের মাধ্যমেই পরের বছর আকাবায় বাইয়াত অনুষ্ঠানের পথ সুগম হয়।

মদীনা হতে আগত ছয়জন হলেন,

১। আবুজর গিফারী (রা)

২। সাঁদ ইব্‌ন সামিত (রা)

৩। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)

৪। আবুল হাইছাম ইব্‌ন তায়্যিহান (রা)

৫। আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)

৬। আযাদ ইব্‌ন মুদা (রা)

আকাবার প্রথম বাইয়াত

মক্কা হতে দুই মাইল দূরে হেরা পাহাড় ও মিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম 'আকাবা'। নবুয়াতের একাদশ বছরে রসূলুল্লাহ (সা) আকাবায় ১২ জন মদিনাবাসীকে বাইয়াত প্রদান করেন। এটাই হচ্ছে আকাবার ১ম বাইয়াত।

আকাবার প্রথম বাইয়াত গ্রহণকারী বিশেষ কয়েকজন ঃ

১। আবু উমামা ইব্‌ন জাররাহ

২। রাফে ইব্‌ন মালিক (রা)

৩। আওফ ইব্‌ন হারিস (রা)

৪। কুতায়বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযাইফা (রা)

৫। উকবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাফি (রা)

৬। নদর ইব্‌ন রাবি (রা)

এ দলটির সংগে মুহাম্মদ (স) মুসয়াব ইব্‌ন উমাইর (রা)-কে মদীনায় কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা দিতে তাদের শিক্ষাগুরু হিসেবে পাঠালেন।

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

আকাবার ২য় বাইয়াতে মোট ৭৩ জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে দু'জন ছিলেন মহিলা– তাঁরা হলেন মুসা ইব্‌ন বিনতে কাব ও আসমা বিনতে আমর ইব্‌ন আদী (রা)। প্রথমে রসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত গ্রহণ

করেন বারা ইব্‌ন মারুর। তারপর একে একে বাইয়াত গ্রহণ করেন কাব ইব্‌ন মারুর, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম আবু যাবির, আবুল হাইছাম ইব্‌ন তায়্যিহান, আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাদলা (রা)।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর আহবানে বাইয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য হতে ১২ জন আহবায়ক নির্বাচন করা হল। এর মধ্যে খাযরাজ গোত্র হতে নির্বাচিত হলেন ৯ জন এবং আওস গোত্র হতে নির্বাচিত হলেন ৩ জন।

খাযরাজ গোত্রের ৯ জন

১। আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)
২। সা'দ ইব্‌ন রাবী (রা)
৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)
৪। রাফে ইব্‌ন মালিক (রা)
৫। বারা ইব্‌ন মারুর (রা)
৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রা)
৭। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)
৮। সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)
৯। মুনযির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খুনাইস (রা)

আওস গোত্রের তিনজন

১। উসাইদ ইব্‌ন হুদাইর (রা)
২। সা'দ ইব্‌ন খাইসামা (রা)
৩। আবুল হায়ছাম ইব্‌ন তায়্যিহান (রা)

বাইয়াতের খবর শুনে কুরাইশগণ মদীনাবাসীদেরকে ধাওয়া করে সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে ধরে ফেলল। তারা সা'দকে প্রহার করল ও ভীষণ অত্যাচার করল। জুবাইর ইব্‌ন মুতয়ীম তাকে উদ্ধার করে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়।

বাইয়াতের ছয়টি শর্ত ছিল

১। আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরীক করব না।
২। আমরা ব্যভিচার করব না।
৩। আমরা চুরি করব না।
৪। আমরা শিশু হত্যা করব না।
৫। আমরা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেব না।
৬। আমরা সকল ভাল কাজে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-কে মান্য করব। [৬০]

---

৬০. মহানবী, ওসমান গণী, পৃষ্ঠা ১৮৬

হযরত আব্বাস (রা) ও বহু ঐতিহাসিকদের মতে হযরত নূহ (আ) মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সর্বমোট ৮০ জন লোক তাঁর কিস্তিতে উঠে জীবন রক্ষা করেন। এ ৮০ জনের বংশধরগণ হতে বিশাল সমাজ গঠিত হয়। তারা সকলে সম্মত হয়ে 'নমরুদ'কে রাজা করেন। পরবর্তীতে তারা ধর্মচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ৭০ ভাষার সৃষ্টি হয়। এ সময় হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র শাম আল্লাহর হুকুমে আরবী ভাষা সৃষ্টি করে মদীনায় বাস করতে থাকেন। এরাই 'আমালেকা সম্প্রদায়' নামে অভিহিত হন। সিরিয়া হতে মিশর পর্যন্ত ভূভাগ এদের দখলে আসে।

আমালেকাগণের পর এ স্থানে ইহুদীগণ বসতি করে। বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ) হজ্ব করতে আসার কালে ইসরাঈল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক তাঁর সংগে আগমন করেন। হজ্ব পালন করে তাঁরা মদীনা নগরীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে, মদীনায় আগমন করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন এবং তথায় দাফনকৃত হবেন এ সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে তা তাওরাত গ্রন্থ হতে জ্ঞাত হয়েছিলেন। একদল লোক হযরত মূসা (আ)-এর সংগ ত্যাগ করে সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শনের আকাংক্ষায় এ পবিত্র স্থানে বাসস্থান স্থাপন করে শুভদিনের অপেক্ষা করতে থাকেন। কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ লোকগণ মৃত্যুকালে তাদের নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে এরূপ উপদেশাবলী দিতেন যে, 'তোমরা যদি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাক্ষাৎ পাও তবে তাঁর সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করতে পরান্মুখ হবে না। আমরা তাঁর সেবা করতে এ স্থানে অবস্থান করে অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর দর্শনের সৌভাগ্যশালী হতে পারলাম না। তোমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় কিনা দেখ।'

বর্ণিত আছে যে, ইয়ামেন প্রদেশ হতে তিব্বা নামে এক পরাক্রান্ত পুরুষ তার এক পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা নগরী ধ্বংস করে এক বিজন অরণ্যে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা নেন। এ সময় এক জ্ঞানবৃদ্ধ ইহুদী পন্ডিত অগ্রসর হয়ে তাকে বলেন, 'জনাব, এ নগরী আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। এ নগরীকে। একেবারে বিনষ্ট করতে পারবে না। আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে এ

বিবরণ প্রাপ্ত হয়েছি। এ নগরীর নাম তাইয়েবা (পবিত্র)। এখানে শেষ পয়গম্বার অবস্থান করবেন।' তিব্বা ইহুদী পন্ডিতের মুখে শেষ নবীর প্রশংসা শুনে তাঁর হৃদয়ে অলৌকিক ভক্তির সঞ্চার হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তিব্বা সেই বিচক্ষণ সম্প্রদায়সহ মদীনায় ফিরে আসেন ও শেষ নবী করীম (সা)-এর জন্য এক অট্টালিকা তৈরি করে তিনিও মদীনায় বাস করতে থাকেন। তাওরাতের ৪ শত পন্ডিতও তাঁর সংগে ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনি একটি করে দালান তৈরি করে দেন এবং প্রত্যেককে এক একজন দাসীসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। তাঁর একখানা নিবেদনপত্রে তাঁর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিবরণ লেখা ছিল। সে পত্রে এ দু'টি পদও ছিল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদের প্রতি, –তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত। আমি যদি তাঁর সেই শুভ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারি তবে নিশ্চয় তাঁর মন্ত্রী হব এবং তিনি আমার ভাই হবেন।" এ লিপিকা শেষ হলে তিনি তাতে আপন নাম মোহরযুক্ত করে উক্ত পন্ডিতমন্ডলীর প্রধান শামূলের হাতে অর্পণ করে বলেন, "আপনি যদি সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লাভ করতে পারেন, তবে আমার এ নিবেদন লিপি তাঁর খেদমতে পৌঁছাবেন। আপনার জীবনে যদি সেই শুভ দর্শন না ঘটে, তবে আপনার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আমার এ আবেদন লিপিকা পৌঁছাবেন।" তিনি হযরতের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তার শেষ তত্ত্বাবধায়ক আবু আইউব আনসারীর (রা) সময় পর্যন্ত বংশানুক্রমে ২১ যুগ চলে যায়। মদীনার যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে হযরত (সা)-এর সহায়তাকারী হয়েছিল, তারা সেই পন্ডিত সমাজের বংশধর ছিলেন। আবু আইউব আনসারী (রা) তিব্বার সেই পত্রখানি হযরত (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়েছিলেন। [৬১]

৬১. *মদীনা শরীফের ইতিহাস। শেখ আবদুল জব্বার সংকলিত, এস এন্ড কোং ময়মনসিংহ, ১৯১৪ইং, পৃষ্ঠা ২৭–৩৬।*

৮ই রবিউল আওয়াল মাসের বৃহস্পতিবার ৬২২ খৃ. জুনের মাঝামাঝি তারিখে মহানবী (সা) রাত্রিবেলা মদীনায় হিজরত করেন। এ সময় তাঁর বয়স ৫৩ বছর। সকাল হলে মক্কা হতে তিন মাইল দক্ষিণে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন।

যাত্রাকালে তাঁর সংগে ছিলেন

(১) হযরত আবু বাক্‌র (রা) (২) আমির বিন ফুহাইরা নামক একজন দাস (৩) বানী দাইল গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরিকাট নামক একজন দাস। (৪) আবদুল্লাহ্ বিন উবাই কিতলাইসী–পথ প্রদর্শক।

(ক) সাওর গুহায় অবস্থান ঃ হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ কুরাইশদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাওর পর্বত গুহায় খবরাখবর পৌঁছাতেন। আবদুল্লাহ তাঁদের সংগে গুহায় রাত্রি অতিবাহিত করতেন। আবু বাক্‌র (রা)-এর চাকর আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ছাগল চরাবার সময় দুধ সরবরাহ্ করতেন। মুহাম্মাদ (সা) সাওর পর্বতের গুহায় তিন রাত অবস্থান করেন।

মদীনার পথে সাওর গুহা ত্যাগের সময় নবীজী মক্কার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "হে মক্কা! যে কোন স্থান হতে তুমি আমার নিকট অধিক প্রিয়, কিন্তু তোমার লোকেরা তোমার বুকে আমায় বাস করতে দিল না।"

(খ) কুরাইশদের পুরস্কার ঘোষণা ঃ কুরাইশগণ মুহাম্মদ (সা)-কে জীবিত কিংবা মৃত মক্কায় যে এনে দিতে পারবে তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করল। পুরস্কারের লোভে বনু মাদলাজ গোত্রের সুরাকা ইব্‌ন মালিক হুজুর (সা)-কে ধরার জন্য গিয়েছিল। তাঁদের নিকটবর্তী হলে সুরাকার ঘোড়ার পা বালির মধ্যে আটকে যায়। সুরাকা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে যায়। মুহাম্মদ (সা) মদীনা যাওয়ার পথে যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর সাথে দেখা হয়। যুবায়ের হযরত (সা) ও আবু বকর (রা)-কে দু'টি সাদা জামা উপহার দেন। পথে আরও বহু লোকের সংগে তাদের দেখা হয়েছে।

৪ দিন চলার পর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার অপরাহ্নে তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় পৌছেন। রসূল (সা) এখানে আমর বিন আওফ নামে আনসার পরিবারে ৪দিন অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা) তিন দিন পরে কুবায় এসে নবীজীর সাথে মিলিত হন।

(গ) ইসলামের প্রথম মসজিদ ঃ রসূল (সা) ১২ই রবিউল আওয়াল ২৭শে জুন ৬২২ খৃ. সোমবার দুপুর বেলায় মদীনার কূবা পল্লীতে পৌছেন এবং তথায় স্থানীয় মুসলমানদের নিয়ে প্রথম মসজিদ স্থাপন করলেন। এটি মসজিদে কুবা নামে পরিচিত। মসজিদটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছিল ৬৬ গজ।

(ঘ) কুবায় অবস্থান ঃ কূবা পল্লীতে বানী আমের বংশের কুলসুম ইবনুল হিদম (রা)-এর বাড়ীতে ৪দিন (বুখারীতে ১৪দিন) অবস্থান করেন।

(ঙ) মদীনায় পদার্পণ ঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃ., ১৬ই রবিউল আওয়াল শুক্রবার হযরত মদীনায় পদার্পণ করেন এবং তখন থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়।

(চ) প্রথম জুমার সালাত ঃ কূবা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে বুনিয়া উপত্যকার মসজিদে হযরত (সা) বানী সালেম গোত্রের পল্লীতে ১০০ জন লোকসহ জুমার সালাত আদায় করেন। হযরত (সা) এখানেই প্রথম জুমার সালাতে ইমামতি করেন। এদিন ছিল ১৬ই রবিউল আওয়াল, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃ.।

(ছ) উষ্ট্রীর অবস্থান ঃ মদীনাবাসীর প্রত্যেকেরই প্রার্থনা হযরত (সা) তাঁর উষ্ট্রীকে তাদের বাড়ীর সামনে থামান। হযরত বিনীতস্বরে সকলকে বললেন তাঁর উষ্ট্রী আল্লাহর পথনির্দেশনায় চলেছে। উষ্ট্রী দুই এতিম বালক সাহল ও সুহাইলের মালিকানায় এক স্থানে এসে থামল। হযরত (সা) অবতরণ করলেন। এটি ছিল আবু আইউব আনসারী (রা)-এর বাড়ী সংলগ্ন। তথায় তিনি মসজিদ তৈয়ার করলেন। ইহা মসজিদে নববী। আবু আইউব আনসারীর বাড়ীতে হযরত (সা) ৭ মাস অবস্থান করেন।

(জ) পরিবারবর্গ আনয়ন ঃ ৬২২ খৃ. রবিউল আউয়াল মাসের শেষ পক্ষে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পরিবারের ফাতিমা, উম্মে কুলসুম, জায়েদের সহধর্মিণী উম্মে আয়মন ও তাঁর কন্যা আসমা প্রমূখকে মদীনায় আনয়ন করবার জন্য আবু রাফে (রা) ও জায়েদ ইবন হারেছাকে (রা) ৫০০শত দেরহাম ও ২টি উটসহ

মক্কায় প্রেরণ করেন। আবু বাক্‌র (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহও তাদের সঙ্গী হয়ে আপন পরিবার আনতে গেলেন। ৬২

(খ) মসজিদে নববী ঃ নবী করীম (সা) নাজ্জার গোত্রের দুই অপ্রাপ্ত বালক সাহল ও সুহায়েলের নিকট হতে মসজিদের জন্য জায়গা ক্রয় করে নেন। মসজিদ নির্মাণের জন্য আনসার ও মোহাজের সকলেই এগিয়ে আসেন। এর নির্মাণ কৌশল ছিল খুবই সাদাসিধে। মসজিদে নববী প্রথমে ছিল আয়তাকার। উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৩৫ মিটার, পূর্ব পশ্চিমে প্রস্থে ৩০ মিটার ছিল। ৭ম হিজরীতে এটা পুরাপরি বর্গাকার করা হয়, যার চার দিকের প্রতিটি দেয়াল ৫৬ গজ লম্বা ছিল। রোদে শুকানো কাঁচা মাটির ইট দ্বারা দেয়াল তৈরি হয়। প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ১০/১১। মসজিদে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে একটি করে মোট তিনটি দরজা ছিল। প্রবেশ পথের স্তম্ভগুলো পাথর দ্বারা নির্মিত হয়।

পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথের নাম "বাবে আতিক" এবং পূর্ব দিকেরটির নাম "বাবে জিবরীল"। বাবে জিবরীল দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করতেন। প্রাথমিক অবস্থায় মসজিদের কোন ছাদ ছিল না। পরে উত্তর সীমানা হতে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে ছাদ নির্মাণ করা হয়। খেজুর গাছের কান্ড দিয়ে দু'সারি খুঁটি এবং খেজুর গাছের পাতা ও ডাঁটা দিয়ে কাদা মাটির স্তর নিয়ে ছাদ তৈরি হয়।

১৫ই শাবান ২য় হিজরী, ৬২৪ খৃ. ১১ই জানুয়ারী মদীনার উপকণ্ঠে নবী করীম (সা) যখন এক মসজিদে (কেবলাতাইন) নামাযরত তখন আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। কিবলা পরিবর্তনের ফলে মসজিদে নববীর অঙ্গ সৌষ্ঠবের সামান্য রদবদল করা হয়। মোহরাবটি উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু প্রাচীরের ছাদটি থেকে যায়। এ ছাদের নিচেই আসহাবে সুফ্‌ফাগণ বাস করতেন। উত্তর প্রাচীরের যেখানে মেহরাব ছিল সেখানে একটি প্রবেশপথ তৈরি করা হয়। মেহরাব তৈরীর পূর্বে নবী (সা) একটি খেজুর গাছের কান্ডের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা প্রদান করতেন। তাবারীর মতে, ৬২৯ খৃ. ৮ম হিজরীতে মেহরাব তৈরি হয়। এরপরই কাঠ দ্বারা তিনটি ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরি করা হয়। মিম্বরটি তৈরি করেন ইবরাহীম নামক একজন কাঠমিস্ত্রী।

---

৬২. আবদুল জব্বার সঙ্কলিত ঃ মদীনা শরীফের ইতিহাস। এস এন্ড কোং ময়মনসিং ১৯১৪ ইং, পৃষ্ঠা ৪৪-৫০; সোহরাব উদ্দীন আহমেদ, মহানবী মুহাম্মদ (সা) পৃঃ ৫৯-৬০।

ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খলিফা ও শাসকগণের দ্বারা মসজিদে নববীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়ব পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। [৬৩. ৬৪]

---

৬৩. *The History of the Mosque of Saudi Arabia, G. R. D. King: page 24-29*

৬৪. *মসজিদের ইতিহাস, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান পৃ ঃ ১২৩-১২৪*

হিজরতের পথে যে সকল স্থানের উপর দিয়ে মহানবী (সা) মদীনায় পৌছেন

নিজ বাড়ি হতে আবু বকর (রা)-এর বাড়ি হয়ে রওনা করেন।

মক্কা — সাওর পর্বত গুহা

মক্কার নিম্নভূমি

মক্কার উপকূলবর্তী এলাকা

উসফান অঞ্চলের নিম্নভূমি

তগমাজ্যের নিম্নভূমি

কুদাইদ

খারবার

লেকফ

মাদলাজ লেকফ

মাদলাজা মাহাজ

মারজাহ মাহাজ মারজাহ খিল গাদওয়াইন

বাতন যিকাশর

জাদাজিদ

আজরাদ

মাদলাজা তিহিন

সালাম

আবাবিদ

আল ফাজ্জাহ

আরজ

সানিয়াতুল আয়ের

বাতুন রীম

কুবা–বনু আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের বসতিতে গিয়ে পৌছলেন।

বাতনুল ওয়াদী বা ওয়াদীয়ে রানুনা বনু মাদলিক ইব্‌ন নাজ্জারের বাসস্থানের কাছে আমরের দুই ইয়াতিম ছেলে 'সাহল ও সুহাইল'-এর জায়গায় রসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করলেন। মক্কা হতে মদীনায় আগমন পথের সমাপ্তি।

হিজরতের পর মদীনার চিত্র
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
ওহুদ পাহাড়
কানাত উপত্যকা
রুমা
কূয়া
ফল ও শস্যক্ষেত
বনী হারসার বসতি
সালায়া পাহাড়
মসজিদে
নববী
জান্নাতুল বাকী
বনী আব্দুল আসহাল বসতি
বনী জাফর বসতি
বুতহান উপত্যকা
মাজহুর উপত্যকা
বনী কুরাইজার বসতি
আওয়ালী
ফল ও শস্যক্ষেত
কুবা
বনী নজীরের বসতি
আইর পাহাড়
যুল হুলাইফা
কা'ব ইবনে আশরাফের দুর্গ
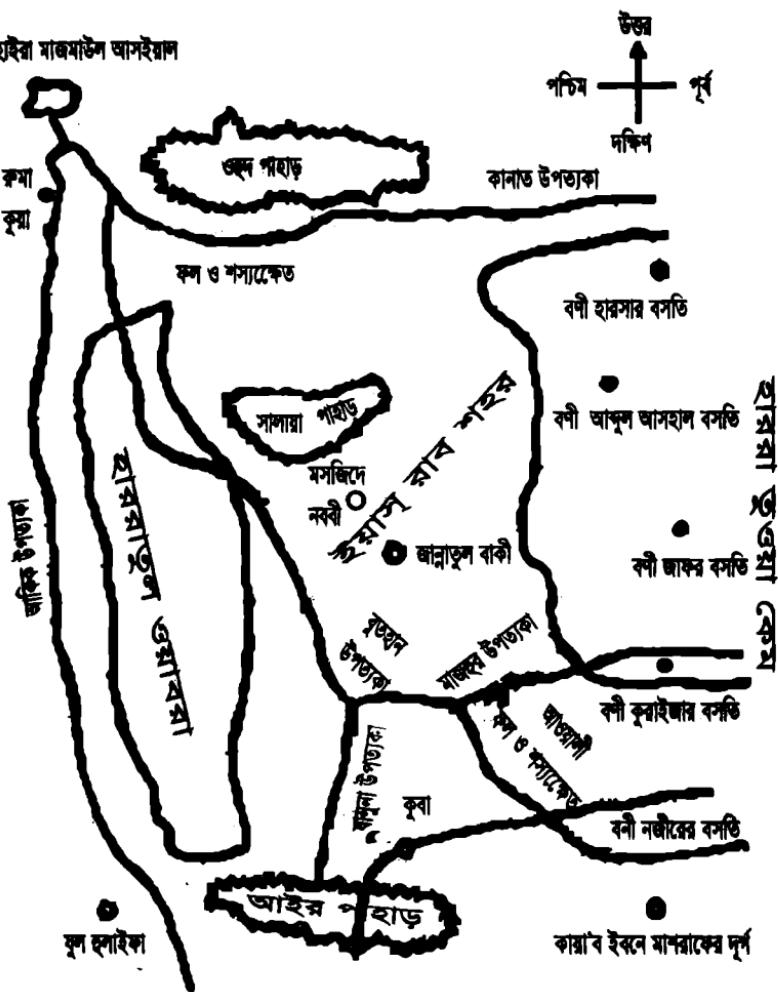
মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার লক্ষ্যে রসূল (সা) একটি শান্তি চুক্তি প্রণয়ন করেন। ইহা মদীনা সনদ নামে খ্যাত। এই সনদে লেখা হল ঃ

১। এ সনদের অন্তরভুক্ত মুসলমান ও ইহুদী এক রাষ্ট্রজাতিতে পরিণত হবে।

২। হত্যার বিনিময়ে পূর্ববৎ 'হিদায়াত' অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে অর্থদান-প্রথা প্রচলিত থাকবে।

৩। ইহুদীগণ ধর্মে পূর্ণ-স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৪। ইহুদী ও মুসলমান পরস্পর বন্ধুভাবে থাকবে এবং সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে।

৫। ইহুদী কি মুসলমানের প্রতিকূলে যুদ্ধ বিঘোষিত হলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে সাহায্য করবে।

৬। ইহুদী কি মুসলমান শত্রুপক্ষীয় কোন কুরাইশকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

৭। মদীনা শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হলে উভয়ই মদীনা রক্ষা করবে।

৮। এক সম্প্রদায় কোন শত্রুপক্ষের সংগে সন্ধি করলে অন্য সম্প্রদায়ও ঐ সন্ধিতে যোগ দিবে।

৯। মদীনার সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত সকলে তাদের ভবিষ্যত বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তির ভার রসূল (সা)-এর উপর অর্পণ করবে।

তথ্যঃ মবিন উদ্দীন আহমদ. নবী শ্রেষ্ঠ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৩০।

মহানবী (সা) জীবনে তিনবার মতান্তরে চার বার উমরা হজ্জ এবং একবার হজ্জ করেন। নবম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয়। দশম হিজরীর ২৫শে জিলকদ শনিবার যোহরের সালাত আদায় করবার পর মহানবী (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে রওনা দেন। আসরের সালাত মদীনার অদূরে "যুলহুলাইফা"তে পড়েন। পরের দিন যোহর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

যোহরের সালাতান্তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁর হজ্জ ছিল কেরান হজ্জ। হযরত আয়েশা (রা) তাঁর সংগে ছিলেন। জিলহজ্জ মাসের তিন তারিখে 'যীতুয়া' নামক স্থানে তিনি অবতরণ ও অবস্থান করেন। জিলহজ্জের চার তারিখ রবিবার ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করত মক্কার দিকে রওয়ানা দেন। বেলা বাড়িলে পর তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। অতপর তওয়াফ করেন। হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মধ্যস্থলে তিনি "রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া" দুআটি পড়েন। হজরে আসওদকে চুমোখান, তওয়াফের পর মকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর হজরে আসওয়াদকে "ইস্তেলাম" করার পর সাফার দিকে ধাবিত হন। সাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার সায়ী করেন। মক্কায় তিন দিন অবস্থানের পর ৮ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার সকালে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মিনায় যোহরের সালাত আদায় করেন। ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফাতে পৌছে দুপুর পর্যন্ত তথায় তাবুতে অবস্থান করেন। জুমার সালাত আদায় করে তিনি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে আরাফাতের সন্নিকটে "আরনা" প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাবেশে তাঁর ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণ সমবেত সকলেই স্বকর্ণে স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। ঐদিনই আরাফাতের ময়দানে "আল-ইয়াওমা .... দ্বীনা" আয়াত নাজিল হয়। সারাদিন আল্লাহর নিকট দুআ প্রার্থনায় কাটে। সূর্যাস্তের পর অনতিবিলম্বে মাগরিবের সালাত আদায় না করেই সেখান থেকে তিনি মুযদালিফায় পৌছে ইশার সালাতের সময় মাগরিবের সালাত আদায় করে নেন। রাত্রি মুযদালিফায় কাটে। ১০ই যিলহজ্জ ফজরের সালাত শেষে তিনি মাশআরুল হারামে উপস্থিত হন। সূর্য উদয় পর্যন্ত দোয়া মুনাজাত করতে থাকেন। ক্রমে মিনায় উপস্থিত হয়ে রমি করতঃ তালবিয়া পরিত্যাগ করেন।

জিলহজ্জের ১০ তারিখ শনিবার কুরবানী দেন। তারপর প্রায় দুই লক্ষ লোকের পুণ্য সমাবেশে তাঁর চির স্বরণীয় ভাষণে সকলকে সম্বোধন করে বলেন "আমার বক্তব্য তোমারা মন দিয়ে শুন; ইহাই হয়ত আমার শেষ হজ্জ।" এই ভাষণই মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে খ্যাত।

মহানবীর (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণ ঃ আরাফাতের পূর্ব দিকে 'নামিরা' নামক স্থানে হযরত (সা)-এর তাবু গাড়া হলো। ঠিক দুপুরের পরই হযরত (সা) তাঁর উটে চেপে উপত্যকার মাঝামাঝি স্থানে এসে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর প্রতিটি বাক্যই রাবিয়া বিন উমাইয়া বিন খালাফ (রা) কর্তৃক পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। সালাত আদায় করে আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বললেন ঃ

১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা, আমি এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সাথে পুনরায় নাও মিলিত হতে পারি।

২। আগত ও অনাগতকালের হে মানবমন্ডলী! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত না হচ্ছো তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ এই দিন ও এই মাসের মতই পবিত্র।

৩। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে, যখন তোমাদের প্রভুর তোমাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমি তোমাদের তার সংবাদ পৌছিয়ে দিয়েছি।

৪। যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের অভিভাবক বা আমানতদার তার উচিত মালিককে তার মালপত্তর ফিরিয়ে দেয়া।

৫। সুদের লেনদেন হারাম, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। কারও প্রতি অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না।

৬। আল্লাহর সিদ্ধান্ত, সুদ বাতিল এবং আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিবের যে সমস্ত সুদ পাওনা রয়েছে তা সবই বাতিল।

৭। অজ্ঞযুগের খুনের ক্ষতিপূরণ সবই বাতিল হলো।

৮। এরপর, হে মানবমন্ডলী, শয়তান এদেশে পূজিত হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। সে অন্য দেশে মান্য হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান) সম্পর্কে সতর্ক থাকবে, যেন তোমাদের ভাল কাজ অন্য লোকের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায়।

তথ্যঃ মুহাম্মদ আবু তাহির প্রণীত কুরআনের কাহীনী, ২য় খন্ড, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪২।

৯। হে মানবমন্ডলী, পবিত্র মাসের রহিতকরণ অন্ধকার যুগেরই ধারা। যারা অবিশ্বাস পছন্দ করে তারা বিভ্রান্ত। তারা বলে--এক বছর পবিত্র মাস, পরের বছর অপবিত্র, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য পবিত্র মাসকে অপবিত্র বলে। সময় ঘুরছে, যে দিন থেকে আসমান ও জমিন সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ কর্তৃক মাসের সংখ্যা ১২, তাদের মধ্যে ৪টা পবিত্র, ৩টা পরপর এবং জামাদি ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস।

১০। এরপর, হে মানবমন্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার আছে; তাদেরও তোমাদের প্রতি অধিকার আছে। এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য তাদের সতীত্ব রক্ষা করা এবং অশ্লীলতা ত্যাগ করা। যদি তারা দোষী হয় তবে তোমরা তাদের সাথে সহবাস (সঙ্গম) করো না। তোমরা তাদের শোধনার্থে প্রহার কর–কিন্তু যেন ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। যদি তারা অনুতপ্ত হয় তবে তাদের খেতে দাও, পরতে দাও, তাদের সাথে তখন ভাল ব্যবহার কর! তোমরা একে অন্যকে উপদেশ দিও তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে। কেননা তারা তোমাদেরই অংশ বা অন্তরভুক্ত ও তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতরূপে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র বাক্য দ্বারাই তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

১১। সুতরাং হে মানবমন্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো ভালভাবে অনুধাবন কর, যার জন্য আমি আমার কথাগুলো তোমাদের নিকট রেখে গেলাম। যদি তোমরা এটা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা কোনদিনই বিপথগামী হবে না, বিশেষ করে আল্লাহ্র কুরআন ও হাদীস (তাঁর দূতের ধর্মীয় নীতি ও জীবন ধারা)।

১২। হে মানবমন্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর, নিশ্চিত করে বোঝার চেষ্টা কর। তোমরা শিক্ষা পেয়েছ এবং প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলিমের ভাই, সকল মুসলমানই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। অনুমতি ব্যতীত অন্যের জিনিস গ্রহণ করবে না। সুতরাং কেহ কারও প্রতি অবিচার করো না।

১৩। একজনের অপরাধে অন্যকে দন্ড দেয়া যায় না। অতপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্যে পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

১৪। যদি কোন নাক কাটা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমীর করে দেয়া হয়, তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।

১৫। সাবধান, ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এ বাড়াবাড়ির ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৬। তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই।

১৭। অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের প্রাধান্যের কোন কারণই নেই। সমস্ত মানুষ আদম হতে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন। মানুষের প্রাধান্য মানুষের যোগ্যতার জন্য।

১৮। জেনে রেখ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তাই সমগ্র বিশ্ব মুসলমান এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।

১৯। হে লোকসকল শ্রবণ কর, আমার পর কোন নবী নেই। তোমাদের পর আর কোন উম্মত (জাতি) নেই। এ বছরের পর তোমরা হয়ত আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। ওহী উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট ইলম শিখে নাও।

২০। চারটি কথা স্মরণ রেখ ঃ শিরক্ (আল্লাহর অংশী) করো না। অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।

২১। হে মানববৃন্দ, কোন দুর্বল মানুষের ওপর অত্যাচার করো না, গরীবের ওপর অত্যাচার করো না, সাবধান, কারো অসম্মতিতে কোন জিনিস গ্রহণ করো না। সাবধান, মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি মিটিয়ে দিও।

২২। যে ব্যক্তি নিজ বংশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের ও মানব জাতির অভিসম্পাত।

২৩। মহানবী বলেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। ঈমানদার বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি, যার হাতে সকল মানুষের ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে।

২৪। একতা সম্পর্কে ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও বিবাদ করতে বের হয়, তার বুকে আঘাত কর। একত্রে খাওয়া-দাওয়া কর। আলাদা আলাদাভাবে আহার করো না। কেননা একত্রে খাওয়াতে বরকত আছে। যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তার স্থান জাহান্নামে। আমি তোমাদের পাঁচটি আদেশ করছি ঃ একতা রক্ষা কর, জনতার অনুগত থাক, প্রয়োজনে হিজরত কর, উপদেশ শ্রবণ কর এবং আল্লাহর পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ কর।

২৫। ঘুষ ঃ যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি, আমরা তার ভরণ পোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাস ভঙ্গ বা ঘুষ বলে গণ্য হবে। আর ঘুষ গ্রহণ মহাপাপ।

২৬। হিংসা ঃ তোমরা হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ কর। কেননা আগুন যেমন জ্বালানি কাঠকে ভস্মীভূত করে, হিংসা তেমনি মানুষের সৎগুণকে ধংস করে।

২৭। পরিশ্রমী ও ভিক্ষুক ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাতের কাজ দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করে, তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে যদি এক গাছি দড়ি নিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বিক্রি করে, আল্লাহ্ তার মুখ রক্ষা করেন। এটাই তার জন্য উত্তম।

২৮। জীবনী গ্রন্থ ঃ তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং আপন আপন জীবনীগ্রন্থ (আমলনামা) পাঠ করতে হবে। তোমরা সাবধান হও। কিয়ামতের দিনে কেহ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

২৯। জ্ঞান সম্পর্কে মহাবাণী ঃ তোমরা জেনে রেখ, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা মূল্যবান। যে জ্ঞানের পথে পরিভ্রমণ করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের পথে পথ দেখান। জ্ঞান অনুসন্ধান কর, জ্ঞানার্জন (বিদ্যাশিক্ষা) প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য।

৩০। ব্যবহার সম্পর্কে ঃ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মোমেন হতে পারে না, যে দুবেলা উদর পূর্ণ করে আহার করে, আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। ঐ ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, যখন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার ভায়ের জন্যও পছন্দ না করে। তোমার আচরণ ঐরূপ হবে, যেমন আচরণ তুমি অন্য থেকে কামনা কর। সমাজে তোমার ব্যবহার ঐরূপ হবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে পেলে খুশি হও।

৩১। পিতামাতা সম্পর্কে ঃ হে মানববৃন্দ, তোমরা জেনে রেখ। তোমাদের পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তোমাদের বেহেশত তোমাদের মায়ের পায়ের তলে অবস্থিত।

৩২। শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে ঃ হে মানব সন্তান, তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের উপকার করে।

৩৩। যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার এ পয়গাম অনুপস্থিতদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। হয়ত উপস্থিতদের কিছু লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কিছু লোক বেশী উপকৃত হবে।

জগতের শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ সাধকের শ্রেষ্ঠ রসূলের (সা) ভাষণ যথাযথভাবে অনুবাদ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আমরা তাঁর অমূল্য বাণী আমাদের ভাষায় দেয়ার চেষ্টা করলাম।

হযরত (সা) বলার সংগে সংগে রাবিয়া বিন উমাইয়া বিন খালাফ (রা) বিশাল জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন এটা কোন্ দিন ? তারা উত্তর দিলেন, এটা পবিত্র হজ্জের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন আল্লাহ আপনাদের জীবন, মাল ও সকল কিছু পবিত্র করেছেন, যতক্ষণ আপনারা তার সাথে মিলিত না হচ্ছেন ? তাঁরা উত্তর দিলেন- হাঁ। এভাবে তিনি বাক্যের পর বাক্যগুলো বলতে থাকলেন। যখন হযরত মুহাম্মাদ (সা) বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ, আমি কি তোমার রেসালাতের গুরুভার ও নবুয়তের গুরুদায়িত্ব বহন করতে পেরেছি ? হে আল্লাহ! আমি কি আমার কর্তব্য পালন করেছি ?" সংগে সংগে বিশাল জনতা উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন–হাঁ। তখন হযরত (সা) বলে উঠলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার সাক্ষী থাক।

ইসলামের পূর্ণতা লাভ ঃ এরপর হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। তারপর উট থেকে নেমে 'যোহর' ও 'আসর' নামায আদায় করলেন। তিনি যে সমাপ্তি ভাষণ দিলেন, আল্লাহ তা সংগে সংগে অনুমোদন করলেন। ওহী হল ঃ

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য ইসলাম (শান্তি) ধর্ম মনোনীত করে দিলাম।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৩)

হযরত (সা) সংগে সংগে সকলকে এ আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে হযরত (সা) আরাফাত ত্যাগ করলেন। মুজদালিফাতে রাত্রি যাপন করলেন। সকলের সাথেই মাগরিবের ও এশার নামায সমাপন করলেন। সকালে হযরত (সা) মাশআরিল হারামে অবতরণ করলেন এবং মীনার দিকে যাত্রা করলেন। পথে জাম্মারাত (পাথর নিক্ষেপের স্থান) অতিক্রম করলেন। এরপর হযরত (সা) তাঁর ৬৩ বছর বয়সের জন্য ৬৩টা উট কোরবানী দিলেন, আলী (রা) বাকী ১০০টা উট কোরবানী দিলেন। এরপর হযরত (সা) তাঁর মস্তক মুন্ডন করলেন। এভাবেই পবিত্র হজ্জ সমাপন হলো।

এ হজ্জকে 'বিদায় হজ্জ' বলা হয়। কেননা হযরত (সা)-এর জীবনে এটি ছিল শেষ হজ্জ। এ হজ্জকে 'ভাষণ হজ্জ'-ও বলা হয়।কেননা হযরত (সা) এ হজ্জে মানবমন্ডলীর প্রতি সাধারণ ও ব্যাপক ভাষণ দান করেছিলেন। ৬৫

৬৫. *মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৬৭*

১। **আমর ইব্ন হিশাম ঃ** বানু মাখযুম গোত্রের নেতা আমর ইব্ন হিশাম মুসলমানদের চরম দুশমন ছিল। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে কুরাইশগণের নিকট সে "আবুল হিকমা" নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু মুসলমানগণের নিকট ছিল 'আবু জাহল'-আহাম্মক হিসাবে পরিচিত। দুই আনসার বালক বদরের যুদ্ধে তাকে জাহান্নামে পাঠান।

২। **আবু লাহাব ইব্ন আবদুল মোত্তালিব ঃ** মুহাম্মদ (সা)-এর আপন চাচা। সে ইসলামের চির দুশমন ছিল। সে যুদ্ধ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করলেও বদরের যুদ্ধে সশরীরে অংশ গ্রহণ করেনি। যুদ্ধের সাতদিন পর জ্বরে ভুগে মারা যায়।

৩। **উতবা ইব্ন আবু মুয়িত ঃ** বনু উমাইয়া বংশের উতবা ইব্ন আবু মুয়িত অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ও বদ স্বভাবের ছিল। এ দুরাচার হুজুর (সা)-কে সালাত অবস্থায় গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। উতবা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

৪। **উমাইয়া ইব্ন খালাফ ঃ** বনু যামআ গোত্রের নেতা উমাইয়া ইব্ন খালাফ ইসলামের দুশমনিতে কুরাইশদের সহচর। সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

৫। **উবাই ইব্ন খালাফ ঃ** এ দুশমনটি হুজুর (সা)-কে শহীদ করতে গিয়ে উহুদের যুদ্ধে হুজুর (সা)-এর হাতে সামান্য আহত হয় এবং তাতেই সে মারা যায়।

৬। **নজর ইব্ন হারিস ঃ** বনু আবু যর গোত্র উদ্ভূত। এ পাপিষ্ঠ আগাগোড়াই হুজুর (সা)-এর প্রতি শত্রুতা করে আসছিল। বদরের যুদ্ধে সে বন্দী হয় এবং তার পূর্ব অপরাধের জন্য তাকে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়।

এ ছাড়া আরও অগণিত দুশমন ছিল যারা পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের জন্য অবদান রেখে গিয়েছিলেন।

১। **ওসমান ইব্‌ন আফফান (রা)** ঃ উমাইয়া গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩৮ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে একদিন তার চাচা হাকাম ইব্‌ন আবিল আস তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করেন। তিনি নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন। ওসমান (রা) পরে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

২। **যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা)** ঃ বনু আসাদ গোত্রের একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি ইসলামের গোড়ার দিকে মহানবী (সা)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁর চাচা তাঁর শরীরে কম্বল জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে শাস্তি দিত। যুবায়ের (রা) সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন।

৩। **সাইদ ইব্‌ন যায়েদ (রা)** ঃ বনু আদী গোত্রের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং হযরত ওমর (রা)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি নতুন ধর্ম গ্রহন করেছেন শুনে ওমর (রা) তাঁকে বেদম প্রহারে জর্জরিত করেছিলেন। প্রহারে বাধা দিলে এক পর্যায়ে ওমর (রা) নিজের বোনকে আহত করে ফেলেন। বোনের রক্ত দেখে তাঁর চৈতন্যোদয় হয়। বোনের নিকট থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনে তিনি ঐশী চেতনায় আপ্লুত হন। দৌড়ে গিয়ে তখনই নবীজীর (সা) নিকট বয়াত হন।

৪। **আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)** ঃ হুদাইল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কাবা ঘরের সামনে তিনি একদনি গণ প্রহারে প্রহৃত হন।

৫। **আবু যর গিফারী (রা)** ঃ সিরিয়ার নিকটবর্তী গিফার বংশের একজন জেদী পন্ডিত ছিলেন। তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মোতালিব তাকে উদ্ধার না করলে হয়তো তিনি সেইদিন শহীদ হয়ে যেতেন।

৬। **বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (রা)** ঃ উমাইয়া ইব্‌ন খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তিনি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং কেবল 'আহাদ' 'আহাদ' উচ্চারণ করেছেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্য তাঁকে মুয়ায্‌যিন নিযুক্ত করা হয়।

৭। **আবু ফাকিহ (রা)** ঃ সফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন। আবু ফাকিহ (রা) হযরত বিলালের মতই অত্যাচারিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৮। আমির ইব্‌ন ফুহাইর (রা) ঃ তিনি একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনিও অন্যান্য ক্রীতদাসের মত অজস্র দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। পরে তিনি আবু বকর (রা)-এর বকরী চরাতেন।

৯। লাবিনা (রা) ঃ তিনি বনু আদি গোত্রের একজন ক্রীতদাসী। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে ওমর (রা) লাবিনাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছেন। প্রহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রহার করতেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। লাবিনা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রসংসা থেকে এক মুহূর্তও বিরত হননি। ওমর (রা) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর লাবিনা (রা) তাঁকে বলেছিলেন, আপনি আমার সাথে যে নির্দয় ব্যবহার করেছেন আপনি মুসলমান না হলে আল্লাহ্‌ আপনাকে কখনও ক্ষমা করতেন না।

১০। জুনায়ের (রা) ঃ বনু মাখজুম গোত্রের একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। আবু জাহল তাঁকে মারতে মারতে তার দুই চোখ নষ্ট করে দেয়।

১১। সুহায়েব ইব্‌ন সিনান রুমী (রা) ঃ তাঁকে কুরায়েশদের লোকেরা প্রায়ই মারতে মারতে বেহুঁশ করে ফেলত। সুহায়েব (রা)-এর কণ্ঠস্ব অত্যন্ত মধুর ছিল। তাঁর কুরআন পাঠ শুনে লোকেরা মুগ্ধ হয়ে যেত।

১২। খাব্বাব ইব্‌ন আরাত ঃ তিনি কামারের কাজ করতেন। অত্যাচারের এক পর্যায়ে তাঁরই কামারশালার জলন্ত অংগার তাঁর পিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার কয়েক বছর পর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করে তিনি তাঁর পিঠের সাদা গর্তগুলো তাঁকে দেখান।

১৩। আম্মার (রা) ঃ তাঁকে আবু জাহল বহুবার বেদম প্রহার করে। এক সময় মনে করা হতো তিনি মরে গেছেন। আল্লাহর অপূর্ব মহিমায় তিনি টিকে যান। পরিতাপের বিষয়, তাঁর বাবা ইয়াসির ও তাঁর জননী সুমাইয়া আবু জাহলের নির্যাতনে প্রাণ ত্যাগ করেন। তারা প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য থেকে নিরাশ হননি। হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর মাতাকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। মহিলাদের ,মধ্যে এটাই ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শাহাদাতের ঘটনা।[৬৬]

---

৬৬. সীরাতে ইবনে হিশাম। আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮। (সীরাতে মুগালতাই পৃষ্ঠা ২০)

১। ১১শ হিজরীর ৩০ শে সফর শেষ বুধবার রসূলুল্লাহ (সা) জ্বর ও মাথার বেদনায় আক্রান্ত হন।

২। পরের দিন অর্থ্যাৎ বৃহস্পতিবার ১লা রবিউল আওয়াল রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার জন্য উসামা ইবন যায়েদ (রা)-এর মাথায় নিজ হাতে সেনাপতিত্বের পাগড়ী বেধে দেন। ঐ দিন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন।

৩। অসুখের ৪র্থ দিনে ৩রা রবিউল আওয়াল সংগীদের নিয়ে গোরস্থানে বাকিউল গারকাদ-এ শেষবারের মত কবর জিয়ারত করেন। তিনি বলেন, "আমাকে আদেশ করা হয়েছে যারা মারা গেছে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে।" ঐ সময় তিনি হযরত মাইমুনার (রা) ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর সকল সহধর্মীনিদের ডেকে বিবি আয়েশা (রা)-এর ঘরে তাঁর পরিচর্যার অনুমতি নিলেন।

৪। ৭ই রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম বুধবার তিনি এক বক্তৃতায় মুহাজির ও আনসারদের নসীহত করেন।

৫। পরের দিন ৮ই রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার রোগ খুব বেড়ে যায় এবং তিনি কিছু লিখানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু লেখা আর হয়ে উঠেনি।

৬। ১১ই রবিউল আওয়াল রবিবার হুজুর (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে 'লাদুদ' নামক ওষুধ খাইয়ে দেন। একটু হুশ হলে তিনি এতে রাগ প্রকাশ করেন।

৭। ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ভোরে হুজুর (সা) আয়েশা (রা)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে দেখলেন মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা)-এর পিছনে ফজরের নামায আদায় করছে। এতে তিনি খুশী হয়ে একটু হাসলেন।

৮। ১২ই রবিউল আওয়াল দিনের শেষ ভাগে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টার সময় "হে আল্লাহ, হে আমার পরম বন্ধু" এই বলে ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (সা) ৬৩২ খৃ. ৭ই জুন সোমবার ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্নাইলাইহে রাজেউন। তাঁর মোট জীবনকাল ২২,৩৩০দিন ৬ঘন্টার মত।

৯। মদীনায় অবস্থানঃ ১০ বছর।

১০। গোছল ঃ আলী, আব্বাস, আব্বাসের দুই ছেলে ফজল ও কুছাম, উসামা বিন যায়েদ (রা) গোছল করালেন। হযরত (সা)-এর মুক্ত গোলাম শুকরান পানি ঢাললেন। হযরত (সা)-কে কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোছল করান হয়। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

১১। হযরত আলী (রা)-'কে সম্বোধন ও শেষ সতর্ক বাণী ঃ "সাবধান! তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি নির্মম হবে না।"

১২। হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে মাথা রেখে শেষ বাণীঃ "সাবধান! সালাত সালাত! তোমাদের দাস-দাসী গরীব মানুষ।"

১৩। ইন্তিকালের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মাত্র ৭ দেরহাম ছিল। তাও তিনি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন।

১৪। মহানবীর (সা) জানাযার সালাতঃ ১৩ই রবিউল আওয়াল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানাযার সালাত সম্পন্ন করে বুধবার মাঝরাতে তাঁর প্রিয় শহর মদীনার বুকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে (যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের ফলে রওজা মোবারক মসজিদের ভিতরে পড়ে যায়।) হুজুর (সা)-'কে দাফন করা হয়। হযরত (সা)-এর জানাযার সালাতে কেউ ইমামতি করেননি। লাইন ধরে লোকজন লাশের নিকট প্রবেশ করে দোয়া করতে করতে বেরিয়ে যায়। (ইবন ইসহাক পৃষ্ঠা ৬৮৮)। আলী, ফজল, কুছাম এবং শুকরান (রা) কবরে নেমে লাশ রাখেন। বেলাল (রা) কবরে পানি ছিটান। [৬৭,৬৮]

---

৬৭. সীরাতে ইব্‌ন হিশাম পৃঃ ৩৬৫-৩৭২।

৬৮. মহানবী মুহাম্মদ (সা) পৃঃ ১৪৭-১৪৯।

রসূলুল্লাহ (সা) নিজে যাদের কবর-গহ্বরে অবতরণ করেন

রসূলুল্লাহ (সা) পাঁচজন লোকের লাশ কবরে রাখার জন্য নিজে কবর-গহ্বরে অবতরণ করেছিলেন। এ পাঁচজন ভিন্ন অপর কারও কবর-গহ্বরে রসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করেননি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাতে কবরে শায়িত হওয়ার সৌভাগ্য যে পাঁচজনের হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১। হযরত (সা)-এর প্রিয়তমা পত্নী খাদিজা (রা)
২। খাদিজা (রা)-এর পুত্র সন্তান।
৩। রসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা রোকাইয়া
৪। আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান
৫। খলিফা আলী (রা)-এর মা ফাতেমা বিন্‌তে আসাদ (রা)

মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে হযরতের শিশুপুত্র ইবরাহিমের কবরে তিনি নিজ হস্তে পানি সেচন করেন।

জান্নাতুল বাকী

জান্নাতুল বাকীতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবার পরিজনদের মধ্যে যাঁদেরকে দাফন করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেনঃ

১। রসূলুল্লাহ (সা)-এর শিশু পুত্র ইবরাহীম
২। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা রোকাইয়া (রা)
৩। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রা)
৪। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা জয়নব (রা)
৫। রসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ফাতেমা (রা)
৬। রসূলুল্লাহ (সা)-এর দৌহিত্র হাসান (রা)

জান্নাতুল বাকীর অরণ্যপূর্ণ বিশাল বক্ষে সর্বপ্রথম দাফন করা হয় মুহাজের ওসমান ইব্‌ন মাজউন (রা)-কে। তিনি ৩য় হিজরী ৬২৪ খৃ. জান্নাতবাসী হন। ওসমান ইব্‌ন মাজউন (রা)-কে দাফন করে হযরত (সা) স্বয়ং তাঁর কবরের শিয়রে এক খন্ড পাথর রেখে বলেছিলেন, "এর পাশে আমার পরিবারবর্গ সমাধিস্থ করব। তাই রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইব্‌ন মাজউন (রা)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁর পরিবারবর্গের উল্লেখিত ব্যক্তিদেরকে কবরস্থ করা হয়। [৬৯]

৬৯. মদীনা শরীফের ইতিহাস। আব্দুল জব্বার পৃষ্ঠা ঃ-১৩৫

মুহাম্মদ (সা)-এর যুদ্ধোপকরণ ও ব্যবহার্য সামগ্রী

(ক) তরবারি ঃ

হযরত (সা)-এর ৯টি তরবারি ছিল। তরবারিগুলোর প্রতিটির আলাদা আলাদা নাম আছে।

তরবারিগুলোর নামঃ ১। মাহুর-উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ২। উদুব ৩। জুলফিকার-এটিকে নবী (সা) সবসময় কাছে রাখতেন। হাতল ও পিঠ রৌপ্য নির্মিত ছিল। এটি বদরের যুদ্ধে লাভ করেন। সোনা ও রূপা দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আলী (রা) তরবারিখানা ব্যবহার করেন ৪। কেল'ঈ ৫। বিত্তার ৬। খনক ৭। দাসুব ৮। মাখজাম ৯। কাজীব-তরবারিটি রূপা দ্বারা বাঁধানো ছিল।

(খ) বর্ম ঃ রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাতটি বর্ম ছিল। বর্মগুলোর নাম ঃ

১। জাতুল ফযুল-পারিবারিক অভাব-অনটনে এটিকে এক বছরের জন্যে ১৫ সের যবের বিনিময়ে আবু শোহম নামক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। বর্মটি লোহার তৈরি ছিল। ২। জাতুল বিশাহ ৩। জাতুল হাওয়াশী ৪। সাদিয়া ৫। ফিন্দা ৬। বিতারা ৭। খারনফ

(গ) বর্শা ঃ নবীজীর (সা) ৬টি বর্শা ছিল। বর্শাগুলোর নাম

১। যওরা ২। রওদা ৩। সফরা ৪। বায়দা ৫। কছুম

আর একটি বর্শার নাম জানা যায়নি। কছুম বর্শাটি ওহুদ যুদ্ধে ভেংগে গিয়েছিল। হযরত (সা)- এর নিকট বর্শা ফলক রাখার 'কাফুর' নামে একটা থলে ছিল। 'জামআ' নামক একটি ফলক পাত্র ছিল। হযরত (সা)- এর কাছে 'সুদাদ' নামে একটি ধনুক ছিল।

(ঘ) কোমরবন্ধ ঃ

হযরত (সা)- এর কাছে রূপায় বাঁধানো একটি কোমরবন্ধ ছিল।

(ঙ) ঢাল ঃ

হযরতের তিনটি ঢাল ছিল। ঢালগুলোর নাম ঃ

১। যলুক ২। ফাতাক ৩। মুযিজ- এটির রং ছিল সাদা।

(চ) নেযা ঃ

হযরত (সা)- এর ৫টি নেযা ছিল। এদের নাম ঃ

১। মাছওয়া ২। মুনছানী ৩। নূব'আ ৪। বায়দা ৫। গেমরা

বায়দা আকারে বেশ বড় ছিল। গেমরা একটু ছোট ছিল। ঈদের সময় গেমরাকে হযরত (সা)- এর আগে আগে নিয়ে চলা হত। নামাযের সময় সেটা হযরত (সা)- এর সামনে গেড়ে দেয়া হত।

(ছ) শিরস্ত্রাণ ঃ

নবীজীর ২টি শিরস্ত্রাণ ছিল। এদের নাম ঃ

১। মোশেহ-- লোহার টুপি। এতে তামা জড়ানো ছিল

২। জুল মাসবুগ-- এটি ছিল লৌহ নির্মিত মুখোশ।

(জ) জুব্বা ঃ

জিহাদে ব্যবহারের জন্য হযরত (সা)- এর তিনটি জুব্বা ছিল। তিনটি জুব্বার মধ্যে একটি ছিল সবুজ রেশমের বুননী দ্বারা তৈরী। হযরত (সা) এটি জিহাদের ময়দানে বেশী ব্যবহার করতেন। জিহাদের ময়দানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

(ঝ) তাঁবু ঃ

হযরত (সা)- এর 'কুন' নামক একটি তাঁবু ছিল।

(ঞ) লাঠি ঃ

হযরত (সা)- এর তিনটি লাঠি ছিল। এদের নাম ঃ

১। উরজুন- এতে ঠেস দিয়ে তিনি দাড়াতেন।

২। মামসুক- এ লাঠিটিই চার খলিফার হাতে শোভা পেত।

৩। দিকন- লাঠিটি ২ গজ বা তা থেকে কিছু লম্বা ছিল। এতে ভর করে তিনি উটের পিঠে আরোহণ করতেন। মউত নামে একটি ডান্ডা ছিল।

(ট) হযরতের জীবজন্তু ঃ

রসূলুল্লাহ (সা)- এর অধিকারে কতগুলো পশু ছিল। এদের বর্ণনা দেয়া হল ঃ

১। সকব নামক ধুসর বর্ণের ঘোড়া। দাজ নামে একটি গদী ছিল, এ ঘোড়াটি তিনি দশ উকিয়ায় কিনেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম ঘোড়া।

২। এ ছাড়া মুর্তাযিজ, লাহীফ, লুযায, যরব, সাজা ওয়ার্দ ইত্যাদি নামে তাঁর মোট ৭টি ঘোড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩। দুলদুল নামে সাদা খচ্চর, এটি মিসর অধিপতি মুকাওকাশ উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

৪। কুসওয়া নামে একটি উটনী। এতে চড়েই তিনি হিজরত করেন।

৫। য়্যাফূর নামে গাধা।

৬। কামার নামে বকরী

হযরত (সা)- এর নিকট পঁয়তাল্লিশটি উট ও এক শতটি বকরী ছিল। এ ছাড়া তার সাতটি পাহাড়ীয়া ছাগল ছিল। সেগুলো হযরত উম্মে আয়মন (রা) চরাতেন।

(ঠ) অন্যান্য মাল সামান ঃ

হযরত (সা)- এর তিনটি পেয়ালা ছিল। একটির নাম রিয়ান। তাকে নগিয়াও বলা হত। এটির সাথে সোনার চেইন লাগান থাকত। তাঁর একটি সীসার পেয়ালা ছিল। রাতে প্রস্রাব করার জন্য তাঁর চৌকির নিচে কাঠের পাত্র ছিল। সাদির নামের একটি মশক ছিল। ওজু করার জন্য একটি পাথরের পাত্র। কাপড় ধোবার একটি পাত্র। 'সিক্কা' নামক একটি বড় পেয়ালা ছিল। হাত ধোবার একটি থালা,তেলের শিশি ও আয়না। চিরুনী রাখার একটি থলে ছিল। কথিত আছে, তাঁর চিরুনীটি ছিল সেগুন কাঠের তৈরী। তার একটি সুরমাদানী ছিল। তাঁর থলের মধ্যে 'জামে' নামে দু'টো কাঁচি ও মিসওয়াক ছিলো। এ ছাড়া হযরত (সা)- এর চারটি আংটা লাগানো বিরাট একটি পাত্র ছিল। পরিমাপের জন্য 'ছা' ও 'মুদ' রাখতেন। একটি চাদরও ছিল। হযরত (সা)- এর খাটের পায়া ছিল সেগুন কাঠের। সা'দ ইব্‌ন যুরারাহ সেটাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে রসূলুল্লাহ (সা)- এর যাবতীয় ব্যবহার্য বস্তুর এটাই পূর্ণ তালিকা।

পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে- মহানবী (সা) এর কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না। তিনি চাদর, কোর্তা এবং লুঙ্গি পরতেন। তিনি পায়জামা পরতেন না। তবে রসূলুল্লাহ (সা) মীনার বাজার হতে একটি পায়জামা খরিদ করেছিলেন। (আহমদ ও সুনান) মোজা পরার অভ্যাস হুজুর (সা) এর ছিল না। তবে নাজ্জাশী যে কালো রং এর মোজা প্রেরণ করেছিলেন তা রসূলুল্লাহ (সা) ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মোজা জোড়া চামড়ার তৈরি ছিল। মাথায় লেগে থাকা টুপি দিয়ে তিনি অধিকাংশ সময় কালো রং এর পাগড়ি ব্যবহার করতেন। পাগড়ির 'শামলা' (অগ্রভাগ) কখনোও কাঁধ বরাবর, কখনো পীঠের মাঝখানে থাকত। কখনো তা থুতনীর নিম্নদেশে জড়িয়ে, রাখতেন। লেবাসের মাঝে ইয়েমেনের ডোরাযুক্ত চাঁদর তিনি খুবই পছন্দ করতেন। রসূলুল্লাহ (সা) 'নওশেরওয়ানী কা'বা', যার আস্তিন ও জেবের উপর চিকন ও হালকা রেশমী সুতোর কারুকার্য ছিল তা পরিতেন। তিনি লাল রং এর কাপড় পছন্দ করতেন না। সাদা কাপড় বেশী পছন্দ করতেন। তবে সবুজ ও জাফরানীসহ সকল রং এর কাপড়ই ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ)

তাঁর জুতা জোড়া ছিল ফিতা লাগানো বর্তমানের চপ্পল এর মত। বিছানা ছিল খেজুর পাতা ভর্তি চামড়ার গদির মত। সোয়ার খাটছিল দড়ির তৈরী। সীল মোহর হিসাবে ব্যবহারের জন্য তার একটি রূপার আংটি ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি বর্ম শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। তরবারির বাঁট তিনি কখনও কখনও রূপার দ্বারাও নির্মাণ করাতেন।

তথ্য : শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৪১-৬৪২।

মহানবী (সা)-এর প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পদ

রসূলুল্লাহ (সা) পৈতৃক সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে যা পেয়েছেন তার মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলোর বিষয় উল্লেখ করা যায়।

১। উম্মে আয়মান (রা) নামে একজন হাবশী দাসী। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রথম ধাত্রী ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সর্বদা তাকে 'মা' বলে ডাকতেন। হযরত যায়েদ (রা) এর সংগে তাঁর বিবাহ দেন। হযরত উসামা (রা) তারই গর্ভজাত সন্তান। উম্মে আয়মান বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অহুদ যুদ্ধে তিনি সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং জখমীদের ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতেন। তিনি খায়বর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। (তাবাকাতে ইব্‌ন সায়াদ)

২। মহানবী (সা) এর নয়খানা তলোয়ার ছিল। এগুলোর মধ্যে "মাহুর" নামক তরবারীখানা তিনি পৈতৃক ওয়ারিশ সূত্রে লাভ করেন।

৩। মক্কায় মোকাররামায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতার একখানা ভিটা বাড়ি ছিল। হযরত আলী (রা)-এর স্বহোদর "আকীল" মুসলমান হওয়ার পূর্বে বাড়ীখানা দখল করে রেখেছিল। (বুখারী ঃ মক্কা বিজয় অধ্যায়)

হযরত (সা) খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' ও শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়তেন। খাবার শেষে তিনি দোআ পড়তেন। হালুয়া ও মধু তাঁর খুবই পছন্দনীয় ছিল। উট, ভেড়া, মুরগী, বকরী, দুম্বা, জংলী গাধা ও খরগোশের গোশ্‌ত খেয়েছেন। তিনি সামুদ্রিক জীব মাছও খেয়েছেন। কাঁচা ও পাকা দু'ধরনের খোর্মাই খেতেন। খালেস দুধ, পানি মিশানো দুধ, ছাতু ও পানি মিশানো মধুও তিনি গ্রহণ করেছেন। খেজুর ভিজান পানি, দুধ ও আটা দিয়ে তৈরি পিঠা, পনীর, পাকা খেজুরের রুটি, সিরকা দিয়ে রুটি খেয়েছেন। গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে ছারীদ খেয়েছেন। চর্বির পাকানো ঈহালা, ভুনা গোশত ও কলিজী খেয়েছেন। কদুর তরকারী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। যয়তুন এবং নরম খেজুরের সাথে খরবুজ ও শুকনো খেজুর মাখন দিয়ে খেতেন। তিনি তিন আংগুল দিয়ে খেতেন। সফরে অধিকাংশ সময় তিনি মাটিতে বসেই খেয়ে নিতেন। হালাল ও পবিত্র খানা যা কিছু পেতেন খেয়ে নিতেন ও তৃপ্ত থাকতেন।[৭০]

৭০. যাদুল মা'আদ, আল্লামা হাফিজ ইবনে কাইয়িম ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৪-৮৬

মহানবী(সা)-এর যমানায় ঘোড়ার প্রশিক্ষণ

মহানবী (সা)-এর যমানায়, মদীনার বাইরে হাসরা নামক স্থান হতে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত ছ' মাইল প্রশস্ত একটি ময়দানে ঘোড়া দৌড়ের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ঘোড়াগুলোকে প্রথম দিকে চানাবুট ও ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবার পর মোটা তাজা হলে দানাপানি কম দেওয়া হত। তারপর ৪টি কম্বল দ্বারা শরীর ঢেকে দেওয়া হত। এতে করে ঘোড়াগুলো ঘর্মাক্ত হয়ে শুকিয়ে বর্ধিত গোশত কমে হালকা পাতলা ও ছিমছাম গঠনের হয়ে দৌড়ের উপযুক্ত হত। এই প্রশিক্ষণ দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলত। একবার রসূলুল্লাহ (সা)-এর সামজা নামক ঘোড়াটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হলেন।

(মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী)

ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হযরত আলী (রা) এবং হযরত সুরাকা বিন মালেক (রা)। এর জন্য কতগুলো নিয়ম চালু করেছিলেন। যেমন ঃ

১। ঘোড়াগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাতে হবে এবং প্রস্তুতিমূলক তিনবার আওয়াজ দিতে হবে।

২। অথবা তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিবে এবং তৃতীয় তাকবীরের সাথে সাথে ঘোড়াগুলোকে ময়দানে ছেড়ে দিতে হবে।

৩। দৌড়ে কোন ঘোড়ার কানও যদি অগ্রবর্তী থাকে, তাহলে সেটাই বিজয়ী হবে।

হযরত আলী (রা) ময়দানের অপরপ্রান্তে বসে থাকতেন। শেষপ্রান্তে একটি দাগ কেটে দেওয়া হত। উটেরও দৌড় প্রতিযোগিতা হত। রসূলুল্লাহ (সা)-এর সওয়ারী গাদবা নামক উটনী সব সময়ই দৌড়ে বিজয়ী হত। ঘোড়ার রং এর ক্ষেত্রে ঈষৎ লাল, মেশক এবং ঈষৎ বাদামী তিনি খুবই পছন্দ করতেন। ঘোড়ার লেজ কাটতে তিনি নিষেধ করতেন। (সুনানে আরবা'আ)

১। দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত মুহাম্মদ (সা) মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

২। তৃতীয় হিজরীতে হযরত (সা) ৭০০ জন মুসলমান নিয়ে ওহুদ যুদ্ধে ৩,০০০ কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

৩। পঞ্চম হিজরীতে হযরত (সা) ৩,০০০ সাহাবীকে নিয়ে ১০,০০০ কুরাইশ সৈন্যের বিরুদ্ধে পরিখা যুদ্ধ করেন।

৪। ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত (সা) ১,৪০০ জন সাহাবী নিয়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে হোদাইবিয়াতে উপনীত হন।

৫। ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত (সা) ১,৫০০ জন যোদ্ধা নিয়ে খাইবার যুদ্ধে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

৬। সপ্তম হিজরীতে হযরত (সা) ২,০০০ সাহাবীসহ উমরা সমাপন করেন।

৭। অষ্টম হিজরীতে হযরত (সা) ১০,০০০ মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করেন।

৮। অষ্টম হিজরীতে হযরত (সা) ১২,০০০ সৈন্যসহ হুনাইন যুদ্ধে কাফিরদের মোকাবিলা করেন।

৯। নবম হিজরীতে হযরত (সা) ৩০,০০০ সৈন্যসহ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন।

১০। দশম হিজরীতে হযরত (সা) ১,০০,০০০ জন হজ্বযাত্রীসহ মক্কায় হজ্জ সমাপন করেন।

১১। রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ২৪ কিংবা ২৭ হাজার বার 'ওহী' এসেছে।

মহানবী (সা)-এর ওফাতকালে সিরিয়া সীমান্তকে এডেন এবং জেদ্দা থেকে ইরান সীমা পর্যন্ত সমগ্র আরব মুসলিম দেশে পরিণত হয়। যে কোন একজন লোকের পক্ষে ঐ বিশাল এলাকায় একাকী ঘুরে বেড়ানো মোটেই বিপজ্জনক ছিলনা। [৭১,৭২]

৭১. *মহানবী, ডঃ ওসমান গনী, মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৮*

৭২. *বিশ্বনবী পরিচয়, ইসমাইল হোসেন, পৃঃ ২১৯*

কুরআন ঃ মহানবী (সা)-কে জানার ও চেনার উত্তম উপায় পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীস। পবিত্র কুরআনই মহানীর (সা)- এর চরিত্র। মহানবীকে বুঝতে হলে তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান পবিত্র কুরআন।

হাদীস ঃ পবিত্র হাদীস মহানবী (সা)-এর বাণী, তাঁর কাজ, মৌন সমর্থন ইত্যাদি। যদি কেউ কুরআনে মহানবী (সা)-কে যথাযথ বুঝতে না পারেন তাহলে তাকে হাদীস শরীফের সাহায্য নিতে হবে। মহানবী (সা)-এর জীবিত কালেই তাঁর সাহাবীগণ হাদীস মুখস্থ করে রাখতেন। হযরত ওমর (রা)-এর সময় কুফা সর্বপ্রথম হাদীস চর্চার কেন্দ্র পরিণত হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ ও আমর ইব্ন সবীক কুফা মাদ্রাসার মোহাদ্দেস নিযুক্ত হয়েছিলেন। মদীনা স্কুলের প্রধান ছিলেন হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবু হুরাইরা (রা)। মক্কা স্কুলের প্রধান ছিলেন ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর। বসরার প্রধান ছিলেন আনাস ইব্ন মালিক। হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইমাম জুহরীই সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে হাদীস সংকলন করতে শুরু করেন। হিজরী তৃতীয় শতকে আব্বাসীয় খেলাফতের সময় সর্বপ্রথম হাদীস সংকলিত হয়। ফলে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রণীত হয়। যাঁরা প্রণয়ন করেন তারা হলেন-ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্ন মাজাহ, ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম আবু দাউদ (র)।

কুরআনের সাথে হাদীসের কোথাও কোন মতপার্থক্য দেখা দিলে সংগে সংগে হাদীসটিকে বাদ দিতেই হবে। এটা স্বয়ং মহানবী (সা)-এর নির্দেশ।

হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী লেখকগণের তালিকা

ইসলামের প্রারম্ভ কাল হতেই মুসলিম জাতি হযরত নবী করীমের (সা) জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভক্তি সহকারে মনোযোগ দিয়েছিলো; তাঁর নিজস্ব বিষয়ে পূর্ণভাবে জানার নিমিত্ত বহু ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখক শ্রম ও চেষ্টায় মনোনিবেশ করে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর জীবনী লিখে গেছেন। অদ্যাবধি তাঁর আদর্শ জীবন কাহিনী জানবার জন্য সমগ্র বিশ্ব বিশেষ আগ্রহশীল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ না করলেও মহামানবের জীবন কাহিনী স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করে থাকেন।

হযরত রসূলুল্লাহ (সা)- এর জীবনী বা ইতিহাস তথ্য লেখকগণের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। **আবান ইব্ন ওসমান (রা) ইব্ন আফ্‌ফান** ঃ তিনি হিজরী ২০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'মগাজি উর রসূল'। তিনি তাঁর পিতৃহন্তাগণের বিরুদ্ধে হযরত যুবাইর ও তাল্‌হা (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। হিজরী ১০০ সনে (মতান্তরে ১০৪ বা ১০৫) তাঁর মৃত্যু হয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনে তিনি 'মগাজি' লিখেন।

২। **উরওয়া ইব্নুল যোবাইর (রা) ইবনুল আওয়াম** ঃ তিনি ২৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা আস্‌মার পিতা হযরত আবু বকর (রা)। উরওয়া ও আবদুল্লাহ্ সহোদর ভ্রাতা উভয়ে তাদের খালা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট লালিত পালিত হন। নিতান্ত শিশু অবস্থায় আবদুল্লাহকে গ্রহণ করে হযরত আয়েশা (রা) ইতিহাসে 'উম্মে আবদুলাহ' নামে পরিচিতা হন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হেজাজ ও মিসরের খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। উরওয়া লিখিত 'মগাযী'খানিই সুপ্রসিদ্ধ। এর লেখককে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। উমাইয়া বংশীয় খলিফা আবদুল মালেক, হযরত রসূলুল্লাহের জীবন চরিত বিষয়ক তথ্য জানতে চাইলে উরওয়া তাঁর খালার সাহায্যে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। ৯৪ হিজরীতে (৭১২-১৩ খৃ.) তাঁর মৃত্যু হয়)।

৩। **সুরাহবিল ইব্ন সাদ** ঃ তিনি একজন মুক্তদাস ছিলেন, দক্ষিণ আরবের অধিবাসী; বদর ও ওহুদের জিহাদে লিপ্ত উভয় দলের নামের তালিকা তিনি প্রণয়ন করেন। তিনি আলী (রা)-এর বিশেষ অনুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। শতবর্ষকাল জীবিত থেকে হিজরী ১২৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

৪। **ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্‌বিহ ঃ** হিজরী ৩৪ সনে তাঁর জন্ম হয়, ইরানী হলেও তিনি ইয়েমেনে বাস করতেন। তাঁর পিতা সম্ভবতঃ ইহুদী ছিলেন। ওয়াহাব হিব্রু, খৃষ্টান ও ইসলামী মতবাদের একজন সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর লেখা কিতাবুল 'মুবতাদা' নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে গণ্য হয়।

আল্লামা আবুল ফজল, 'আইন-ই আকবরীতে' লিখেছেন ওহাব বিন মুনাববেহ ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। তাদেরকে 'আবনা' বলা হত। কারণ উহারা পারসিক সৈনিকগণের বংশধর। তিনি বর্ণনা ও জনশ্রুতি চালনাকারী বলে কুখ্যাতি অর্জন করে গেছেন। তাঁর নিকট শুনে অনেকে পারস্য, গ্রীক, ইমেন এবং মিসরের পুরাকালের ইতিবৃত্ত লিখে ঐতিহাসিক বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তিনি দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত। মুসলিম সমালোচকরা পরবর্তীকালে তাকে মিথ্যুক ও নির্লজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য এইরূপ উক্তি সম্ভবপর হয়েছে। ইব্‌ন খাল্লিকানের বর্ণনায় তা লিপিবদ্ধ হয়েছে দেখা যায়। তিনি ইয়েমেনের রাজধানী সানায় মুহাররম্ মাসে ১১০ হিজরীতে (৭২৮ খৃ. এপ্রিল বা মে) মাসে মারা যান অন্যেরা বলেন যে, ১১৪/১৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। **আসিম্ ইব্‌ন আমর (মতান্তরে উমর) ইব্‌ন মুকতাদা আল আনসারী ঃ** রসূলুল্লাহ (সা)- এর যুদ্ধকালীন বিবরণীসমূহ লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করতেন। তিনি এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য দামেস্কে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকগণের আচরণ সম্বন্ধে পরিস্কার ও যথাযথভাবে উল্লেখ করতেন। বাসস্থান মদীনায় ফিরে এসে বক্তৃতা দিলে ইব্‌ন ইসহাকসহ বহু গুণীব্যক্তি তথায় উপস্থিত হতেন। তাঁর বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত কদাচিত এবং হাদীসের অতি অল্প উল্লেখ করতেন। ভাষণে তিনি নিজ অভিমত দান করতেন। ১২০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬। **মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব আজ্-জুহরী ঃ** মক্কার বিখ্যাত কোরেশ বংশের অন্যতম শাখা জুহরী কুলোদ্ভব। আজ জুহরী একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি এবং সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তা। তিনি হিজরী ৫১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক, হিসাম ও দ্বিতীয় ইয়াজিদের দরবারে

যাতায়াত করতেন, তাঁকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হতো। তিনি নিজ বংশের একখানি ইতিহাস রচনা করেন এবং একখানি মাগাযী গ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন। তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন, উপস্থিত জনমন্ডলীর অনেকেই হাদীসগুলো লিখে নিতেন। তিনি মদীনায় অনেকদিন বাস করেছিলেন। তখন ইব্‌ন ইসহাকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। ইব্‌ন ইসহাক তাঁর গ্রন্থে আজ-জুহরীর নাম উল্লেখ করেছেন। আজ-জুহরীর বর্ণনা ও হাদীসের ব্যাখ্যা সকলের গ্রহণীয়, তিনি একজন প্রভাবশালী রাবী ছিলেন। তিনি ১২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাজম্‌ ঃ তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের প্রায় প্রধান অবলম্বন। খলিফা উমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ আবদুল্লাহর পিতা আবু বকরকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসগুলো লিখ্‌তে বলেছিলেন, বিশেষ করে আমরা বিন্তে আবদুর রহমানের নিকট যেগুলো তিনি শুনেছেন। কারণ আয়েশার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্রী, আম্‌রা বিন্তে আবদুর রহামান এবং আবু বকর ছিলেন বিবি আম্‌রার ভ্রাতুষ্পুত্র। আবু বকরের লিখিত পুস্তক আব্দুল্লাহর সময়ে নষ্ট হয়ে যায়। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মালেক রচিত 'মগাযী'তে এর উল্লেখ আছে। তাবারী বলেছেন যে, আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে বলেছিলেন যে, ইব্‌ন ইসহাককে বলো যে, আমি আম্‌রার প্রদত্ত প্রামাণ্য বিষয় জানি, তিনি হিজরী ১৩৫ সনে (মতান্তরে ১৩০ বা ১৩৫ সনে) ইন্তিকাল করেন।

৮। আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন নওফল ঃ তিনি তাঁর লিখিত 'মগাযী' খানি উরওয়া ইবনুয যোবাইরের (রা) হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। উপরোল্লিখিত লেখকগণের লিখিত পুস্তকগুলি বর্তমান নাই। তবে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পুস্তকের যথার্থতা প্রমাণের নিমিত্ত ওদের উক্তি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করে অর্থাৎ বরাৎ দিয়ে নিজেদের গ্রন্থসমূহ লিখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ

(ক) মুসা ইব্‌ন উক্‌বা ঃ ইনি 'যে, মগাযী'' খানি প্রণয়ন করেন, তার কিছু অংশ পাওয়া গেছে, এবং অনুবাদ হয়েছে বলে প্রকাশ। ইনি হিজরী ৫৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আজ-জুহরী ও ইব্‌ন আব্বাসের উক্তি অবলম্বনে

গ্রন্থখানি লিখিত, ফলে তা অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং ইমাম মালিক বিন আনাস, আহ্‌মদ্ বিন হাম্‌বল এবং আশ-সাফী এই মগাযীখানির সমর্থক ছিলেন। ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী, আল-বালাজুরী, ইব্‌ন সাদ্ ও ইব্‌নে সাইয়াদুন শমের গ্রন্থগুলো, মুসা বিন উকবার উল্লেখ করেই লিখিত হয়েছে। এই মগাযী খানিকে ভিত্তি করেই অধিকাংশ ইতিহাস রচিত। আত তাবারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে হলেও তিনি ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন উকবার অনুসারী, স্বীকার করতে হয়। ১৪১ হিজরী (৭৫৮/৫৯ খৃ.) তার মৃত্যু হয়।

(খ) মুয়াম্‌মার ইব্‌ন রশীদ ঃ তাঁর লিখিত কোন পুস্তকের নামের উল্লেখ না থাকলেও তিনি অন্যান্য গ্রন্থের লেখকদের নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দেখা যায়। তিনি হিজরী ১৫০ সনে মারা যান।

(গ) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াসার ঃ তিনি হিজরী ৮৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসের পূর্ববর্তী লেখগণের গ্রন্থগুলো যথাযথভাবে না পাওয়া গেলেও কেবল পরবর্তী লেখকগণের মাধ্যমে আমরা সেগুলোর সন্ধান পেয়ে থাকি। কিন্তু মুহাম্মদ বিন ইসহাকের লিখিত গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ অংশই বিদ্যমান, দেখা যায় তিনি তাঁর 'সীরাতে'র যে যে স্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন, তালিকায় ১৫জনের নাম পাওয়া গেছে এবং সেই স্থানের উল্লেখও দেওয়া হয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থখানিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা) –এর জীবনী যেরূপ বিশদভাবে লেখা হয়েছে অন্য কোন ইতিহাস সেরূপ পূর্ণাঙ্গ তথ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। গ্রন্থখানির প্রথমভাগে মানব জাতির সৃষ্টি কাল হতে হযরত ঈসার আবির্ভাব পর্যন্ত, দ্বিতীয়ভাগে ওহাব বিন মুনব্বিহের 'কিসাসুল আম্বিয়া' বা কিতাব আল্‌মুবতাদা বা মাবদা এবং 'আল ইসরাইলীয়াত' হতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিবরণী, প্রাচীন আরবদের ইতিবৃত্ত ও ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য, মরুভূমির আরবদের উপাখ্যানিক জ্ঞান, ইসলাম-পূর্ব যুগের ধর্ম বিষয়ক বিবরণ, রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ব পুরুষদের পরিচয় এবং মক্কার প্রাচীন ধর্ম ইত্যাদি, তৃতীয় অংশে তাঁর হিজরতকাল হতে সমুদয় অভিযান, আন্‌সার ও মুহাজিরীনদিগের সম্পর্কের পরিপূর্ণ আভাস প্রভৃতি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস্ ও আব্দুলাহ ইব্‌ন আবু বকরের উক্তিসমূহের প্রদত্ত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া বহু বর্ণনাকারীর নিকট হতে জেনে গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গেছেন। আইন-ই আকবরীতে

আবুল ফজল লিখেছেন, মুহাম্মদ বিন ইসহাক, 'আল-মগাযী আস্-সিয়ারে' নামক গ্রন্থের সুবিখ্যাত লেখক, তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং উচ্চশ্রেণীর ইতিহাসবেত্তা, ইমাম বুখারী ও আশ-শাফী তাঁকে প্রধানতঃ মুসলিম বিজয় লাভ সম্পর্কে প্রথম বিধি সঙ্গত সাক্ষী বলেছেন; তিনি বাগ্‌দাদ হিজরী ১৫১ (খৃ. ৭৬৮) অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ হতে ইব্‌ন হিশাম্ রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করেন।

(ঘ) যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাক্‌কাই : ইনি মুহাম্মদ বিন্ ইস-হাকের ছাত্র ছিলেন। ইব্‌ন ইসহাকের গ্রন্থের দুইখানি নকল করেন এবং তাঁকেই অবলম্বন করে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি কুফায় ১৮৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(ঙ) আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম আল হিম্‌য়ারী : তিনি যিয়াদ আল-বাক্‌কাইকে অনুসরণ করে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্‌ন ইস-হাকের একখানি গ্রন্থের নকল আল-বাক্‌কাই মারফত পেয়েছিলেন, তা হতেই তিনি 'সীরাতে রসূলুল্লাহ' গ্রন্থখানি সংকলন করেন এবং ব্যক্তিগত কারণে "কিতাবে আত্-তিজান্ লি-মারিফতী মুলুকিল জামান" বা "ফি আখবারে কাহ্‌তান' লিখেছেন। তিনি হিজরী ২১৮ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিসর ফুস্‌তাত্ নামক স্থানে মৃত্যু হয়। তাঁর গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌ন ইসহাকের পুস্তকখানি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ও আল্-বাক্‌কাইর হস্তগত হয় নাই। তিনি হযরত আদম্ (আ) হতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) পর্যন্ত বিবরণী সমূহ লিপিবদ্ধ করেন নাই, তবে ত্রুটি স্বীকার ও যোগ করে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে হযরত ইসমাঈল (আ) হতে আরম্ভ করে হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্বপুরুষগণের ইতিহাসের বর্ননা আছে। "সীরাতে রসূলুল্লাহ" গ্রন্থখানি বর্তমানে একটি নির্ভরযোগ্য জীবন চরিত। ইহা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের মূল গ্রন্থের অভাব দূর করেছে বলে উল্লেখিত। ৮২৮/ ২৯খৃ. তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(চ) মুহাম্মদ ইব্‌ন উর আল-ওয়াকিদী : তিনি তাঁর 'আল-মগাজী' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত জীবন চরিত পুস্তক হতে হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিধ বিবরণীর সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থখানির বিষয়ে আইন-ই

আকবরী হতে জানা যায় যে, তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ওয়াকিদ আল-ওয়াকিদী; তাঁর জন্মস্থান মক্কা নগরীতে। তিনি বিখ্যাত পুস্তক "বিজয় লাভ" লিখে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। হিজরী ১৩০ সনে সেপ্টেম্বর ৭৪৭ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী ২০৬ সন ১১ যিলহজ্জ সোমবার তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। (২৭ এপ্রিল, ৮২১ খৃ.) মতান্তরে হিজরী ২০৭ সনে।

(ছ) আবুল ওয়ালিদ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-আজরাক : তিনি "আখ্‌বারে মক্কা" নামীয় একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাকের বর্ণনাকারী ওস্‌মান বিন সাজ বা তাঁর পিতামহের নিকট শ্রবণ করে পুস্তকখানি সম্পাদন করেন। হিজরী ২২০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

(জ) মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ : তিনি আল-ওয়াকিদীর ছাত্র ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত বিষয়ে একখানি বিরাট গ্রন্থ লেখেন, তা-ই "কিতাবুত তাবাকাত আল কবীর" নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর অপর একটি গ্রন্থ "আখবারুন্ নবী"। পরবর্তীকালে উভয় গ্রন্থ একত্রিভূত হয়ে যায়। তিনি যে পুস্তকখানি সংকলন করেন, তার অধিকাংশ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রদত্ত বর্ণনা। তিনি ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণনা হতে অনেক ঘটনার বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন, যা সাধারণের নিকট অজানা ছিলো বলে মনে হয়। তিনি হিজরী ২৩০ সনে (৮৪৪/৪৫ খৃস্টাব্দে) পরলোক গমন করেন।

(ঝ) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা : তাঁর গ্রন্থখানি "কিতাবুল মাআরিফ" নামে পরিচিত। তিনি ২৭০ বা ২৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আইন-ই আকবরীতে দেখা যায় যে, তিনি হিজরী ২১৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৭০ হিজরীতে মারা যান। তাঁর জন্মস্থান দীনাওয়ার নামক স্থানে কিন্তু অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, তিনি মার্ভের অধিবাসী ছিলেন এবং দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, "কিতাব আল মাআরিফ ও আদাবুল কাতিব" (সচিবগণের নির্দেশিকা) এটাই প্রথম সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। পুস্তকখানিতে মুসলিমগণের প্রাথমিক যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীকালে উভয় গ্রন্থ একত্রীভূত হয়ে যায়।

১০। **আবু সাঈদ আবদুল মালিক ইব্ন কুরাইব আল-আসমাই :** তিনি একজন ঐতিহাসিক এবং বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন। আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান বসরা, কিন্তু খলীফা হারুন রশীদের রাজত্বকালে তিনি বসরা ত্যাগ করে বাগদাদে গিয়ে বসবাস করেন। তিনি ১৬০০০ শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। হিজরী ১২২ সনে (খৃ. ৭৪০ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২১৩ সনে (খৃ. ৮২৮ অব্দে) মৃত্যু বরণ করেন।

১১। **ইবনুল কাল্বী :** তিনি হিজরী ২০৪ বা ২০৬ সনে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল আস্নাম"। ইব্নে ইসহাকের শাগরিদ ইউনুস বিন বুকাইরের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাঁকে অনুসরণ করেই অধিকাংশ বিষয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

১২। **মুহাম্মদ মুকান্না :** প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্ন ওহ্মাইজাহ্। তিনি তাঁর দেহের ও মুখের লাবণ্য রক্ষা করার নিমিত্ত অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা দিয়ে ঢাকা থাক্তেন, তজ্জন্য তাঁকে "মুকান্না" বলা হতো। তাঁর প্রভূত ধন সম্পদ দান খয়রাত ও অপব্যয়ে ব্যয়িত হয়ে যায়। বহু আত্মীয় স্বজন তাঁর নিকট ঋণী ছিলো, তথাপি তাঁকে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। তিনি উমাইয়া বংশীয়গণের রাজত্বকালের সময় বর্তমান ছিলেন।

১৩। **আবু আমর (পরে) আবু মুহাম্মদ ইবনুল মুকাফ্ফা :** তিনি একজন বিখ্যাত কাতিব (সচিব) নামে পরিচিত। অনেকগুলো পত্রসম্পর্কীয় পুস্তক লিপিবদ্ধ করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। কালীলা ও দিম্না' নামক গ্রন্থখানি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

১৪। **আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী :** তিনি হিজরী ৩২৭/২৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল আগানী"। তিনি হিজরী ৩৮৭ সনে ইন্তিকাল করেন। (খৃ. ৮৯৭-৯৬৭ অব্দ)।

১৫। **ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া আত্-তীদালী :** (ইবনুল জাইয়াত নামে পরিচিত)। তিনি হিজরী ৬২৭ সনে মারা যান।

১৬। **আহমদ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বালাজুরী :** তিনি মুসলিম বিন উক্বার অনুসরণ করে যে পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন, তা-ই সুবিখ্যাত "ফতুহুল বুল্দান"। প্রধানতঃ এটাই দেখা যায় যে, যৎকালে আজ-জুহরী ও ইব্ন ইস্হাক

এবং মূসা ইব্‌নে উক্‌বা বিদ্যমান ছিলেন, তখনই ইসলামের ইতিহাসের ভিত্তি প্রস্তর দৃঢ়রূপে প্রোথিত হয়। তাদের অনুসরণ করে বহু মনীষী মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বালাজুরী তন্মধ্যে একজন এবং অন্যতম বিশ্বস্ত লেখক বলে পরিচিত। তাঁর লেখনীতে বিবিধ তথ্যাবলী সম্যকরূপে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর অপর গ্রন্থ "আস সাবউল-আশরাফ্" বলে জানা যায়। তিনি হিজরী ২৭৯ সনে ইন্তিকাল করেন।

১৭। আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জরীর "আত-তাবারী ঃ পবিত্র কুরআনের অন্যতম ভাষ্যকার এবং বিখ্যাত ইতিহাস প্রণেতা ও হাদীস শাস্ত্রবিদ। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস "তারিখুর-রসূল ওয়া মুলুক" (নবীগণের ও শাসকগণের ইতিহাস)। তিনি তাবারিস্তানের অন্তর্গত আমূল অঞ্চলে হিজরী ২২৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন (খৃ. ৮৩৮ অব্দ)। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি "আমুলের সাহিত্য" বলে সুপরিচিত। এতে খৃ. ৯১৫ অব্দ পর্যন্ত বিবরণী দেওয়া আছে। তিনি হিজরী ৩১৯ সন (খৃস্টাব্দ ৯৩১ অব্দে) বাগ্‌দাদে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮। আসিম কুফীঃ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ঃ আসিম কূফী বলে সর্বজন পরিচিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ "ফতুহ আসিম্" হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর হতে কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইনের (রা) শহীদ হওয়া পর্যন্ত বিশদ বিবরণ ও তথ্যসমূহ দেওয়া আছে।

১৯। আবু সাঈদ আল-হাসান ইব্‌ন আবদুল্লাহ আস-সিরাফী ঃ তিনি একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার বলে গণ্য। তিনি হিজরী ৩৬৮ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থখানি "আখ্‌বারুন নাযিরীইন আল-বাসরিইন' নামে পরিচিত।

২০। আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবীব আল্‌-মাওয়ারদী ঃ ইনি হিজরী ৪৫০ সনে প্রাণত্যাগ করেন।

২১। আবু ফতেহ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাইয়্যেদুন্নাস আল্‌-ইমারী আল্‌-আন্দালুসী ঃ তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক "উয়ুন আল আশীর ফি ফুনুমিল মগাজি আশ শামাইল আসসিয়ার' ইতিহাসখানি 'কিতাবুত্ তাহজীব আল-আস্‌মা" বলেও পরিচিত। তিনি হিজরী ৭৩৪ (খৃ. ১৩৩৪ অব্দে) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২২। আবুল হাসান আলী ইবনুল আছীর আল-জাযারী ঃ ইনি দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, উক্ত পুস্তকদ্বয়-"আলকামিল ফিত তারীখ" এবং "উস্‌দুল গাবা" নামে পরিচিত। তিনি হিজরী ৬৩০ (খৃষ্টীয় ১২৩৩ অব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।

২৩। ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাসিরা ঃ তিনি "রিওয়াইয়া" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থখানির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হিজরী ৭৭৪ সনে (খৃষ্টীয় ১৩৭২ অব্দে) ইন্তিকাল করেন।

২৪। আহমদ্ ইব্‌ন আলী মুহাম্মদ আল্-কাস্তলানী ঃ তিনি যে গ্রন্থখানি রচনা করেন, তা "আল মাওয়াহিবুল-লাদুননীয়াহ।" এছাড়া হাদিস সংক্রান্ত গ্রন্থখানি তিনি ইমাম বুখারীর টীকাকার রূপে লেখেন "ইরশাদুস্‌সারী ফী শারহি সহী আল্-বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি হিজরী ৯৬৫ সনে (১৫৫৭ খৃ.) প্রাণত্যাগ করেন।

২৫। আবুল ফজল আহমদ্ ইব্‌ন আলী--ইব্‌ন হাজর আসকালানী ঃ হিজরী ৭৭৩ সনে আসকালান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইমাম বুখারীর টীকাকার ছিলেন।" তৎলিখিত পুস্তকখানি "ফাতহুল বারী ফীশারহি সহীহ আল্ বুখারী" নামে পরিজ্ঞাত। অপর গ্রন্থ "তাহজীব (সভ্যতা)"। তিনি হিজরী ৮৫২ সনে ১৪৪৯ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।

২৬। আল্-মোতাহার আত তাহির ঃ তিনি আল-আজযাবীর অনুসারী ছিলেন এবং আজযাবীর "আখবারে মক্কা" পুস্তক হতে একখানি জীবনী লিখে গেছেন।

২৭। আল্ জুমাহীহ্ ঃ ইনি যে পুস্তকখানি রচনা করেছেন ঃ তা মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ লিখিত "কিতাবুত-তাবাকাত আল্-কুবরা" কে মূল রূপে গ্রহণ করে "তাবাকাতুস সুরারা" নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। তিনি ২৩১ হিজরীতে মারা যান।

২৮। আল্ হাকিম নিশাবুরী ঃ ইনি 'মুস্‌তাদ্‌রাক্" নামক একখানি হাদীস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

২৯। আস সুহাইলী ঃ তাঁর বিখ্যাত পুস্তকখানি "আর-রাউদুল উনুফ্' নামে পরিচিত।

৩০। **ইবনুন নাদীম ঃ** একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার "আল্-ফিহ্রীস্ত" গ্রন্থখানি বিশ্বের আদরণীয় পুস্তক বলে গণ্য, তা কায়রো হতে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩১। **হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আদ দিমাশকী ঃ** তিনি হিজরী ৭৭৪ সনে (১৩৭২ খৃ. মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লিখিত ইতিহাসখানি "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩২। **শাহাবুদ্দীন আবু মাহমুদ আস-সাফায়ী মুকাদদিসী ঃ** তাঁর গ্রন্থখানি "মাসিরুল গারাম ইলা জিয়ারাতিল কুদস ওয়াশ্-শামস্। তিনি হিজরী ৭৬৫ সনে (১৩৬৩ খৃ.) পরলোক গমন করেন।

৩৩। **আবুল হাসান আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী আল-মসউদী ঃ** তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণে বের হয়ে বহু দেশ পর্যটন করেন। ৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইসতাখার অঞ্চল পরিদর্শনকালে পুরাতত্ব বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে পর বৎসর মুলতান, মনসুরা, ক্যাম্বে সিয়ামুর ও সিংহলে উপস্থিত হন। তথা হতে মাদাগাস্কার, তোমান পরিভ্রমণ করে চীনে উপস্থিত হয়ে কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করে ক্যাসপিয়ান সাগরস্থিত দেশ দর্শন করার পর তাব্রিজ এবং প্যালেষ্টাইন অঞ্চলের প্রাচীন স্মৃতিগুলোর এবং খৃষ্টানদের গির্জাসমূহের ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তৎপর ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে অ্যান্টিক নগরের স্মরণ চিহ্নগুলো পরিদর্শন করে দামেস্কে দুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। জীবনের শেষ দশ বছর সিরিয়া ও মিশরে অতিবাহিত করেন।

তার জীবনের লক্ষ্য ছিলো ঃ স্বচক্ষে দেখে তথাকার সমস্ত বিষয়ের বিবরণী সংগ্রহ করা, ফলে তিনি কেবল ইতিবৃত্তই নয়, বরং তাদের আচার-ব্যবহার ও কার্যকলাপের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও পরিহার না করে সমুদয় তথ্যের বর্ণনা দিয়ে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। আবশ্যকবোধে পারসিক, ইহুদী, হিন্দু ও খৃষ্টানদের কাহিনীসমূহ বিবৃত করেছেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "কিতাব আখবারউয্ যামান" বা "যুগের ইতিহাস" ৩০ খন্ডে লিখিত। পরিশিষ্ট

পুস্তকখানি "কিতাবুল আওসাত" নামে পরিচিত। আর একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ "মুরুজুয যাহাব" বা "সোনার খণি" পুস্তকখানি ইতিহাস বৃত্তান্তমূলক। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি ৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হতে ৯৫৬ খৃ. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখেছিলেন। তৎকালে বাগদাদে খলীফা মুতী' বিল্লাহ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। মসউদী তাঁর গ্রন্থে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হতে আরম্ভ করে সম-সাময়িক খলীফাগণের ইতিহাস রচনা করেন। হিজরী ৩৪৬ সনে (৯৫৭ খৃ.) এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকের জীবনের অবসান ঘটে, তৎকালে তিনি কায়রো নগরীতে অবস্থান করতেন।

৩৪। **ইব্‌ন খল্লিকান ঃ** একজন প্রসিদ্ধ জীবনচরিত লেখক। তাঁর লিখিত গ্রন্থখানি "ওফায়াতুল আয়ান"। তিনি পুস্তকটিতে মহান ও বিখ্যাত মনীষীদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে সুন্দর রূপে সুসজ্জিত করেছেন। তিনি হিজরী ৬০৮ সনে (১২১১ খৃ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুস্তকখানি মিশরের মামলুক বংশীয় নৃপতি সুলতান বায়বার্সের কর্তৃত্বাধীনে লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থখানির শেষাংশের তিনি তাঁর মৃত্যুকাল হিজরী ৬৭২ সন (১২৭৩-৭৪খৃ.)পর্যন্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

৩৫। **আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসাদ আল জাফায়ী আল ইমেনী ঃ** তাঁর লিখিত গ্রন্থখানি "মীরাত আল জানান, ওয়া ই'বরাতুল ইয়াকজান।" তিনি হযরত রসূলে করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত কাল হতে আরম্ভ করে তাঁর জীবন কাল পর্যন্ত যাবতীয় বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থকারের অপর পুস্তক "রওদাতুর রিয়াহীন।" তা মুসলিম সুফী সাধকদের জীবন কাহিনীতে সুশোভিত ও সজ্জিত। তিনি হিজরী ৭৬৮ সনে (১৩৬৬ খৃ.) মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩৬। **আহমাদ ইব্‌ন সাইয়ার ইব্‌ন আইউব ঃ** ইনি একখানি হাদীস গ্রন্থ, আবুল হাসান আল-মারওজীকে অনুসরণ করে সম্পাদন করেন। এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী বলে সুবিখ্যাত হন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ বলে খ্যাত এবং মুল্যবান। তিনি হিজরী ২৬৮ সনে (৮৮১) অব্দে ইন্তিকাল করেন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও জীবন চরিত লেখকের নাম জানা যায়। তাঁদের গ্রন্থগুলোর নামের উল্লেখ না থাকার কারণে এবং যথার্থ লেখকের লিখিত পুস্তক কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় তাঁদের বিষয়

লেখা সম্ভব হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে যে সমস্ত জীবন চরিত বিশেষ করে হযরত নবী করীম (সা) এর যে সব জীবনী লিখিত হয়েছে, সেগুলোর একটা তালিকা সাথে দেওয়া গেল, তা সংক্ষিপ্ত হলেও অতি মূল্যবান বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যামূলক। বর্তমান যুগে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলোর বিশেষ আবশ্যক রয়েছে। এই বইগুলো বিশদ বিবরণ দিয়ে ভ্রান্ত বুদ্ধির অবসান ঘটিয়েছে বললে অতুক্তি হবে না।

বিশ্ব নবী হযরত রসূলুল্লাহ (সা) প্রসংগে যে সমস্ত জীবনী ও ইতিহাস আরবী ভাষায় বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১। আস-সীরাতুন নওয়াবীয়াহ, ওয়াল আসার মুহাম্মদীয়াহ।

[হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী ও মুসলিম প্রভাব]

গ্রন্থকার —— আহমদ জাইনী দাহলান-(১/২ খন্ড বুলাক প্রেস, কায়রো, ১২৯২ হিজরী, খৃস্টাব্দ ১৮৭৪)

২। নিহায়ত আল লীয়াজ, ফি সীরাত সাকিন আল হিজাজ।

(হিজাজবাসিগণের সংক্ষিপ্তসার জীবনী)

গ্রন্থকার —— রিফহে আল্ তাহতাবী।

আলমাদারীস আল মালিকায়া প্রেস, কায়রো, ১২৯১ হিজরী (১৮৭৪ খৃস্টাব্দ)

৩। নাতাইজুল ইফহাম ফি তারিখ আল আরব কাবলাল ইসলাম। ওয়া ফি তাহকীক মউলূদিন নবী আলাইহী আস সালাতো ওয়া সালাম।

(ইসলাম পূর্ব আরব ইতিহাসের সমাপ্তি এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম বিবরণীর বিদ্যাভ্যাস)

গ্রন্থকার —— মাহমুদ হামদী পাশা আল ফালাকী।

বুলাক প্রেস, কায়রো, ১৩০৫ হিজরী।

৪। ওসাইলুল উসুল, ইলা শামাইলির রসূল (প্রেরিত পুরুষের গুণসমূহে মনোযোগ দেওয়ার অভিপ্রায়)

গ্রন্থকার —— ইউসুফ ইব্ন ইসমাঈল আন নাবহানী।

আল আদাবীয়া প্রেস, বৈরুত, ১৩০৯ হিজরী।

৫। আল আনওয়ার আল মুহাম্মদীয়াহ।

মিনাল মত্তাহিব আললাদুননীয়াহ।

(মুহাম্মদীয় আলোকাবলী, সমতা গুণ-হতে সৃষ্ট।)

গ্রন্থকার ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল আল নাবহানী। আল আদাবীয়াহ প্রেস, বৈরুত, হিজরী-১৩০ সন।

৬। আল সীয়ার আল আহমদীয়াহ। ফি তারিখ খায়র আল বাররীয়া।

(মানব জাতির ইতিহাসে এক মহান রীতি-নীতি)

গ্রন্থকার —— আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ দরবেশ আল্ হাইনী। বুলাক প্রেস, কায়রো, ১৩১৪ হিজরী।

৭। খুলাসত আল বাহযাহ, ফি সীরাত সাদিক আল লাহযাহ।

(সত্যবাদীর জীবনীতে সৌন্দর্যের উপাদান।

গ্রন্থকার —— মুস্তফা ওয়াহিব ইব্‌ন ইবরাহীম আল বারুদী। বুলাক প্রেস. ১৩১৫ হিজরী।

৮। শাজারাহ মিন আলসীরাহ আল্মুহাম্মদীয়াহ।

(হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী হতে চয়ন)

গ্রন্থকার — জামাল আবদীন আল কাসিমী। আল মানার প্রেস, ১৩২১ হিজরী।

৯। তোহফাতুল আলম ফি আখবার সাইয়িদি আওলাদে আদম। (আদম সন্তানদিগের অধিনায়কের ইতিহাস, পৃথিবীর ধন ভান্ডার।)

গ্রন্থকার — আবদ আল কাদির ইব্‌ন মুস্তফা আল বাইরুতী আল হোসাইনী। আলদোনা জারীদাত প্রেস, বৈরুত, ১৩২১ হিজরী

১০। জওয়াহিরুল বিহার, ফি ফজাইলিন নবী মুখতার।

(মনোনীত নবীর গুণসমূহ, সাগরস্থিত রত্নরাজি।)

গ্রন্থকার--ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল আল নাবহানী।

৪ ভাগে ২ খন্ড, আল আদাবীয়া প্রেস, বৈরুত, ১৩২৭ হিজরী।

১১। খাদিজা উম্মুল মোমিনীন। (খাদিজা, বিশ্বাসীগণের মাতা।)

গ্রন্থকার —— আদব আল হামিদ আল যাহরাবী, আল মানার প্রেস, ১৩২৮ হিজরী।

১২। আস সীরাহ্ আন্-নবীয়াহ্। (নবী জীবনী)

গ্রন্থকার —— আবদ আল্ মাজিদ আল্ লব্‌বান। আল্ নাহ্‌দা প্রেস, কায়রো, ১৩৩৩ হিজরী।

১৩। তারিখ আল্ হিজরাহ্ আল্ নবুবিয়াহ্ ওয়া বদী আল্ ইসলাম। (নবী করীম (সা)-এর মক্কা ত্যাগের এবং ইসলামের প্রারম্ভ কালের নূতন ইতিহাস)।

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ আলী আল্‌বিবলাওয়েই। আল ইতিমাদ প্রেস, কায়রো ১৩৪৬ হিজরী।

১৪। খুলাসাত্ আল্ সীরাহ্ আল্ মুহাম্মদীয়াহ্, ওয়া হকীকত আল্ দাওয়াহ্ আল্ ইস্‌লামীয়াহ্।

[হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের উপাদান, ইসলামিক আহ্বানের সভ্যতার বিকাশ]

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ রশীদ রেজা ঃ ২য় সংস্করণ-আল্ মানার প্রেস, কায়রো, ১৩৪৬ হিজরী।

১৫। আলআন ওয়ার ওয়া মিস্‌বাহস সুরুর ওয়াল-আফ্‌কার, ওয়া যিকর্ মুহাম্মদ আল-মুস্তাফা আল-মুখ্‌তার। [উজ্জ্বল আলোক এবং সৌভাগ্যের চিন্তাধারার লণ্ঠন স্বরূপ ও তৎসহ মনোনীত নবী মুহাম্মদ (সা)-এর স্মৃতিচিহ্ন।]

গ্রন্থকার —— আবু আল হাসান আবদুল্লাহ বাকরী। মুস্তফা আল্ বাবী আল্ হালাবী প্রেস, কায়রো, ১৩৪৭ হিজরী।

১৬। আল্ কাত্‌রাহ মিন্ বিহার, মানাকিবিন নবী ওয়াল মুখ্‌তার। [হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর মহান গুণাবলী জ্ঞান সাগরের একবিন্দু।]

গ্রন্থকার —— আহম্মদ রেজা আল্‌দীন আল্‌তাব্রিজি আল্‌মুশাবী। আল্‌নাজাফ্ প্রেস, নজফ, ইরাক, ১৩৭৪ হিজরী।

১৭। মুহাম্মদ আল কায়েদ [মুহাম্মদ (সা) জননেতা] গ্রন্থকার—মুহাম্মদ আবদ আল্ ফাতাহ ইবরাহীম মুস্তফা আল বাবী, আল হাজাবী প্রেস, কায়রো, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ।

১৮। ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মদ, উম্মুশ শুহাদা ওয়া সাইয়িদাতিন নিসা। [ফাতেমা হযরত মুহাম্মদ (সা)-র কন্যা, শহীদগণের মাতা ও স্ত্রীলোকদিগের নেত্রী।]

গ্রন্থকার —— উমর আবু আল নসর। ইযা আল বাবী আল হালাবী প্রেস, কায়রো, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।

১৯। মুহাম্মদ ওয়া আসরুহু। [মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার যুগ]

গ্রন্থকার — উমর আবু আল নসর। রোতুস প্রেস, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ।

২০। মুত্তাকিফ মুআশসীরাহ ফি তারিখ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাইয়িদুল আরব। [আরবের প্রভু মুহাম্মদ (সা) ইব্‌ন আবদুল্লাহের, ইতিহাসে এক চিত্তাকর্ষক অবস্থান]।

গ্রন্থকার — উমর আবু আল নসর। দারউল আহাদ প্রেস, বৈরুত, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ।

২১। মুহাম্মদ আন নবী আল-আরাবী। [মুহাম্মদ (সা) আরবের পয়গম্বর]

গ্রন্থকার — উমর আবু আল নসর। আল ওয়াতানীয়াহ প্রেস, বৈরুত, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

২২। আল নবী মুহাম্মদ। [পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা)]

গ্রন্থকার — মুহাম্মদ হুসাইন আল আজহারী। দার আল ফিকর আল আরাবী প্রেস, কায়রো, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ এবং আল ইতিমাদ প্রেস, কায়রো, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

২৩। তারিখুন নবী আহমদ। (পয়গমম্বর আহমদের ইতিহাস।)

গ্রন্থকার—হুসাইন আল হোসাইনী, আল নজফী, আল লাত্তাসানী। ২য় খন্ড-আল ইরফান প্রেস, সাঈদা, লেবানন, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

২৪। আল-ফাজাইল আল-মুহাম্মদীয়া। [ধার্মিক সর্বাগুণান্বিত মুহাম্মদ (সা)]

গ্রন্থকার--ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল আল নাবহানী। আল উসমানীয়া লাইব্রেরী, বৈরুত, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

২৫। নিসা মুহাম্মদ [মুহাম্মদ (সা)-এর পত্নিগণ বা স্ত্রীগণ]

গ্রন্থকার — সানিয়া কাররাহ। প্রথম সংস্করণ কায়রো-১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ কায়রো-১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

২৬। মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহের শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক।)

গ্রন্থকার — আবদ আল্‌মুনীম মুস্তফা আল্‌কাব্‌বানী, আল ইতিমাদ প্রেস,

কায়রো ১৯৪৯খৃষ্টাব্দ।

২৭। মুহাম্মদ আল-মুহারিব। [মুহাম্মদ (সা) যোদ্ধা]

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ রাব্বাজ। দার আল্ ফিকর আল আরাবী প্রেস, কায়রো, ৩য় সংস্করণ।

২৮। তারিখে দওয়ালিল ইসলাম। (ইসলামী রাজ্যসমূহের ইতিহাস।)

গ্রন্থকার —— রি জফুল্লাহ্ মিন্কারউস। ৪র্থ খন্ড-আল হিলাল প্রেস, কায়রো, ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দ (জীবনী অধ্যায়গুলো বিশেষভাবে পঠিতব্য)।

২৯। "নাকদ্ কিতাব হায়াৎ মুহাম্মদ" হাইকলকৃত, [মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনীর সমালোচনা, হাইকলকৃত]

গ্রন্থকার —— আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আল্কুসানী। আর রাহমানিয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

৩০। জাখীরাতুল লুবাব ফিসীরাতিল হাবীব। [প্রিয়তমের জীবনের প্রতি বুদ্ধিমান পথ প্রদর্শক।]

গ্রন্থকার —— আবদ আল বাসিত ফাক্হরী, ২য় সংস্করণ, বৈরুত।

৩১। ফাতিমা-আজ জুহরা ওয়াল-ফাতিমীউন। (ফাতেমা আজ্জুহরা এবং ফাতেমী বংশ)

গ্রন্থকার —— আব্বাস মাহমুদ আল্ আক্কাছ। আল ইস্তিকমাহ প্রেস, কায়রো, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ এবং দার আল্হিলাল প্রেস, কায়রো, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ।

৩৩। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়ালিহি অ-সাল্লাম, হুয়াল মাছালুল আলাফিল কামালিল ইন্সানী। [মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আল্লাহের সতত করুণা ও শান্তি বর্ষিত হউক, তিনি মানব জাতির সম্পূর্ণ গুণের এক মহান উদাহরণ]

গ্রন্থকার —— আবদুল্ ফাত্তাহ্ আল্ ইমাম, কায়রো।

৩৪। হায়াত সায়্যিদুল আরব ওয়া তারিখুন নাহদাহ্ আল-ইসলামীয়াহ (আরবের প্রভুর জীবন চরিত এবং ইসলামের পুনরুভ্যুদয়ের ইতিহাস।

গ্রন্থকার —— হোসাইন আবদুল্লাহ বা সালামাহ। আল মজিদিয়া প্রেস, মক্কা।

৩৫। আত-তারিফ, বিনতে নবী ওয়াল-কুরআনিল শরীফ।
(হযরত রসূলুল্লাহের কন্যা ও কুরআন শরীফের উপক্রমণিকা)
গ্রন্থকার — মুহাম্মদ আলী আলবিবলাওয়াই দার আল্ কুতব্, আল মিসরীয়াহ প্রেস, কায়রো- ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ।

৩৬। মুআহদাতু ওয়াল মুহালাফাত ফী আহ্দে রসূলুল্লাহ (সা)
(আল্লাহের রসূলের সময়ে সন্ধিসমূহ ও ঐক্য সম্বন্ধ)
গ্রন্থকার — হাসান খাত্তাব আল-ওয়াকীল। আল-মিসরীয়াহ প্রেস, কায়রো- ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ।

৩৭। আহসানুল আসার ফী হায়ম্মতিন নবীওয়াল আই সনা আল-ইস্না আশার।
(হযরত রসূলুল্লাহের সর্বোৎকৃষ্ট জীবন চরিত ও দ্বাদশ ইমামের স্মৃতিকথা)।
গ্রন্থকার — মুহাম্মদ ফারাজ, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

৩৮। আল-আব-কারীয়াহ আল-আশ্কারীয়া ফী গাজাওয়াতির রসূল। (হযরত রসূলুল্লাহের যুদ্ধ অভিযানে সামরিক প্রতিভা)।
গ্রন্থকার — মুহাম্মদ ফারাজ, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ।

৩৯। লুবাবুল খায়ের ফী সীরাতিল মুখতার।
গ্রন্থকার — মুস্তফা সলিম্ আল্ গালায়ীনা। বৈরুত, ১৩২৩ হিজরী এবং আল্ রাহ্মানীয়া প্রেস্-কায়রো ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

৪০। মুহাদারাত ফী তারিখিল আরাব।
গ্রন্থকার — আহমদ সালিত আল-আলী।
১ম খন্ড-আল মারিফ প্রেস, বাগ্দাদ, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ।

৪১। ফিকহুস সীরাহ।
গ্রন্থকার — মুহাম্মদ আল-গাজালী। মুদ্রণ ১৯৫৩ খৃ.।

৪২। আর-রসূলুল আরাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ওয়াল ইমরাতুল হিরাকল। [আরবের রসূল মুহাম্মদ (সা) ইব্ন আবদুল্লাহ এবং সম্রাট হিরাকলিয়াস্]
গ্রন্থকার — ইজ্জত আল-আত্তার। কায়রো, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ।

৪৩। আল-আসওয়ার ফী মাওলিদ্দিন নবী। (নবী আল্লাহের জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের আলোক।)

গ্রন্থকার — আবুল হাসান আবদুল্লাহ আল-বাক্‌রী। আল-হায়দারীয়াহ্‌ প্রেস নজফ্‌ ইরাক-১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ।

৪৪। বানাতুন নবী। (রসূলুল্লাহের কন্যাগণ)

গ্রন্থকর্ত্রী — বিন্‌তুশ শাতী। দারুল হিলাল প্রেস, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ।

৪৫। আমিনাহ বিন্তে ওহাব (আমিনাহ্‌, ওহাবের কন্যা)

গ্রন্থকর্ত্রী — বিন্‌তে শাতী। দারুল হিলাল প্রেস, কায়রো, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ।

৪৬। খাদিজা জওযাতুর রসূল। (খাদিজা, রসূলুল্লাহের স্ত্রী)

গ্রন্থকার — তাহা আবদুল বাকী সুরুর, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.।

৪৭। সায়্যিদুল আরব মুহাম্মদ। [মুহাম্মদ (সা) আরবের অধিনায়ক]

গ্রন্থকার — ইউসুফ কামাল হাতাতাহ্‌। আল-ইতিদাল প্রেস, দামিশ্‌ক।

৪৮। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ। (মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল)

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ রীদা। ইসা আল-বাবী আল-হালাবী প্রেস, কায়রো, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ।

৪৯। খাতামুন নবীইন্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (আবদুল্লাহের পুত্র মুহাম্মদ শেষ নবী)।

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ খালিদ। দারুল ফিকর আল-আরাবী প্রেস কায়রো ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ।

৫০। মোখতাসার তারিখুল আরাব ওয়াল ইসলাম (আরব ও ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)। গ্রন্থকার—মুহাম্মদ ইজ্জত দরওয়াজা।

৫১। আস-সিদ্দিকাহ বিন্তে সিদ্দিক। (সিদ্দিকের কন্যা সিদ্দিকাহ্‌, খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের কন্যা ও হযরত রসূলুল্লাহের স্ত্রীর জীবন চরিত।)

গ্রন্থকার —— আব্বাস মাহমুদ আল-আক্‌কাদ। আল-মারিফ প্রেস, কায়রো ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ।

৫২। খুলাসাতুস সীরাহ আল-মুহাম্মদীয়াহ। গ্রন্থকার—আতিয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ আল বিস্‌হাবী, আল-হোসাইনীয়া প্রেস্‌ কায়রো ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ।

৫৩। আল-ওয়াদুল হক্‌ক (সত্য প্রতিশ্রুতি)।

গ্রন্থকার--তা'হা হোসেন। দারুল মারিফ প্রেস, কায়রো-১৯৫০ খৃষ্টাব্দ।

৫৪। আল-হামিস আস-সীরাহ। (জীবনীর সমালোচনা পুস্তক)।

গ্রন্থকার —— তা'হা হোসেন ৩য় খন্ড দারুল মারিফ প্রেস, কায়রো, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ।

৫৫। সীরাতুল ইস্লাম (ইসলাম দর্পণ)। গ্রন্থকার-তা'হা হোসেন। দারুল মারিফ প্রেস, কায়রো ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ।

৫৬। দুরুসুস সীরাতিল নবাবীয়াহ (রসূলল্লািহের জীবন চরিত হতে শিক্ষা)।

গ্রন্থকার — ওমর আবদুল ওহাব আল-জুন্দী।

৪র্থ সংস্করণ, আস-সাদাহ প্রেস, কায়রো, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ।

৫৭। শামাইলুর রসূল আশ-শাখসিয়াতুহুল ইনসানীয়া। (প্রেরিত রসূলের গুণসমূহ ও তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব)।

গ্রন্থকার — উমর আবদুল ওহাব আল্-জুন্দী

৫৮। আল-জামায়া আন্-নাবাবীয়াহ ফী তারিখির রসূল [রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন প্রেরিতত্বের অধিনায়কত্ব।]

গ্রন্থকার —— আনওয়ার আল-জুন্দী। আত্-তাওয়াককুল প্রেস, কায়রো, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

৫৯। মুহাম্মদ আল্-মাসাল আল-কামিল। [মুহাম্মদ (সা)-এর সর্বাগুণান্বিত উদাহরণ।]

গ্রন্থকার —— মুহাম্মদ আহমদ্ জাদুল মওলা। ১ম সংস্করণ-১৯৩২ খৃষ্টাব্দ। ৪র্থ সংস্করণ-১৯৫১ খৃষ্টাব্দ। আল্ ইস্তি কামাহ প্রেস, কায়রো।

৬০। আল-ওয়াহী আল-মুহাম্মদ (হযরত রসূলুল্লাহের প্রত্যাদেশ)।

গ্রন্থকার — মুহাম্মদ রশীদ রিদ্বা, ৫ম সংস্করণ, দারুল মানার প্রেস, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ।

৬১। মিন্ ওয়াহীস সীরাহ (প্রত্যাদেশ হতে জীবন চরিত অনুপ্রাণিত)।

গ্রন্থকার--ইব্রাহীম্ জামালুদদীন আর-রামদী। দারুল ফিকর প্রেস-কায়রো।

৬২। মুহাম্মদ আস-সাইর আল-আজম। গ্রন্থকার--ফাতহ রেদ্ওয়ান। দারুল হিলাল প্রেস, কায়রো, ১৯৫৪।

৬৩। আর-রসূল উস্তাজুল হায়াত [রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শিক্ষক।]

গ্রন্থকার--মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আস-সাম্মান। রাসাইলুল ফিকরাহ আল-ইসলামী, কায়রো, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ।

৬৪। মুহাম্মদ, লাজনাতুত তরজমা ওয়াত তালিফ, ওয়ান নাশর। [মুহাম্মদ (সা): অনুবাদ, লেখনী এবং প্রকাশনা সমিতির সভাপতি।]
গ্রন্থকার — তওফীক্ আল-হাকিম, কায়রো, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ।

৬৫। মাওবিদুস সাফাহ্ ফী সীরাতিল মুস্তফা (মনোনীতের জীবনীতে ব্যাখ্যা ও নির্মলরূপে পরিষ্কার সুব্যক্ত।
গ্রন্থকার — আহমদ্ আল-হাওলাভী। মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী প্রেস কায়রো ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

৬৬। সীরাতুর রসূল সুওআর মুক্তাবাসাহ্ মিনাল কুরআনিল কারীম। (প্রেরিত রসূলের জীবনী, পবিত্র কুরানের আলেখ্য)
গ্রন্থকার — ইজ্জত মুহাম্মদ দরওয়াজাহ। ২য় খন্ড, আল-ইস্তিকামাহ প্রেস, কায়রো, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

৬৭। মা'আন্ আলাত তারিখ্ মুহাম্মদ ওয়াল মসীহ্ [মুহাম্মদ (সা) ও ঈসা মসীহ্ উভয়ের একই পথ।]
গ্রন্থকার — খালিদ্ মুহাম্মদ খালিদ্। দারুল কুতব আল-হাদিসা প্রেস, কায়রো, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।

৬৮। দুরুস্ ফিত তারিখিল ইস্লামী (ইসলামী ইতিহাস পাঠ)।
গ্রন্থকার--মহীউদ্দীন খাইয়াত, ৪র্থ খন্ড, (প্রথম ভাগে নবীর জীবনী) বৈরুত, ১৩২৮ হিজরী। ৫ম সংস্করণ। আর-রাহমানীয়া প্রেস, কায়রো, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

৬৯। নূরুল ইয়াকীন ফি সীরাত সায়্যিদিল মুরসালীন (প্রেরিত পুরুষগণের নেতার জীবনীতে নিশ্চয়তার আলোক)।
গ্রন্থকার--মুহাম্মদ আল-খুদরী। ১ম সংস্করণ-ইউনিভারসিটি প্রেস, কায়রো, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ ও ১৩শ সংস্করণ,--আল্ ইসতেকানেয়াহ্ প্রেস, কায়রো, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ।

৭০। তালখীসুদ দুরুসিল আওলীয়া ফিস সীরাতিল মুহাম্মদীয়া (মুসলমানী জীবন যাত্রার মৌলিকত্বের পুনরারম্ভ)। গ্রন্থকার--মুহাম্মদ হারুন আবদুর রাজ্জাক। আন-নাহ্দাহ প্রেস, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

৭১। আসরুল ইন্তিলাক (উন্নত যুগ) গ্রন্থকার--মুহাম্মদ আসাদ তালাস। ১ম খন্ড, আল আন্দালুস লাইব্রেরী, বৈরুত, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ।

৭২। নাফ্‌সিয়াতুর রসূলুল আরাবী (মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আরবের প্রেরিত পুরুষ, তাঁর পবিত্রতা গুণে জগতের প্রথম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি)।

গ্রন্থকার—লাবীব আর রিয়াসী। ১ম সংস্করণ, বৈরুত, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ, ৪র্থ সংস্করণ, দার আল্ রিহানী।

৭৩। বাতালুল আব্‌তাল আত্ত আখেরাজ সীফাতিন নবী মুহাম্মদ [মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) গুণাবলীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও খ্যাত, এবং বীরগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ বীর।] গ্রন্থকার—আবদুর রহ্‌মান আজ্‌জাম। দারুল কিতাবিল আরাবী প্রেস, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ।

৭৪। কিয়ামুদ দাওলাহ্ আল-আরাবীয়াহ আল ইস্‌লামীয়াহ ফী হায়াতি মুহাম্মদ।

গ্রন্থকার—জামালুদদীন সুরুর। দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, ২য় সংস্করণ ১৯৫৬।

৭৫। আস- সিয়াসাহ্ আল-ইস্‌লামীয়াহ্ ফি আহ্‌দিন নবুয়াত। (পয়গম্বরী প্রাপ্তির যুগে ইস্‌লামী শাসন প্রণালী।)

গ্রন্থকার—আবদুল মুওত্‌তাল আস-সাঈদী। দারুল ফিকর আল-আরাবী প্রেস, কায়রো।

৭৬। তারিখ সীরাতিন নবাবীয়াহ ওয়াল খলিফাতির রাশেদীন [হযরত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন চরিত ও সতপথপ্রাপ্ত খলিফাগণের ইতিহাস।]

গ্রন্থকার—বাহজাত্ শাহ বন্দর।

৭৭। উম্মেহাতুল মুমেনীন্ ওয়া আখাওতুশ শুহাদা। (মুমিনগণের মাতাগণ এবং শহীদগণের ভগ্নীগণ।)

গ্রন্থকার—উইদাদ্ সাকামীনি। আল-ইতমাদ প্রেস, কায়রো।

৭৮। আন্‌-নিফাক্ ওয়াল মুনাফিকূন্ ফী আহ্‌দে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) (রসূল-যুগের নিফাক ও মুনাফিক)।

গ্রন্থকার—ইবরাহীম আলী সলিম। হাসানী প্রেস, কায়রো, ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ।

৭৯। আন-নাফ্‌হাহ আল মুহাম্মদীয়াহ ফিস সীরাহ আল-মুহাম্মদীয়া। (মুহাম্মদীয় জীবন যাত্রায় মুহাম্মদীয় উৎসাহ বা প্রেরণা)।

গ্রন্থকার—আহমদ্ আবদ্ আস সালাম আল্ সারকাবী। ২য় খন্ড-আল জামালীয়া প্রেস, কায়রো, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ।

৮০। মুখ্‌তাসার আল-কিতাবিশ শামাইনিল মুহাম্মদীয়াহ।

গ্রন্থকার—আবদুল মাজিদ, বুলাক প্রেস, কায়রো, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

৮১। তারিখুল খামিসাহ।
গ্রন্থকার — হোসাইন বিন দীয়ার বাকরী। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কায়রোর মুদ্রিত, ১৩৮২ হিজরী।

৮২। "ইনসানুল উয়ুন"। গ্রন্থকার —— আলী বিন বোরহানুদ দীন-আল-হালাবী। তিনি ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কায়রোয় মুদ্রিত-১২০২ হিজরী।

৮৩। "এজাজী মাগাজি" গ্রন্থকার —— মূসা বিন ওক্‌বা। তিনি হযরত যুবায়ের (রা)-এর গোষ্ঠীর একজন মুক্তদাস ছিলেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।

৮৪। "দীওয়ান," গ্রন্থকার হাসসান বিন সাবিত (রা) হযরত নবী মুখ্‌তার (সা) এর সময় বর্তমান থাকিয়া বিভিন্ন বিষয়ে গদ্যে এবং পদ্যে লেখনী চালনা করিয়া ইসলাম ধর্মের পৃষ্টপোষকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। নবী করিম (সা) হাসসান বিন সাবিতকে মদিনায় "বীর হা" নামক গৃহটি দান করেছিলেন, (উক্ত বাড়ীখানি) আবু তালহা বিন সুহাইলের নিকট উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত হইয়েছিলেন, গৃহটা বর্তামনে মদীনায় "বনু হোদায়লার প্রাসাদ" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি "শিরীন" নাম্নী একজন ক্রীতদাসীকে দান করেন। এই কীবতী ক্রীতদাসীর গর্ভে হাসসান বিন সাবিতের একটি পুত্র সন্তান জন্মে, তিনি আবদুর রহমান নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হাসসান বিন সাবিতের ভ্রাতা যয়েদ বিন সাবিত (রা) হযরত ওসমান (রা) এর অনুমতিক্রমে পবিত্র কুরআন শরীফ সঠিকভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া অমর হইয়াছেন। ইবন হিশাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ আরবী ভাষা হতে অনূদিত হইয়া ইংরাজী, জার্মান ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলোর একটা ক্ষুদ্র তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

১. আল্লামা আবুল ফিদা লিখিত "হযরত রসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনীখানি Thomas Gagnier, 1723 A. D সনে সর্ব প্রথম ইউরোপে অনুবাদ করিয়া "The Life of Mohamet" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

2. "Biography" of Mohammad by Henri nate da Boulainvilliers in Amsterdom in 1731.

3. "Lavia de Mohamet, Tradllite" by the Gagnier in 1732.
4. "Mohammad dar Prophet' by Von G. Weil,. (A famous book-without religious bias) Stuttgart in 1843.
5. "The Popular life of Mohammad. ' by Washington Irving. London-in 1849.
6. "The Life and Religion of Mohammad" by J.L Marrick. Boston-U.S.A.1850.
7. "The Hera's Prophet-The Heroes &Hero worship" by Carlyle-London-1846
8. "Al-Kamil" Ibnul Aatir.
Trans.-by C. I. toreubarg, London-1851.
9. "Al-Maghazi" "Al-Wakidi,
Partly Trans. by Bon. Cremer-Calcutta. 1855.
10. "Kitab Al-Wakidi." by Al-Wakidi,
The life of Mohammad. by Sir w. Muir, London, 1858-61 (The Pro-christ bair of Muir is very marked)
11. Life of Mohammad-by A. Sprenger (part1) Allahabad-in 1851.
12. Life of Mohammad.
(Das Leben und Dic Lehre Des Mohammad) complite voloum-by A. Sprenger. (Berlin) 1861-1868.
13. "Sirat-Ibne Hisham." by Westrenfeld. Gottingen-1858-59.
14. " Fathul Buldan" by Balajuri
trans by J. De Goege-1866.
15. "Mohamet-et-le-Coran."
by J. Berthelomy Saint Hiloire. France-1865.

16. "Vic de Mohamet d'apres la Tradition." by R. Lamairssie & G.Dujarie. (Peris)-1807.
17. "Mohammad & Mohammedan" by R. Bosworth Smith. London. 1473.
18. "Al-Maghaji. by Al-Wakidi" Trans, "Mohummad in Medina" by Wellhousen-Berlin-1882.
19. "Mohammad." by H. Grimme. Munster-in 1892-Munich-1904.
20. "Syistem Korani Choronologi (arraned of the Suras, order of Suras in Koran) by. H. Grimme-
21. Mohammad & Mohammadanism.
by S.W. Coeta-London-1889, (is pro-christian bais)
22. "Tabaquat As-Shuara; by Ibne Sad, by J. Hell. Leiden. 1916.
23. "Annali Der Islam."
By-Prince Caitarri-Milan, 1903-7.
24. "Mohammad's Liv"
By-F. Buhl-Copenhegen, Danish-1903.
25. "Mohammad and the rise of Islam."
by D.S.Margoliath. Newyork. 1905.
26. "Biographien Von Gewahrsmannchrn Des Ibn Ishaq
By Fescher, Lieden, 1890.
27. "Asanid." By -Fescher.
28. "Mohammad Ibn Ishaq," by J. Fuck. Frunkfurt, 1925.
29. "Sirat Rasuluallah." Mohammad Bin Ishaq (The Life of Mohammad)

Trans. by-Alfraid Guillanmme. Great Brittain. 1956.

30. "The Biography of the Prophet in recent Research."

By Alfraid Guillamme. Woking, London. 1954.

31. "La-es-Catalogir Musalmana." M Asin.

32. "Der Islam" By J. Horovitz. 1914.

33. "Das Classenbuch Des Ibn Sad."

by Otto Loth & J. Horovitz. Liepzig. 1969.

34. "Islamic culture. by J. Horovitze. 1927.

35. "Pub. De Le chole Des lang or viv. by Cl. Huart. paris-1899-1919

36. "Mustadrak"-Al-Hakim Al-Naisaburi.

Trans. By- Professor Krenkow.

37. "Wafayatul Yooun.-Ibne Khallikan.

Trans. by- Brokhelman.

38. "L. Arabic occidentle.' "Kitabul Aghni." By Lemmens. Beirut-1926.

39. "Diwan" Hassan Bin Thabit.

Trans. by Hartwig Hirschfeld. London. 1970.

40. "Mohammedanische Student.

By Gold Ziber.

41. "Essai Sar L. histore Des Arabes.

By Caussapin D. Percival.

42. "Kitab al Abu Dharr. (Manument of Arabic Philology)

Trans. By Bronnle

44. "Les Religions arabes Prieslumi ques.

By G. Ryckmans-Lowvain-1951.

45. "Islam" by Noldeke-1914.

46. " Furuf Mwallaqat. By Noldeke.
47. "Mohammad Zueeter Tail-Noldeke
(Enlieting in den Coran.)
(Syiatam der Koranisehen Theolgie) Munster-1905.
48. "Gesch-d- Preser and Areber"
By-noldeke.
49. "Muqaddima" Ibne Qutaiba.
Trans. by Gaudefray Demombynes. Paris-1947.
50. "Islamica" by Brounclich F.- 1925.
51. " Akbarul Nobiyin al Basriyin.
by Abdullah Al Sirafi.
Trans. By F. Krenkow. Bairut. 1936.
52. "Kitab-ul-Tahjeeb-Al-Asma" by Ibne Saiyadun Nas
Al- Imari-Andalusi.
Trans. E. Sachaw & Other.
53. " Arabiya" Trans. by J. Fuck. 1950
54. "History of the Islamic People" by Kert Brokhelman
55. " Magazi" Azaza `By Musa Bin Oqba."
Trans. E. Sachaw & others.
56. "Nihaya" By Ibne Asir Al-Zazari"
Trans. by E. Sachaw & others.
57. Kitab Al-Tabaqaat-Al-Kabir
Akhbarun-Nabi by Mohammad Ibne Sad.
Edited by E. Sachaw & others (Berlin) (History of
Mohammad and his followers)
58. "Raudul Unuf" by Ibne Al-Suhoyli; in Ibne Hisham
by Westenfeld. Gottinzen-1458-59.
59. " Kitab Al Asham" by Ibne Al Kalbi. Edit. by Ahmad
Zobair Pasha. Cairo 1924.

60. " তারিখ- আল্ রসূল ওয়া আল্ মুলুক"
by Abu Jafar Mohammad Ibne Zarir Al-tabari.
By Gloss. qor, Noldeke-Gesch. Qorans.
61. "Diwan" by Eusuf Chalidi. Edtd. by Wein. 1880.
62. "Mrujuz Jahab-wa-Matin-ul Jowhar"
by Ibne Ali al Masaudi.
63. "Kitab al-Muammarin"
Edtd. by Goldziher lieden. 1899.
64. "Ibne Khaldun"
Trans. Mc. G. De Slanes
65. "Dictionary of Islam" by Hughes.
66. De Mahammadausche wet" by Tuynuball.
67. Bukhari Sharif"
English Trans.-by I. Krehl+T.W.Juyenboll
Lieden-1862.
French. by O. Houdes+W. Markais. Paris-1903.

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু পুস্তক ইংরেজী, জার্মান ইত্যাদিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। নবী করিম (সা) নিজেও হাদীসের মাধ্যমে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রেখে গেছেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নে দেওয়া হল।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

১। **উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ঃ** "আগের থেকে পরের সময় কালটা তোমার জন্য অবশ্যই ভাল হবে।" (আদ্দোহাঃ ৪)

২। **দীন বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ঃ** "শীগ্‌গীর তোমার প্রভু তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।" (আদ্দোহা ঃ ৫)

৩। **উৎকৃষ্ট যুগের নিশ্চয়তা ঃ** সূরায়ে আদ্দোহার বিষয়বস্তু নবীকে সান্ত্বনা দেওয়া। নবীকে সুসংবাদ দেওয়া হলো যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে, যে সব অসুবিধার সম্মুখীন তিনি হয়েছেন তা সাময়িক মাত্র।

৪। **বোঝা অপসারণের অর্থ ঃ** " হে নবী! আমি কি তোমার জন্যে তোমার বক্ষ প্রসারিত করে দেইনি ? এবং আমি তোমার ওপর থেকে যে ভারি বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।"

(আলাম নাশরাহ ঃ ১-২)

৫। **রফয়ে যিক্‌র ঃ** " এবং তোমার জন্যে তোমার যিক্‌রের আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" (আলাম নাশরাহ ঃ ৪)

৬। **কাওসারের সুসংবাদ ঃ** সূরায়ে কাওসার নাজিল হল। কেয়ামতের প্রচন্ড দিনে প্রত্যেকে যখন তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকবে, তখন 'হাউযে কাওসার' নবী করিম (সা) কে দান করা হবে।

৭। **আবু লাহাবের ভয়াবহ পরিণাম ঃ** "আবু লাহাবের হাত ভেঙ্গে গেছে এবং সে বিফল মনোরথ হয়েছে।" (আল লাহাব ঃ ১)

৮। **নবীকে বহিষ্কার করার জন্যে মক্কাবাসীদের শাস্তি ঃ** " এ ভূখন্ড থেকে তোমাকে উৎখাত করে, এখান থেকে বহিষ্কার করার জন্য তারা

বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কিন্তু যদি তারা এরূপ করে তাহলে তোমার পরে স্বয়ং তারা এখানে বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না।" (বনী ইসরাইলঃ ৭২)

৯। কুরাইশ দলের পরাজয় ঃ "অতি শীগ্‌গীর এ দল পরাজয় বরণ করবে এবং তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতে দেখা যাবে।"

(আল কামার ঃ ৪৫)

১০। মক্কা বিজিত হবে ঃ " আমাদের সেনাগণ অবশ্যই বিজয়ী হবে।"
(আস্-সাফ্ফাত ঃ ১৭৩)

১১। কুরআনের দাওয়াত চারদিকে অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে ঃ "অতি শীগ্‌গীর আমি তাদেরকে ঊর্ধজগতে ও তাদের আপন সত্তার মধ্যে আমার নিদর্শন দেখাবো। অতপর তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে এক মহা সত্য।" (হামীম আস-সাজদাহ ঃ ৫৩)

১২। নবী পাকের জন্য উচ্চ মর্যাদা ঃ "(হে নবী!) নিশ্চিত জেনে রাখ যে, যিনি এ কুরআন তোমার ওপরে ফরয করেছেন তিনি তোমাকে এক সর্বোৎকৃষ্ট গন্তব্য স্থলে পৌঁছাবেন।" (কাসাস ঃ ৮৫)

১৩। নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে মাকামে মাহমুদ ঃ অতি শীগ্‌গীর তোমার প্রভু তোমাকে "মাকামে মাহমুদ"-এ অধিষ্ঠিত করবেন।"

(বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

১৪। পরাজিত রোম সাম্রাজ্যের জন্যে জয়লাভের সুসংবাদ ঃ "এবং সেদিন এমন একদিন হবে যেদিন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ের জন্যে মুসলমানগণ আনন্দে উল্লসিত হবে।"

১৫। ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণ ঃ "এখন তো আমরা শুধু তোমার লাশ রক্ষা করব যাতে করে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে তা একটা শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসাবে রয়ে যায়।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯২)

১৬। ইহুদীদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ঃ " এবং যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ওপর কোন না কোন ব্যক্তিকে শাসক বানিয়ে দেবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে।"

(আ'রাফ ঃ ১৬৭)

সীরাতে সরওয়ারে আলম (১ম খণ্ড) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।। পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৮০

হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

নবী পাক (সা)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসে সংরক্ষিত আছে। বিভিন্ন প্রবন্ধাদি ও হাদীস থেকে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাই এখানে সংযোজিত করা হল।

১। পরিপূর্ণ নিরাপত্তার যুগ ঃ

"অবশেষে এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি সানআ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত নির্ভয়ে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তার ভয় করার থাকবে না।"

(বুখারী, তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা মরিয়মের ভূমিকা।)

২। আরব ও অনারবের ওপর জয়লাভের শর্ত ঃ

হযরতের চাচা আবু তালেবের এক প্রস্তাবের জবাবে নবী (সা) বললেন, চাচা! আমি তো তাদের সামনে এমন এক বাণী পেশ করছি, তা মেনে নিলে সমগ্র আরব অধীন হবে এবং অন্য দেশ কর দিতে থাকবে।

(তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা সা'দের ভূমিকা)

৩। কুরাইশদের রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা ঃ

নবী (সা) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যতদিন কুরাইশগণ তাদের চরিত্র উন্নত রাখতে এবং সামষ্টিকভাবে দ্বীনের ধ্বজা বহন করতে থাকবে, আর তাদের মধ্যে দু'জনও যদি সত্যের জন্যে সংগ্রামশীল পাওয়া যায়, তাহলে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। (রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, টিকা ৬৬)

৪। জিহাদ অব্যাহত থাকবে ঃ

আমার উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোন ন্যায় বিচারকের ন্যায় বিচার অথবা অত্যাচারীর অত্যাচার ত্য বন্ধ করতে পারবে না। এ প্রাণশক্তিই হর-হামেশা ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করে এসেছে। এ প্রাণশক্তিই পরিবেশের ভয়াবহ চিত্রের সামনে নতি স্বীকার করা থেকে সৎকর্মশীলদেরকে (সালেহীন) বিরত রেখেছে।

(রাসায়েল ও মাসায়েল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭)

৫। মুসলমানদের অধঃপতন ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতোই হবে ঃ

নবী পাক (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি এই যে, মুসলমানগণ অবশেষে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে। তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, মুসলমানরাও তা-ই করবে। এমনকি তারা যদি কেউ আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে মুসল-মানদের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে যাদের দ্বারা এ অপরাধ সংঘটিত হবে। (রাসায়েল ও মাসায়েল, পৃঃ ৫৩)

৬। মিল্লাতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের রূপরেখা ঃ

"তোমাদের দ্বীনের সূচনা নবুয়ত এবং রহমত থেকে। আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন এটাকে অক্ষুণ্ন রাখবেন। অতপর তিনি তার অবসান ঘটাবেন এবং নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত চলবে যতদিন তিনি চাইবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এটারও অবসান হবে। তারপর অত্যাচারী শাসকদের শাসন কায়েম হবে। যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তা চলতে থাকবে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।"

"অতপর নবুয়তের পদ্ধতির সেই খেলাফত হবে যা মানুষের মধ্যে নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে এবং ইসলাম যমীনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ শাসন ব্যবস্থায় আসমানবাসীও খুশী হবে এবং দুনিয়াবাসীও। আসমান প্রাণ খুলে তার বরকতসমূহ বর্ষণ করতে থাকবে এবং যমীন তার গর্ভস্থ সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে।" (তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দ্বীন, পৃঃ ৪৯-৫১)

৭। আমীর-ওমরা ও শাসকদের নৈতিক অধঃপতন ঃ

"আমার পরে কিছু লোক শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাদের মিথ্যাচারিতায় যারা সহযোগিতা করবে এবং অত্যাচারে যারা সাহায্য করবে তারা আমার নয় এবং আমি তাদের নই।" (নাসায়ী)

"অতি সত্বর তোমাদের ওপর এমন লোক শাসক হবে যাদের হাতে তোমাদের জীবিকার চাবিকাঠি থাকবে। তারা যখন তোমাদের সাথে কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে এবং কাজ করলে মন্দ কাজ করবে। তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ঘোষণা না করলে তারা তোমাদের

ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ তারা বরদাশত করে তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধর। তারা যদি সীমা অতিক্রম করে এবং কাউকে কতল করা হয়, তাহলে সে হবে শহীদ।" (কানযুল উম্মাল, খেলাফত ও মুলুকিয়াত, পৃঃ ৭৯-৮০)

৮। দ্বীন পুনর্জাগরণের ধারাবাহিকতা ঃ

"আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতকের মাথায় এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন যারা তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে সজীব করবে।"

(তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন, পৃঃ ৪২-৪৩)

৯। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের প্রকাশ ঃ

একটি হাদীসে আছে "অতি শীগ্‌গীর আমার উম্মত বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তার মধ্যে একটি মাত্র আখেরাতে নাযাত লাভ করবে। তারা ঐসব লোক হবে যারা আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে।"

(রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৪)

১০। হযরত মসীহ (আ)-এর আগমন সম্পর্কে নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

"হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, ইব্‌ন মরিয়ম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের নিকটে অবতীর্ণ হবেন। অতপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর ধ্বংস করবেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। অন্য একটি বর্ণনায় 'যুদ্ধের' স্থলে 'জিযিয়া' শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ জিযিয়া রহিত করবেন। তারপর ধন-সম্পদের এতো আধিক্য হবে যে, তা গ্রহণ করার কেউ থাকবে না। তখন আল্লাহর জন্যে একটি সিজদা করা সমগ্র দুনিয়া থেকে উৎকৃষ্টতর হবে।"
(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

১১। দাজ্জাল ঃ

(ক) "নবী পাক (সা) এর মুক্ত করা গোলাম সাফিনাহ বর্ণনা করেন, তারপর ঈসা (আ) নাযিল হবেন এবং আল্লাহতায়ালা দাজ্জালকে আফিকের (যার বর্তমান নাম কায়েক, সিরিয়া) ঘাটির সন্নিকটে ধ্বংস করবেন।"

(মুসনাদে আহমদ)

(খ) "সে (দাজ্জাল) যদি আমার জীবদ্দশায় বের হয়, তাহলে আমি তার মোকাবিলা করব। আর যদি আমার অবর্তমানে বের হয় তাহলে প্রত্যেকে তার নিজের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা করবে। আল্লাহ্ আমার পরে প্রত্যেক মুস-লমানের রক্ষক।" (মুসলিম দাজ্জাল প্রসঙ্গ।)

১২। আম্মার বিন ইয়াসেরের হত্যার ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

" তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে।" (সিয়াহ্‌সিত্তাহ্)

১৩। কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার দশটি আলামত ঃ

মুসলিম বিন হুযায়ফাহ ইব্‌ন আসিদ আল-গিফারী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর এরশাদ হচ্ছে ঃ কেয়ামত হবে না যতক্ষণ না তোমরা এ দশটি আলামত দেখতে পাবে ঃ

১। ধূয়া ২। দাজ্জাল ৩। দাব্বাতুল আরদ ৪। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫। ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের অবতরণ ৬। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব। ৭,৮,৯। তিনটি বড় বড় ভূমি ধ্বস (প্রথমটি পূর্বে, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে এবং তৃতীয়টি আরবে) ১০। সর্বশেষ এক ভয়াবহ আগুন উঠে মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ তারপরই কিয়ামত হবে)।

আর একটি হাদীসে ইয়াজুজ মাজুজের উৎপাত প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করে নবী (সা) বলেন, সে সময় কিয়ামত এতটা নিকটবর্তী হবে যে, যেমন আসন্ন প্রসবা নারী, যে বলতে পারে না কোন্ মুহূর্তে তার সন্তান প্রসব হবে--রাতে না দিনে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া টীকা ৯৩)

সীরাতে সরওয়ারে আলম। (১ম খন্ড) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৪১৪

মহানবী (সা) ফজরের সালাত আদায় করে জায়নামাযে বসে যেতেন। লোকজনদিগকে তখন তিনি ওয়াজ-নসিহত ও উপদেশ প্রদান করতেন। সাহাবীদের স্বপ্নের তাবীর বর্ণনা করতেন। লোকজন জাহিলিয়াতের কাহিনী বর্ণনা করত, কবিতা পাঠ ও হাসি খুশীর কথা-বার্তা বলতো। এ সময় তিনি মালে গনীমত, ভাতা এবং খারাজের মাল বন্টন করতেন। (বুখারী) কোন কোন সময় চাশতের সালাত চার কিংবা আট রাকাত সালাত আদায়ের পর গৃহে প্রবেশ করে গৃহস্থালীর কাজে মনোনিবেশ করতেন। ছেড়া কাপড় সেলাই, ছেড়া জুতা জোড়া লাগান এবং উটনী ও বকরী দোহন করতেন।

(বুখারী ও মুসনাদে আহমদ)

আসরের সালাত আদায় করে সকল স্ত্রীগণের গৃহে গমন করে কিছু সময় অবস্থান করতেন। তারপর যার পালা আসত তাঁর গৃহে যেতেন। সকল বিবিগণই সেখানে জড়ো হতেন। এশা পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যেই কাটিয়ে দিতেন। মসজিদে এশার সালাত আদায় করে পালায় নির্দ্ধারিত বিবির গৃহে রাত কাটাতেন। এ সময় অন্যান্য সবাই নিজ গৃহে চলে যেতেন। এশারের সালাতের পর কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। (বুখারী)

নিদ্রা যাওয়ার আগে তিনি নিয়মিত কুরআন শরীফের কোন সূরা (বনী ইসরাইল, যুমার, হাদীদ, হাশর, সাফ, তাগাবুন, জুময়া) পাঠ করে শয়ন করতেন। শয়নের সময় দোয়া পাঠ করতেন। নিদ্রা হতে ওঠার পর আবার দোয়া পাঠ করতেন। অর্ধরাতের তৃতীয় প্রহরে জেগে সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন। নিজ বিছানায় সালাত আদায় করতেন। ডানকাতে ডান হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করতেন। নিদ্রা যাওয়ার সময় নাসিকায় সামান্য শব্দ অনুভূত হত। সাধারণ বিছানায় চামড়ার উপর, চাটাইর উপর আবার কখনো খালি জমিনের উপর আরাম করতেন। (যুরকানী)

মহানবী (সা)-এর মোলাকাতের তরীকা

রসূলুল্লাহ (সা) যখন কাহারো সাথে মোলাকাত করতে যেতেন তখন তাকে তিনি অগ্রে ছালাম ও মোসাফাহা করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ হাত ছেড়ে না দিত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বীয় হাত টেনে আনতেন না। মসলিসে বসলে তাঁর হাঁটু অন্য কাহারো হাঁটু হতে সামনে অগ্রসর হত না। (আবু দাউদ) তাঁর দরবারে হাজির হতে চাইলে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে অনুমতি নিতে হতো। তেমনি তিনি নিজেও কাহারও বাড়ীতে গেলে আচ্ছালামু আলাইকুম বলে দরজার এক পার্শ্বে অপেক্ষা করতেন। তিন বার ছালাম প্রদানের পরও কোন জবাব না পেলে ফিরে যেতেন। তাঁর দরজায় কেউ করাঘাত করার পর তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নাম বলতে হত। আমি আমি বললে তিনি রাগ হয়ে যেতেন।

রসূলুল্লাহ (সা) কারও বাড়ী গেলে সবচেয়ে সন্মানিত স্থানে উপবেশন করতেন না। (আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদব)

তিনি সমস্তকাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন। ঘরে প্রবেশ করতে তিনি ডান পা অগ্রে ফেলতেন। রসূলুল্লাহ (সা) এর দরজায় কোন দারোয়ান থাকতো না। তিনি মসলিসে প্রবেশ করলে কাউকে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন, "কেউ হয়ত পছন্দ করে যে, তার সম্মানে লোকজন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুক, তার নিজের ঠিকানা দোজখে তালাশ করা উচিৎ।" (আবু দাউদঃ কিতাবুল আদাব) কেউ ভাল কথা বললে তিনি তার প্রশংসা করতেন। অসংলগ্ন কথা বললে সংশোধন করে দিতেন।

তথ্যঃ শিবলী নোমানীঃ সীরাতুন নবী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬০-৬৬৪

মহানবী (সা)-এর বাসগৃহ

রসূলুল্লাহ (সা) শৈশব হতে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত দাদা ও চাচার গৃহে লালিত পালিত হন। বিবাহের পর সম্ভবত হযরত খাদিজা (রা) এর বাড়ীতে থাকতেন। মক্কায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর পৈতৃক ভিটা বাড়ী ছিল। হযরত আলীর (রা) আপন ভাই 'আকীল' ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই বাড়ীখানা নিজের দখলে, রাখে। মক্কা বিজয়ের পর যখন লোকজন জিজ্ঞাস করলো, হে আল্লাহর রসূল (সা)। আপনি কি পৈতৃক ভিটা বাড়ীতেই অবস্থান করবেন ? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার জন্য 'আকীল' বাড়ী খালি রেখেছে কি? (বুখারী ঃ মক্কা বিজয় অধ্যায়)

মদীনায় মহানবী (সা) প্রথম ছয় সাত মাস হযরত আবু আইয়্যুব আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করেন। নিজের জন্য মসজিদে নববীর পাশে ছোট ছোট দুইখানা হুজরা তৈরি করেন। হযরত সাওদা ও হযরত আয়েশাকে বসবাস করতে দেন। পরে অন্যান্য বিবিগণের জন্য তিনি আলাদা আলাদা ঘর তৈরি করেন। এ সকল ঘরের পৃথক কোন আঙ্গিনা ছিল না। কোন আলাদা কামরাও ছিল না। খেজুর গাছের ডাল-পাতা দ্বারা তৈরি হয়েছিল ছাদ। বৃষ্টির পানি প্রতিরোধের জন্য ছাদের উপরে পশমের কম্বল বিছিয়ে দেয়া হত। ছাদগুলোর উচ্চতা ছিল ৭/৮ ফুটের মত। হুজরা খানার দরজাগুলোতে পর্দা কিংবা এক পাল্লার কেওয়াড় ছিল। (বুখারী ঃ আদাবুল মুফরাদ।)

এ সকল হুজরাখানা ছাড়াও 'মাশরাবা' নামে একটি দোতালা ঘর ছিল। ৯ম হিজরী সালে তিনি যখন 'ঈলা' (স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত) করেন এবং ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে আঘাত পান তখন এক মাস পর্যন্ত এ গৃহেই অবস্থান করেন। (আবু দাউদ) এ বলাখানায় একটি চাটাইয়ের বিছানা, খেজুরের খোসা ভর্তি একটি চামড়ার তাকিয়া এবং পার্শ্বে ছিল কয়েকটি শুকনা চামড়া। (সহীহ বুখারী)

খলিফা ওমরের (রা) শাসনকাল পর্যন্ত এ সকল হুজরাখানা অপরিবর্তিত থাকে। হযরত ওসমানের শাসনামলে কোন কোন হুজরা ভেঙ্গে মসজিদে শামিল করা হয়। হিজরী ৮৮ সালে ওমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ সবগুলো হুজরাখানা ভেঙ্গে মসজিদের সাথে মিলিয়ে দেন। কেবল মাত্র হযরত আয়েশা (রা) হুজুরাখানা, [হুজুর (সা)-এর কবর স্থান] বাকী রইল।

তথ্যঃ শিবলী নোমানীঃ সীরাতুন্নবী (সা) ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৬৩৩-৬৩৪।

মসজিদে নববী নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর রসূল (সা)এর সহধর্মিণীদের বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। তখন পর্যন্ত বিবি ছিলেন হযরত সাওদা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)। তাই প্রথম দুইটি হুজরাখানা তৈরি করা হলো। হযরত হারেছ ইব্‌ন নোমান আনসারীর (রা) মসজিদ নিকটস্থ্ দেওয়া জায়গায় হুজরাগুলো নির্মিত হয়। হুজরাগুলো নির্মিত হয়েছিল খেজুর গাছের কান্ড, ডালা ও পাতার দ্বারা। ছাদ ও দেয়ালে কাদামাটির আস্তর দেওয়া হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রসূলে পাক (সা) এসব হুজরাতেই কাটিয়ে গিয়েছেন। হযরত আয়েশার (রা) হুজরা ছিল মসজিদের পূর্ব দরজা বরাবর। এখানেই মাহবুবে খোদা (সা) চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হুজরার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এগারটিতে এই হুজরাগুলো মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। মোট এগারটি হুজরার মধ্যে চারটি ছিল কাঁচা ইটের দেয়াল ঘেরা এবং অবশিষ্টগুলো শুধুমাত্র খেজুর শাখা দ্বারা তৈরি। প্রত্যেক হুজরাখানার মাত্র একটি করে দরজা এবং চট অথবা ছেড়া কম্বলের পর্দা টানানো থাকতো। হুজরার ছাদ ছিল মানুষের মাথা সমান উঁচু।

দৈর্ঘ ১০ ফুট ও প্রস্থ ৯ ফুট ছিল। দরজার উচ্চতা ৪ (১,২) ফুট এবং প্রস্থ ১ ফুট ৯ ইঞ্চি মাত্র। উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইব্‌ন আবদুল মালেক (হিঃ ৮৬-৯৬) মু'মিন জননীগণের হুজরাগুলো ভেঙ্গে সে স্থানগুলো মসজিদের অন্তরভুক্ত করে ফেলেন। তখন অবশ্য উম্মুল মু'মেনীনগণের মধ্যে কেউ আর বেঁচে ছিলেন না।

রওজা মোবারক তৈরি করা হয় হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরার মধ্যে। হুজুর (সা) এর পর হযরত আবু বকর (রা)কেও তাঁর পাশেই কবর দেওয়া হয়। হযরত ওমরকেও এই হুজরার মধ্যে হযরত আবু বকরের পাশে কবরস্থ করা হয়।

হযরত ওমর (রা) তাঁর খেলাফত আমলে রওজা শরীফের চারদিকে কাঁচা ইটের দেয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এটাই ছিল রওজা শরীফের প্রথম নির্মাণ কাজ।

দ্বিতীয় নির্মাণ কাজ করা হয় উমাইয়া খলিফা ওলীদ ইব্ন মালেকের শাসন আমলে (হিজরী ৮৬-৯৬) এই নির্মাণ কাজে ইট, লোহা, শিশার খুটি ও সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। মূল হুজরা শরীফের চারদিকে গভীর ভিত খনন করে দেয়াল তুলে মূল হুজরাতে সংরক্ষিত করা হয়। দেয়ালের উচ্চতা ছিল উনিশ ফুট (অনুমান)। কোন ছাদ ছিলনা। খুটিগুলিতে শীশার উপরে সোনালী কারুকার্য্য করা হয়েছিল।

প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুণ রওজা শরীফের দেয়ালের অংশ বিশেষ ধ্বসে পড়ে। তাই তাৎক্ষণিকভাবে এই দ্বিতীয় নির্মাণ কাজের প্রয়োজন হয়েছিল। ওলীদের খেলাফতকালে মদীনার তদানীন্তন শাসক হযরত ওমর ইবন্ আবদুল আজিজ হুজরা শরীফের দেয়াল মেরামত করার জন্য মদীনার বিখ্যাত নির্মাণ শিল্পী 'ওয়ারদান' এবং তার সহকারীরূপে 'মুজাহেম' নামক একজন গোলামকে নিয়োগ করেন।

হুজরাখানার মধ্যে পবিত্র কবর তিনটি। কবর শরীফের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে মা আয়েশার (রা) সন্তানবৎ পালিত তাঁরই ভ্রাতুস্পুত্র কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ ইবন্ আবু বকর (রা) এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"আমি একদিন মা আয়েশাকে (রা) হুজুর (সা) এবং তাঁর দুই প্রিয় সহচরের কবর শরীফের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে হুজরা শরীফের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং হাতের ইশারায় পর পর তিনটি কবরের অবস্থান দেখিয়ে দিলেন। তিনটি কবরই ছিল পূর্ব-পশ্চিমে লম্বিত। প্রথম

কবরখানা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের। দ্বিতীয় কবর খানা একটু পূর্ব দিকে পিছানো এর মাথা প্রথম কবরের ছিনা বরাবর। এটি ছিল হযরত আবু বকরের কবর। তৃতীয় কবরটি আরও একটু পূর্ব দিকে পিছানো। এর মাথা প্রথম কবরের পা বরাবরে অবস্থিত। এটি ছিল হযরত ওমর (রা) এর কবর। হযরত ঈশা (আ) পুনর্বার পৃথিবীতে আগমণ করবেন এবং মৃত্যুর পর এখানে সমাহিত হবেন। (হাদীস)

খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র ঃ ৫৫৭ হিজরীতে সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী মিসর এবং সিরিয়ার শাসনকর্তা থাকাকালীন সময় পশ্চিম অঞ্চলের খৃষ্টান রাজারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র লাশ অপহরণ করার একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। একরাতে সুলতান নূরুদ্দীন পরপর তিনবার 'স্বপ্নে দেখলেন, রসূলুল্লাহ (সা) নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দুই ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে বলছেন ঃ- নূরুদ্দীন! এই দুই দুর্বিত্তের দূরভিসন্ধি থেকে আমাকে রক্ষা কর। স্বপ্ন দেখে সুলতান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় কালবিলম্ব না করে প্রধান উজীর জামালউদ্দীন এবং অন্য বিশজন সঙ্গী নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। দিনরাত সফর করে তিনি ষোল দিনের দিন মদীনায় এসে পৌছিলেন। উজীর ঘোষণা করে দিলেন যে সুলতান মদীনার সকল অধিবাসীকে সাক্ষাত দান করে তাদের মধ্যে কিছু উপহার সামগ্রী বিতরণ করতে চান। সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক মদীনার সকল অধিবাসীই দাওয়াতে হাজির হলেন এবং সুলতান সকলের সংগে ব্যক্তিগতভাবে মোছাফেহা করলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্নে দেখা চেহারার লোক দু'টির সাক্ষাত তিনি পেলেন না। তিনি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। তারপর খোজ নিয়ে দেখতে পেলেন দু'জন পশ্চিম দেশীয় দরবেশ হাজির হয় নাই। তারা রওজা শরীফের পাশেই অবস্থিত মুসাফির খানার নিরিবিলি এক কক্ষে বাস করত। সুলতানের নির্দেশে তাদেরকে হাজির করা হলো। এদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সাথে সাথেই সুলতান তাদেরকে চিনতে পারলেন। এইতো সেই দুই দুরাত্মা, পিয়ারা নবীজী (সা)স্বপ্নে যাদেরকে পবিত্র হাতের ইশারায় দেখিয়েছেন।

সুলতান নিজে গিয়ে ওদের বাসস্থান তালাশী করে দেখতে পান তাদের ঘরের এক কোণে একটি চাটাইর উপর একটি নামাযের মুসাল্লা সুন্দরভাবে বিছানো রয়েছে। সুলতান চাটাইটি সরিয়ে চাটাইয়ের নিচে একটি বড় আকারের মসৃণ পাথর এবং পাথরের নিচ দিয়ে একটি গভীর সুড়ঙ্গ। পরীক্ষা

করে দেখা গেল, সুনিপুণভাবে খননকৃত সুরঙ্গটির শেষ প্রান্ত রসূলুল্লাহ্র (সা) কবরের নিকট পর্যন্ত চলে গেছে।

এ দুর্বিত্তদ্বয় ইউরোপীয় এলাকার অধিবাসী। জাতিতে খৃস্টান। ওদের দেশের খৃষ্টান রাজন্যবর্গ যে কোন উপায়ে কবর হতে নবীজীর (সা) পবিত্র লাশ অপহরণ করে নিয়ে যেতে অথবা কবরের মধ্যে লাশ মোবারক বিনষ্ট করে ফেলতে তাদেরকে নিয়োজিত করেছে। গভীর রাতে একটু একটু করে ওরা খনন করে খননকৃত মাটি চামড়ার মশকের মধ্যে ভরে রাতারাতিই দূরে ফেলে দিত। এভাবে খনন করে কবরের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে এমন সময় সুলতানের হাতে তারা ধরা পড়ে। পরদিন প্রকাশ্যে এদের শিরচ্ছেদ করা হলো।

রওজা শরীফের সংস্কার ঃ এরপর সুলতান নূরুদ্দীন রওজা শরীফের পুরাতন দেয়াল ভেঙ্গে চারিদিকে এমন গভীর গর্ত খনন করান যা পানি স্তর পর্যন্ত চলে যায়। গর্তগুলোতে শিশা, তামা এবং লোহা গলিয়ে ভূমির উপর পর্যন্ত এমন মজবুত দেয়াল তৈরী করে দিলেন যেন এরপর আর কোন দুস্কৃতিকারীর পক্ষেই নূতন কোন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করার সুযোগ না থাকে।

সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর নির্মাণের পর হিজরী ৬৬৮ সনে সুলতান রুকনুদ্দীন জাহের শাহ হুজরা শরীফের কিছুটা সংস্কার করেন। ৮৮৮ হিজরী সনে পিতলের নির্মিত সুদৃশ্য জালি স্থাপন করা হয়। তুর্কী খলিফা সুলতান সুলায়মান হিজরী দশম শতাব্দির মধ্যভাগে হুজরা শরীফের মেঝেতে মর্মর পাথর বিছিয়ে দেন এবং মসজিদের ছাদ পর্যন্ত মর্মর পাথরের মজবুত খাম নির্মাণ করেন। ফলে রওজা শরীফ উত্তর দক্ষিণে বায়ান্ন ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে উনপঞ্চাশ ফুট আয়তন বিশিষ্ট হয়ে যায়। হিজরী ১২২৮ সনে মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা হুজরা শরীফের অভ্যন্তর ভাগে স্বর্ণ-নির্মিত একটি এবং রৌপ্য নির্মিত একটি শামাদান ঝুলিয়ে দেন। তুরস্কের সুলতান মাহমুদ ১২৩৩ হিজরী থেকে ১২৫৫ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রওজা শরীফের পরিপূর্ণ মেরামত কার্য সম্পাদন করেন। তিনিই গম্বুজের সাদা রং পরিবর্তন করে গাঢ় সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করেন।

তথ্যঃ মুহিউদ্দীন খান, রওজা শরীফের ইতিকথা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৯৮৮।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনে মু'জিযা একটি বিশেষ স্থান বিস্তার লাভ করেছে। তাই এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হল ঃ

কুরআনে যে সমস্ত সূরায় মু'জিযা সম্পর্কে উল্লেখ আছে

১। সূরা বনী ইসরাঈল, ২। সুরা আনয়াম, ৩। সূরা যুখরুফ, ৪। সূরা আনকাবুত, ৫। সূরা ইউনুস, ৬। সূরা ত্বা-হা, ৭। সূরা রা'দ, ৮। সূরা শু'আরা, ৯। সূরা আম্বিয়া।

মু'জিযা রসূলগণের আপন ইচ্ছায় হয় না। বরং আল্লাহ পাক নিজের থেকে তা দিয়ে রসূলগণকে প্রেরণ করেন।

মু'জিযার ৫টি শর্ত

১। মু'জিযা এমন হতে হবে, যা করার সাধ্য আল্লাহ ব্যতিত কারও নাই।

২। ইহা অভ্যাসবিরুদ্ধ হতে হবে। সুতরাং যদি কেউ বলে ঃ রাত্রির পরে দিন আসা আমার মু'জিযা, তবে এটা মু'জিযা হবে না-যদিও এরূপ করার সাধ্য আল্লাহ ব্যতীত কারও নেই। যেহেতু এটা অভ্যাসবিরুদ্ধ নয়।

৩। রিসালতের দাবীদার এর সাথে এ দাবীও করবেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রার্থনায় এ মু'জিযা প্রদর্শন করবেন।

৪। মু'জিযা রিসালতের দাবীদার ব্যক্তির দাবীর সমর্থক হবে যাতে একে তিনি তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতে পারেন।

৫। মু'জিযার মুকাবিলায় কোন ব্যক্তি তার অনুরূপ কর্ম পেশ করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মু'জিযার স্বাভাবিক কারণ বর্ণনা করতে পারে না।

বলা বাহুল্য মু'জিযা কেবল সত্যের সমর্থনের জন্য হয়ে থাকে।

(ক) ইমাম কুরতুবী-তফসীরের ভূমিকা

(খ) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত তরজুমানুস সুন্নাহ ৪র্থ খন্ড, । ইঃ ফাঃ বাঃ, ১৯৮৮ইং, পৃষ্ঠা ৩০-৩৩

মহানবী (সা)-এর মু'জিযা সম্পর্কিত রচনাবলীর রচয়িতাগণের নাম ঃ

মু'জিযা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর উপর শীর্ষস্থানীয় হাদীসবিদগণ যত্ন সহকারে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। এ রচনায় যারা শীর্ষ স্থানে রয়েছেন তাদের মধ্যে

(১) হাফিয আবু বকর বায়হাকি — ৪৫৮ হিঃ
(২) হাফিয আবু নুআইম ইস্পাহানী — ৪৩০হিঃ
(৩) ইমাম আবু ইসহাক হরবী — ২৫৫ হিঃ
(৪) শায়খ আবু বকর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবিদ্দুনিয়া — ২৮১ হিঃ
(৫) হাফিয আবু জা'ফর ফেরইয়াবী — ৩০১ হিঃ
(৬) হাফিয আবু যুরআ রাযী — ২৬৪ হিঃ
(৭) হাফিয আবুল কাসেম্ তাবারানী — ২৬০ হিঃ
(৮) হাফিয ইব্‌ন জওযী — ৫৯৭ হিঃ
(৯) হাফিয আবদুল্লাহ্ মুকাদ্দাসী — ৬৪২ হিঃ
(১০) ইব্‌ন কুতায়বা — ২৭৬ হিঃ

প্রমুখ লেখকগণ রসূলুল্লাহ (সা) এর মু'জিযা সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। তাদের অধিকাংশ রচিত কিতাবের নাম "দালাইলুন্নবুয়াত" রাখা হয়েছে। সমস্ত মু'জিযার কিতাবসমূহের সারসংক্ষেপ আল্লামা সুয়ূতী -৯১১ হি "খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। কাযী আয়ায -৫৪৪ হিঃ তাঁর রচিত শেফা গ্রন্থে সনদসমূহ উহ্য রেখে শুধুমাত্র রেওয়ায়াতসমূহের উৎসের উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত করেছেন। যারা সনদ ও উৎস উভয়ই উহ্য রেখে কেবল খ্যাতির উপর নির্ভর করে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর মু'জিযাসমূহ বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন, কাযী আবদুল জব্বার ৪১৫ হিঃ, মাওয়ারদী, ৪৫০ হিঃ জাহিজ ২৫৬ হিঃ, এবং আবুল ফাতাহ্ সলীম ইব্‌ন আইউব রাযী -৪৪৭ হিঃ।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত তরজুমানুস সুন্নাত, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ইং।

রসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু বলেছেন এবং যে সমস্ত বিষয়ের অনুমোদন দিয়েছেন সবই হাদীস। মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা ও কাজের বিশুদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বের অগণিত মানুষ এই মহান বাণীসমূহের অধ্যাপনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। সর্বপ্রথম এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন মহানবীর (সা) উল্লেখযোগ্য সাহাবীগণ। এই মহাত্মাদের সংখ্যা অসংখ্য। আলী ইব্‌ন আবি জোরায়াহ্ লিখেছেন, যারা মহানবীর মহানবাণী তাঁর নিকট থেকে স্বয়ং শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার। যারা সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লামা ইব্‌ন যওজী (র)-এর ফিরিস্তি অনুযায়ী, তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

নাম	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা
হযরত আবু হুরাইরাহ (রা)	৫২৫৭
হযরত আনাস ইবন মালেক (রা)	২৩৮০
হযরত আয়েশা (রা)	২২১০/২৬৬০
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)	১৬৬০
হযরত জাবের ইব্‌ন-আবদুল্লাহ্ (রা)	১৫৮০
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা)	১৪৩০
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)	১১৭০
হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)	৮৪৮

তৎকালীন আলেমগণ হাদীস বর্ণনাকারীর নামসহ হাদীসসমূহ কণ্ঠস্থ রাখতেন। জাহেদ কাওসারীর বর্ণনা মোতাবেক হাদীসের হাফেজগণের তালিকা হাদীসের সংখ্যাসহ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

নাম	মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা
মুহাম্মদ ইব্‌ন এসহাক	৭ লক্ষ
আবু বকর রাজী	১ লক্ষ
আবুল আব্বাস	৩ লক্ষ
ইমাম মুসলিম	৩ লক্ষ
ইমাম আবু দাউদ	৫ লক্ষ
আবু জোরআহ	৭ লক্ষ
ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল	১০ লক্ষ
ইয়াহ ইয়া ইব্‌ন মুয়ীন	১২ লক্ষ

আল্লাহ পাকের দেওয়া তওফিক বলে এভাবে মুখস্থ করা সম্ভব হয়েছিল। এই মহান ব্যক্তিরা সমস্ত জীবন মহানবী (সা) এর অমিয় বাণীসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের জন্য সাধনা করে গেছেন।

প্রধান চারটি মাযহাবের চার ইমাম

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ), নু'মান ইব্‌ন সাবিত, জন্ম ৮০ হিজরী (৬৯৯খৃ.) মৃত্যু ১৫০ হিজরী (৭৬৭ খৃ)। তাঁর প্রধান গ্রন্থ ঃ আল-ফিক্‌হুল আকবার।

২। ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস (রহ) জন্ম ৯৫ হিজরী (৭১৩ খৃ. মৃত্যু ১৭৯ হিঃ ৭৯৫ খৃ.)। তার প্রধান গ্রন্থ ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক।

৩। ইমাম শাফিঈ (আবু ইদরীস (রহ), জন্ম ১৫০ হিঃ (৭৬৭ খৃ.) মৃত্যু ২০৪ হিঃ (১১৯ খৃ.) তাঁর প্রধান গ্রন্থ ঃ কিতাবুল উম্ম।

৪। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ), জন্ম ১৬৪ হিঃ (৭৮০ খৃ.) মৃত্যু ২৪১ হিঃ (৮৫৫ খৃ.) তাঁর প্রধান গ্রন্থ মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন ইমামের নাম

১। আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, জন্মঃ ১৯৪ হিঃ (৮০৯খৃ.), মৃত্যু ২৫৬ হিঃ (৮৬৯) প্রধান গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী।

২। আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম আল-কুরাইশী, জন্মঃ ২০২ হিঃ (৮১৭ খৃ.) মৃত্যু ২৬১হিঃ (৮৭৪ খৃ.) প্রধান গ্রন্থ ঃ সহীহ মুসলিম।

৩। সুলাইমান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, জন্মঃ ২০২ হিঃ, মৃত্যুঃ ২৭৫ হিঃ (৮৮৮ খৃ.) প্রধান গ্রন্থঃ সুনানে আবি দাউদ।

৪। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরাহ, (সুরাহ), জন্ম ২০৯ হিঃ (৮২৪ খৃ.), মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিঃ (৮৯২ খৃ.) প্রধান গ্রন্থ ঃ জামে আত-তিরমিযী।

৫। হাফেয আবু আবদির রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব আন-নাসাঈ, জন্ম ঃ ২১৫ হিঃ (৮৩০খৃ.) মৃত্যুঃ ৩০৩ হিঃ (৯১৫ খৃ.) প্রধান গ্রন্থঃ সুনানে নাসাঈ।

৬। হাফেয আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী ইব্‌ন মাজাহ, জন্মঃ ২০৭ হিঃ (৮২২খৃ.) মৃত্যুঃ ২৭৫ হিঃ (৮৮৮ খৃ. প্রধান গ্রন্থঃ সুনানে ইব্‌ন মাজাহ।

তথ্যঃ বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (সা) এর অবদান। মাওলানা আমিনুল ইসলাম। আল বালাগ প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৬১-৬৮।
মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহ), মুহাম্মদ মুসা অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৮খৃ. পৃষ্ঠাঃ ৭০৭।

আবু দাউদ শরীফে সনদসহ উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় খোদ মদীনাতেই নয়টি মসজিদ ছিল এবং এগুলোতে জমায়েতও হত। এই সকল মসজিদের নাম হচ্ছে ঃ (১) মসজিদে বনী ওমর (২) মসজিদে বনী সায়েদা (৩) মসজিদে বনী ওবায়েদ (৪) মসজিদে বনী সালামাহ্ (৫) মসজিদে বনী রায়েহ (৬) মসজিদে বনী যুরাইফ (৭) মসজিদে গিফার (৮) মসজিদে আসলাম (৯) মসজিদে জুহায়না। মসজিদে নববী অন্যত্র উল্লেখ হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বিভিন্ন গোত্রের নিম্নলিখিত মসজদিগুলোরও সন্ধান পাওয়া যায় ঃ (১০) মসজিদে বনী খাদারাহ (১১) মসজিদে বনী উম্মিয়্যা (১২) মসজিদে বনী বাইয়াদ্ব্যা (১৩) মসজিদে বনী হাবলা (১৪) মসজিদে বনী আছিয়্যা (১৫) মসজিদে আবী কাইসালা (১৬) মসজিদে বনী দীনার (১৭) মসজিদে উবাই বিন কায়াব (১৮) মসজিদে নাবেগাহ (১৯) মসজিদে ইবন আদী (২০) মসজিদে মিল হারেস বিন খাজরাজ (২১) মসজিদে বনী হাতমাহ (২২) মসজিদে ফদ্বীহ (২৩) মসজিদে বনী হারেসা (২৪) মসজিদে বনী জাফর (২৫) মসজিদে বনী আবদুল আসহাল (২৬) মসজিদে ওয়াকেম (২৭) মসজিদে বনী মুয়াবিয়া (২৮) মসজিদে আতেকা (২৯) মসজিদে বনী কুরায়জা (৩০) মসজিদে বনী ওয়ায়েল (৩১) মসজিদে সাজরাহ।

ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরতের সময় রসূলুল্লাহ (সা) পথে যে সমস্ত স্থানে সালাত আদায় করেছেন সে সকল স্থানে সাহাবীগণ বরকতের নিয়তে মসজিদ নির্মাণ করেন। হাফেজ ইব্ন হাজার এ ধরণের যে সকল মসজিদের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছেঃ (১) মসজিদে কুবা (২) মসজিদুল ফসীহ (৩) মসজিদে বনী কুরায়জা (৪) মুশাররা বায়ে উম্মে ইব্রাহীম (৫) মসজিদে বনী জাফর (৬) মসজিদে বাগলাহ (৭) মসজিদে বনী মুয়াবিয়া (৮) মসজিদে ফতেহ (৯) মসজিদে কিবলাতাইন।

মসজিদের প্রতি আল্লাহর নবীর এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর প্রতি অসিয়ত করেন, "যদি কোথাও মসজিদ দেখ, অথবা আজানের আওয়াজ শুনতে পাও, তাহলে সেখানে কাউকে হত্যা করবে না।

(আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ)

তথ্য ঃ আইনী শরহে বুখারী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-৪৬৮

শিবলী নোমানী ঃ সিরাতুন্নবী ২য় খ, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

মুয়াজ্জিন নির্বাচন

সাধারণভাবে মুয়াজ্জিন হিসেবে কাউকে নির্দিষ্ট করা হত না। তবে রসূলুল্লাহ (সা) বড় বড় মসজিদে এই পদে লোক নিয়োগ করেছিলেন ঃ

(১) হযরত বেলাল (রা)। তিনি মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

(২) হযরত আমর ইব্‌ন মাকতুম কারাশী (রা) মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

(৩) হযরত আবু মাহজুরা হামজী কারাশী (রা)। তিনি মক্কা মোকাররামার মসজিদে হারামের মুয়াজ্জিন পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।।

(নাসাঈ-পৃষ্ঠা ঃ ১৮০)

ইমাম নির্বাচন

রসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক গোত্র ও মসজিদের জন্য ইমাম নিযুক্ত করে দিতেন। যিনি বেশী 'হেফজে কুরআনে' পারদর্শী ছিলেন তিনি ইমাম নিযুক্ত হতেন। এ ব্যাপারে পদমর্যাদার জন্য ছোট বড়, মনিব ও গোলামের মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না। রসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা আগমনের পূর্বে যে সকল মুহাজের মদীনা আগমন করেছিলেন, তাদের ইমামতি করতেন হযরত আবু হুযায়ফার আজাদকৃত গোলাম হযরত সালেম (রা)-ইমাম নির্বাচন করার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন (১) ইমামত ঐ ব্যক্তি করবে যিনি সবচেয়ে বেশী কুরআন পাঠ করেছেন। যদি এতে সকলেই এক বরাবর হয়, তাহলে (২) যিনি সুন্নাত বা হাদীসের এলেম সম্পর্কে বেশী ওয়াকেফহাল, তিনি ইমাম হবেন। যদি এতেও সকলে বরাবর হয়, তাহলে (৩)

যিনি প্রথম হিজরত করেছেন, তিনিই ইমাম হবেন। যদি এতেও সকলে সমান সমান হয়, তাহলে (৪) যিনি সবচেয়ে বেশী বয়স্ক, তিনিই ইমাম হবেন। (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্বাচিত কয়েকজন ইমাম ও মসজিদের নাম নিম্নে দেওয়া হলো।

১। হযরত মুসা আব ইব্‌ন ওমায়ের — মদীনা মুনাওয়ারা
২। হযরত সালেম — মদীনা মুনাওয়ারা
৩। ইব্‌ন উম্মে মাকতুম — মদীনা মুনাওয়ারা
৪। হযরত আবু বকর (রা) — মদীনা মুনাওয়ারা
৫। আতবান ইব্‌ন মালেক — বনু সালেম গোত্র
৬। হযরত মায়াজ ইব্‌ন জাবাল—বনু সালামার ইমাম
৭। আনসারী (রা) — মসজিদে কুবা
৮। আমর ইব্‌ন সালামা (রা) — বনু জুরামের ইমাম
৯। হযরত ওসায়েদ ইব্‌ন উবায়ের — বনু জুরাম
১০। হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক — বনু নাজ্জারের ইমাম
১১। হযরত মালেক ইব্‌ন হুয়াইরেস — বনু নাজ্জারের ইমাম
১২। ইতাব ইব্‌ন ওসাইদ (রা) — মক্কা মোয়াজ্জামার ইমাম
১৩। ওসমান ইব্‌ন আবুল আস — তায়েফের ইমাম
১৪। হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রা) — আম্মানের ইমাম ছিলেন

তথ্য ঃ শিবলী নোমানী ঃ সিরাতুন্নবী ২য় খন্ড ৫৪০-৫৪১

মহানবী (সা)-এর শাসন আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল পাঁচটি ঃ

১। গণীমত ২। ফাই ৩। যাকাত ৪। যিযিয়া এবং ৫। খারাজ।

(ক) গণীমতের মাল কেবল যুদ্ধে জয়ের বেলায়ই লাভ করা যেত। আরবের দস্তুর মতে গণীমতের মাল সেনাপতি পেত চতুর্থাংশ। অবশিষ্ট মালে গণীমত যে যা কিছু হস্তগত করতে সক্ষম হতো সে তাই লাভ করতো। কিন্তু এ সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হচ্ছে হে মুসলমানগণ! জেনে রাখ, যে মালে গণীমত তোমাদের হস্তগত হবে, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের জন্য, প্রতিবেশী আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। (সূরা আনফাল) এরপর কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক গণীমতের মাল বিতরণ করা হতো।

(খ) যুদ্ধশেষে অথবা বিনা যুদ্ধে যে স্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ফাই হিসেবে গণ্য। এই মাল সৈন্যদের মধ্যে বন্টিত না হয়ে বরং সরারী সম্পত্তি হিসেবে দেশের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

(গ) যাকাত শুধু মুসলমানদের উপরই ফরজ। যাকাত চারটি শ্রেণীতে আদায় করা হত। (১) টাকা (২) ফল, উৎপাদিত শস্য (৩) গৃহপালিত পশু (ঘোড়া ছাড়া) (৪) তেজারতের মাল-আসবাব। দু'শ দেরহাম চান্দী, বিশ মেছকাল সোনা এবং পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ধরা হতো না। যাকাতের অর্থ খরচ করা হতো আটটি খাতে।

(১) ফোকারা (২) মাসাকীন (৩) নও মুসলিম (৪) গোলাম—যাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিতে হবে। (৫) ঋণগ্রস্থ (৬) মুসাফির (৭) যাকাত আদায়কারীর বেতন (৮) অন্যান্য উন্নয়ন কাজে।

যাকাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন " ধনীদের নিকট হতে যাকাত আদায় করবে এবং তা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেবে।"

(ঘ) **যিযিয়া ঃ** অমুসলিম প্রজাদের নিকট হতে তাদের হেফাজতের ও জিম্মাদারীর বিনিময়ে এই কর তাদের নিকট হতে আদায় করা হত। রসূলুল্লাহর (সা) জমানায় প্রত্যেক সামর্থবান বালেগ পুরুষ হতে এক দীনার আদায় করার হুকুম ছিল।

(ঙ) **খারাজ ঃ** মুসলিম কৃষকদের নিকট হতে মালিকানা হকের বিনিময়ে জমিনের উৎপাদিত ফসলের যে নির্দিষ্ট অংশ উভয়পক্ষের সমর্থিত চুক্তির ভিত্তিতে আদায় করা হত, একে বলা হয় খারাজ। যিযিয়া এবং খারাজের অর্থ সৈনিকদের বেতন ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় ও যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করা হত।

তথ্য সীরাতুন্নবী ঃ শিবলী নোমানী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ঃ ৫২৩

মহানবী (সা)-এর বয়স ষাট বছর অতিক্রম না করতেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বেড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হল। ইহাকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন বিভাগ খুলে দিয়ে বিভিন্নজনকে উহা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে যে সমস্ত কাজের আঞ্জাম তিনি নিজে দিতেন অর্থাৎ যে সমস্ত বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে তার নিকট ছিল তাহা হচ্ছে ঃ

১। প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ ২। মুয়াযযিন নির্বাচন ৩। ইমাম নির্ধারণ ৪। যাকাত আদায়কারী নিয়োগ ৫। যিযিয়া আদায়কারী নিয়োগ ৬। ভিন্ন ধর্মের সাথে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা ৭। মুসলমানদের মধ্যে জমি বন্টন করা ৮। সেনাপতি নিয়োগ ৯। মামলা মোকদ্দমা ফায়সালা করা ১০। গোত্রে গোত্রে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা। ১১। বেতন নির্দ্ধারণ করা ১২। ফরমান জারী করা ১৩। নও মুসলমানদের ব্যবস্থাপনা ১৪। ফতোয়াদান ১৫। অপরাধীর শাস্তি বিধান জারী ১৬। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ১৭। কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ও উন্নয়ন বিধান করা ১৮। গভর্ণর ও ওয়ালী নিয়োগ করা। এছাড়া তিনি বদর, ওহুদ, খায়বার, ফতেহ মক্কা ও তবুকের যুদ্ধে তিনি নিজেই ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান। খেলাফতে ইলাহিয়ার এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক আরাম আয়েশের প্রতি নজর দেয়ার অবসর তাঁর কখনও মিলত না। *

বিচার বিভাগঃ

বিভিন্ন মোকদ্দমার ফয়সালা যদিও রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই করতেন তবুও কখনো কখনো রসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান, হযরত মায়াজ এবং উবাই বিন কায়াব বিচার কাজ পরিচালনা করতেন।

** তথ্য ঃ সীরাতুন্নবী, শিবলী নোমানী, ২য় খন্ড, তাজ কোম্পানী, ঢাকা, পৃঃ ৫১৬-২০*

মহানবী (সা)-এর সচিবালয়

রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে মহানবী (সা)-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী জনকল্যাণমূলক সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে ছিল একটি সুসংগঠিত সচিবালয়। সচিবালয়ের বিভিন্ন দফতর ও বিভাগসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বিভাগ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১। রাষ্ট্র প্রধানের ব্যক্তিগত বিভাগ-	১। হযরত হানযালা ইব্‌ন আল রবী (রা)। রসূল (সা)-এর একান্ত সচিব।
	২। হযরত শুরাহবিল ইব্‌ন হাসান (রা) সচিব।
	৩। হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক। [১]
২। সীল মোহর বিভাগ	১। হযরত মুকার ইব্‌ন আবি ফাতিমা (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-এর সীলমোহর করার আংটিটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত থাকত। [২]
৩। অহী লিখন বিভাগ-	১। হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা)
	২। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)
	৩। হযরত ওমর ফারুক (রা)
	৪। হযরত ওসমান (রা)
	৫। হযরত আলী (রা)
	৬। হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা)
	৭। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারাহ (রা)
	৮। হযরত যোবায়ের ইব্‌ন আল আওয়াম (রা)
	৯। হযরত খালেদ ইব্‌ন সাঈদ (রা)
	১০। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়া (রা)
	১১। হযরত খালেদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)
	১২। হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা)

১. তথ্য ঃ আল জাহশিয়ারী ; কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুতবাত, কায়রো, ১৯৩৮, পৃষ্ঠা ১২

২. তথ্য ঃ সিরাজাম মুনিরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৭,

১২। হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা)

১৩। হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা)

অহী লিপিবদ্ধ করার কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[১]

৪। পত্র লিখন ও অনুবাদ বিভাগ – (১) হযরত যায়েদ ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা)
(২) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আকরাম (রা) শেষের দিকে মুআবিয়াও (রা) এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[২]

৫। অভ্যর্থনা বিভাগ – ১। হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা)
২। হযরত বারাহ (রা)

নবুওতের প্রথম হতেই হযরত বেলাল (রা) মেহমানদারীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৬। দাওয়াত ও শিক্ষা বিভাগ— এ বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে রসূল (সা)-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাহাবীগণ এ দায়িত্ব পালন করতেন। কুরআনে হাফিজ ও কারীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো।

৭। জাতি ও গোত্রসমূহের মধ্যে যোগাযোগ বিভাগ ১। মুগীর ইব্‌ন শোবা (রা)
২। হাসান ইব্‌ন নুমীরা (রা)[৩]

৮। প্রতিরক্ষা বিভাগ – মদীনা রাষ্ট্রে কোন বেতনভোগী নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। প্রয়োজনে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানই মুজাহিদ হিসেবে যুদ্ধের মাঠে হাজির হতেন। রসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক। প্রয়োজনের সময় তিনি বিভিন্ন সাহাবীগণকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন সময় মনোনিত কয়েকজন সেনাপতির নাম নিম্নরূপ :-

১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)
২। হযরত ওমর ফারুক (রা)
৩। হযরত আলী মুর্তজা (রা)

---

১. তথ্য : মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, তফসীরে নূরুল কুরআন, ১ম খণ্ড আল বালাগ পাব : ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৭

২. তথ্য : সিরাতুন মুনিরা, ১৪০৪ হিজরী, পৃঃ ৪৫

৩. তথ্য : সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৪০৫ হিজরী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪০

৪। হযরত যোবায়ের ইবন আল আওয়াম (রা)
৫। হযরত আবু ওবায়দা ইবন যাররাহ (রা)
৬। হযরত উবাদা ইবন সামেত (রা)
৭। হযরত হামজা ইবন মুত্তালিব (রা)
৮। হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)
৯। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)
১০। হযরত আমর ইবনুল আস (রা)
১১। হযরত ওসামা ইবন যায়েদ (রা)

মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তলোয়ার চালনা, তীর চালনা, বল্লম চালনা ও অশ্বচালনা শিখতেন। যুদ্ধের বিভিন্ন কলা কৌশলও তাদের শিখানো হতো।[১]

৯। নিরাপত্তা বিভাগঃ মদীনা রাষ্ট্রে নিয়মিত কোন পুলিশ বাহিনী ছিল না। স্বেচ্ছায় কিছু সংখ্যক সাহাবী এ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব ছিলেন, বায়তুলমাল হতে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হত। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন হযরত কায়েস ইবন সায়াদ (রা)।[২]

১০। জল্লাদ বিভাগ- প্রাণদন্ডে দন্ডিত অপরাধীদের শিরচ্ছেদ করার কাজে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে যোগদান করলেন হযরত যোবায়ের (রা) হযরত আলী (রা) হযরত মেকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (রা) আসেম ইবন সাবিদ (রা) এবং দাহহাক ইবন সুফিয়ান কেলবী (রা)[৩]

১১। বিচার বিভাগ - এই বিভাগের প্রধান ছিলেন রসূলুল্লাহ (সা) নিজে। প্রাদেশিক কিংবা মদীনায় তিনি নিজেই বিচারপতিদের নিয়োগ করতেন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত

১. তথ্য : এ, কে, এম, নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৬

২. তথ্য : এ, কে, এম, নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, ঢাকা ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২৬

৩. তথ্য : সীরাতুন নবী : শিবলী নোমানী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা : ৫১৬-৫২০

ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ, হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল, হযরত আবু ওবায়দা ইবন জাররাহ, হযরত উবাই ইবন কাব রসূল (সা) কর্তৃক বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। [১]

১২। হিসেব সংরক্ষণ ও অর্থ বিভাগ (বায়তুল মাল) — রসূল (সা) নিজেই এ বিভাগের কাজ তদারক করতেন। মুয়ানকী ইবন আবি ফাতিমাও এ বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। [২]

১৩। যাকাত ও সাদকাহ বিভাগ — যাকাত ও সাদাকাহ বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হতো তার হিসেব কেন্দ্রীয় ভাবে সংরক্ষণ করতেন হযরত যোবায়ের ইবন আল আওয়াম ও হযরত যুহাহির ইবন আল সালাত। অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র আদায়কারী হিসেবে ছিলেন ঃ

১। হযরত ওমর- মদীনা
২। আবু উবায়দা ইন জাররাহ-নাজরান
৩। আমর ইবনুল আস-বনু ফাজারা
৪। আদী ইবন হাতেম তাই-বনু তয় ও বনু আসাদ
৫। আবদুল্লাহ ইবন লাইতাই-বনু জাবয়ান
৬। উব্বাত ইবন বিশর-বনু সুলাইম ও বনু মজায়না।
৭। দাহহাক ইবন সুফিয়ান-বনু কিলাব।
৮। আবু জাহম ইবন হুজায়ফা-বনু লাইস
৯। বোরায়দা ইবন হোসাইন-বনু গেফার ও বনু আসলাম
১০। বস্বর ইবন সুফিয়ান- বনু কাব

ইহা ছাড়া আরও কতিপয় আদায়কারী ছিলেন। প্রয়োজনে আদায়কারীদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। [৩]

---

১. তথ্য ঃ মাওলানা আমিনুল ইসলাম, আল বালাগ ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা পৃঃ ২৩

২. তথ্য ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ। আল-জাহশিয়ার কিতাব আল-উযারা ওয়া আলকুত্তবাত, কায়রো, ১৯৩৮ পৃষ্ঠা-১২

৩. তথ্য ঃ মাওঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম ঃ মাসিক আলবালাগ, ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২০

১৪। জনস্বাস্থ্য বিভাগ - নাগরিকদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য এ সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হারিস ইব্‌ন সালাহ্ ও আবি রাদার পুত্রকে এ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা বায়তুল মাল হতে ভাতা পেতেন। লোকেরা বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেতেন। [১]

১৫। শিক্ষা বিভাগ - শিক্ষাবিভাগ ছিল রসূলের (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আকরাম ইব্‌ন আবুল আকরাম (রা)-এর বাড়ীতে মুসলিম উম্মার প্রথম শিক্ষা দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনায় শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞানদানের জন্য হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইব্‌নুল আস (রা) কে নিয়োগ করা হয়েছিল। উম্মাহাতুল মোমেনীনরা বিশেষ করে হযরত আয়েশা (রা) শিক্ষা বিভাগের কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁদের গৃহগুলো ছিল নারী শিক্ষার কেন্দ্র। [২]

১৬। পরিসংখ্যান বিভাগ- রসূল (সা) তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার আদমশুমারী করেছিলেন এবং রেজিষ্টার বইতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন। [৩]

১৭। কৃষি ও বন বিভাগ - বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূল (সা) এরশাদ করেন : যার নিকট চাষাবাদযোগ্য জমি থাকবে অবশ্যই তাতে তার চাষাবাদ করা উচিৎ। অন্যথায় তা অন্য ব্যক্তিকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা উচিত।

তথ্য : ১. সিরাতুম মুনীরা, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪৩

২. নাজির আহমদ, ইসলামের সোনালী যুগ, পৃষ্ঠা-১৬

তথ্য : মাওলানা মুজাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ, এস,এম, ওমর আলী অনূদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৩।

৩. তথ্য : মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মহান রাষ্ট্রনায়ক : হযরত রসূলে করিম (সা), আল বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা -২৪।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করে কিংবা কোন ফসল চাষাবাদ করে আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষে সাদকা বলে গণ্য।[১]

১৮। নগর প্রশাসন বিভাগ– নগর প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব ছিল শহরে নগরে যাতে করে কোন প্রকার অবৈধ প্রবঞ্চনামূলক ক্রয় বিক্রয় না হয় তা নিশ্চিত করা। হযরত ওমর (রা) এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২]

১৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ – রসূল (সা) প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রসূল (সা)-এর সময় মদীনা রাষ্ট্রে ছিল ৮টি ওয়ালী শাসিত প্রদেশ।

প্রদেশের নাম	প্রাদেশিক শাসকবৃন্দ
১। মদীনা	১। রসূল (সা) স্বয়ং
২। মক্কা	২। হযরত ইত্তাব ইব্‌ন উসাইদ (রা)
৩। নাজরান	৩। (ক) হযরত আমর ইব্‌ন হাজাম (রা)
	(খ) হযরত আলী (রা)
	(গ) হযরত আবু সুফিয়ান (রা)
৪। ইয়েমেন	৪। হযরত বায়ান ইব্‌ন সামান (রা)
৫। হাজরা মাউত	৫। হযরত যিয়াদ ইব্‌ন লবীদুল (রা)
৬। আম্মান	৬। হযরত আমর ইব্‌নুল আস (রা)
৭। বাহরাইন	৭। হযরত আলী ইব্‌ন হাযরাম (রা)
৮। তাইমা	৮। হযরত ইয়াজিদ ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা)
৯। জুন্দে আলজানাদ	৯। হযরত মুয়াজ ইব্‌ন জাবাল (রা)

১. তথ্য : বুখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৯৫, হাদীস নং ২১৮৩)।

২. তথ্য : সিরাতুন নবীয়া, হাইকোর্ট মাজার মুখপত্র, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৬

প্রাদেশিক প্রশাসন ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের উপর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন 'আমিল' মদীনা রাষ্ট্রের অধীনে এরূপ ২২টি আমিল শাসিত অঞ্চল ও গোত্র ছিল। রসূল (সা) স্বয়ং আমিলদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তালিম দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে প্রেরণ করতেন। [১]

---

১. তথ্য : (ক) মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মহান রাষ্ট্র নায়ক : হযরত রাসূলে করিম, আল বালাগ, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২০।

(খ) মাওলানা মুশাহিদ আলী, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এ, এস, এম, ওমর আলী অনুদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৫।

(গ) এম, ওয়াট, মুহাম্মদ এট মদীনা, অক্সফোর্ড, ১৯৬২, পৃঃ ৩৫৭।

নবুয়ত লাভের পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে মহানবী (সা)-এর পরিচয়

মহানবী (সা)-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছিল। ফলে রাজা কিংবা প্রজা, সাধু কিংবা সন্যাসী পন্ডিত কি মুর্খ কারও পক্ষে রসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের পর তাকে অস্বীকার করার অবকাশ ছিল না।

(ক) সহীহ বুখারীতে আছে যে খাদিজা (রা)-এর আত্মীয় বিশিষ্ট পন্ডিত ওয়ারাকা ইবন নাওফেলের কাছে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ওহী নিয়ে হেরা গুহায় প্রথম আগমনের ঘটনাটি বর্ণনা করলে ওয়ারাকা তক্ষণি তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দেন এবং বলেন "ইনি সেই ফিরিশতা, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আগমন করতেন।" এরপর তিনি মক্কা হতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের কথাও উল্লেখ করেন।

(খ) হিরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের বাক্যালাপ সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান। হিরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে দাওয়াতের চিঠি পেয়ে তা খুলার পূর্বেই তিনি পরিষ্কার বলে দেন যে, "পূর্ববর্তী কিতাবাদি থেকে তাঁর নবুয়াতের পূর্ণ বিশ্বাস পূর্বথেকেই আমার অর্জিত ছিল।" তিনি আরও বলেন, "যদি সম্ভবপর হত, তবে আমি অবশ্যই তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম এবং নিজ হাতে তাঁর মুবারক পদযুগল ধৌত করতাম।" একদিন তিনি গাত্রোত্থান করে বললেন, " যে জাতি খাতনা অর্থাৎ লিঙ্গাগ্রচ্ছেদন করে, তাদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়ে গেছে।" (সহীহ বুখারী)

(গ) খৃস্টান পন্ডিতগণের বর্ণনানুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা) মদীনা তাইয়্যেবা পৌছে প্রথম দৃষ্টিতেই মদীনাকে চিনে ফেলেন যে এটাই নবী (সা)-এর হিজরত ভূমি। (সালমান ফারসী)

(ঘ) তাওরাত গ্রন্থে বর্ণীত হয়েছে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় আগমন করে ইসলাম প্রচার করবেন এবং তথায় দাফনকৃত হবেন। হজ্জ পালন শেষে হযরত মূসা (আ)-এর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে একদল লোক মূসা (আ)-এর সঙ্গত্যাগ করে সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শনের প্রতিক্ষায় মদীনায় বাসস্থান স্থাপন করেন। (ইসহাক)

(ঙ) ইয়ামেন প্রদেশ হতে তিব্বা নামে এক পরাক্রান্ত পুরুষ রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য মদীনায় একখানা প্রাসাদ নির্মাণ করে গিয়েছিলেন। ইহার শেষ তত্ত্বাবধায়ক আবু আইউব আনসারীর (রা) সময় পর্যন্ত ২১ যুগ চলে যায়। (ইসহাক)

(চ) আল কুরআন বলে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্তা ও তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণের আলোচনা তাওরাত ও ইনজীলে বিদ্যমান ছিল। "যারা আমার সেই রসূল নবী উম্মীর অনুসরণ করে, যার সুসংবাদ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখে-সেই রসূল তাদেরকে সৎকাজ করতে বলেন, অসৎকাজ করতে নিষেধ করেন, পুতঃপবিত্র বস্তু সমূহ তাদের জন্যে হালাল এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করেন এবং তাদের উপর থেকে কঠোর বিধানাবলীর বোঝা নামিয়ে দেন এবং সেই সমস্ত জাল নামিয়ে দেন, যা তাদের উপর ছিল"। (সূরা আ'রাফ)

(ছ) হাফিয এমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাবে লিখেন "কোন কোন বাদশাহর কাছে রসূলুল্লাহ (সা)-এর ছবি পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল"। (তরজুমানুস সুন্নাহ পৃষ্ঠা-৭৬).

(জ) পূর্বে তারা কাফিরদের মুকাবিলায় তার ওসীলায় বিজয় ও সাফল্যের দু'আ করত। কিন্তু যখন তাদের কাছে তিনি এসে গেলেন, যাকে দেখে তারা চিনে ফেলল, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল। (সূরা বাকারা)

(ঝ) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাদের সন্তানদেরকে যেমন চিনে, তেমনি তাকে চিনে। (সূরা বাকারা)

(ঞ) কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক বলেন ঃ স্বরণ কর, মরিয়ম তনয় ঈসার সেই কথা। ঈসা বলেছিলেন আমি একজন পয়গাম্বরের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তার নাম আহমদ। (সূরা আস সাফ)

এভাবে আহলি কিতাবে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিচয়ের দিক অব্যক্ত রাখা হয়নি। তাওরাত ও ইনজীলে রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কতক ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট ছিল এবং আজও আছে।

তথ্যে ঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত তরজুমানুস সুন্নাহ। ৪র্থ খন্ড। পৃষ্ঠা ৬৫-৮১। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং।

(ট) বাণিজ্য ব্যাপদেশে রসূলুল্লাহ (সা) চাচা আবু তালিবের সংগে সিরিয়া গমনের পথে ইহুদী পন্ডিত বহীরা, তাওরাত ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর সূত্র ধরে বালক মুহাম্মদ (সা)কে আখেরী নবী বলে সনাক্ত করেন। চাচা আবু তালিবকে একান্তে ডেকে বহীরা ইহুদী অধ্যুষিত সিরিয়ায় যেতে নিষেধ করেন। কারণ সেখানে এই বালকের প্রাণহানীর আশংকা রয়েছে। সব শুনে আবু তালিব যাত্রা বিরতি করে মক্কায় ফিরে যান।

(ঠ) তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে মুসা আলাইহিস্ সালাম জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন, "তোমাদের জন্য প্রভু তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন নবী প্রেরণ করবেন। তোমরা তাঁকে মেনে চলবে। প্রভুর কথাই তার মুখ দিয়ে প্রচারিত হবে।[১]

(ড) বাদশাহ তুব্বা তাওরাতের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে মদীনা ধ্বংস করার সংকল্প পরিহার করে শাহাউল নামক একজন বিজ্ঞ ইহুদীর কাছে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর নিকট পৌছে দেওয়ার জন্য একখানা পত্র প্রদান করেন। বলা থাকে যে, পত্র বাহকের জীবিতকালে আখেরী নবীর আর্বিভাব না হলে বংশ পরম্পরায় যেনো এ চিঠি তাঁর কাছে পৌছে দেওয়া হয়। এই চিঠি অবশেষে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রা) হাতে আসে। ৬২১ খৃষ্টাব্দে মদীনার ৭৩ জনের একটি দল রসূলুল্লাহর (সা) কাছে বাইয়াত হয়ে তাঁকে মদীনা শরীফে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য মক্কা শরীফে যান। সেই দলে ছিলেন আইয়ুব আনসারীর (রা) পুত্র আবু লায়লা। আকাবায় হযরত (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ কালে তিনি আবু লায়লাকে ডেকে বলেন, বাদশাহ তুব্বার চিঠিটি বের করে পড়ে শোনাতে। আবু লায়লাকে হযরত (সা)-এর আগে কোন দিন দেখেননি, আর আইয়ুব আনসারী (রা) যে চিঠিখানা ছেলের কাছে গোপনে দিয়েছেন এ কথাও দলের কেউ জানতো না। আবু লায়লা সর্বসম্মুখে চিঠিখানা পড়ে শোনালো এবং সকলে তাকে মদীনা শরীফে হিজরত করার জন্য ব্যাকুল আবেদন জানালো। (ডিসট্রাকসন অর পিস্ ঃ পৃঃ ২৪৫-২৪৬)

(ঢ) যিশুর এক ভাষণে বলেন, "যদি আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব তিনি আর এক সহায় তোমাদেরকে দিবেন।" [বাংলা বাইবেল, যোহন ১৪ ঃ-২৫

১. তথ্য ঃ তাকরিহুল আসকিরা ফিল আহওয়াল উল আম্বিয়া।

"কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা (বাংলা ইঞ্জিলে পাক রূহ) যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।" [যোহন ১৪,২৬]

"তিনি আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন।"

"তিনি আপনা হইতে বলিবেন না কিন্তু যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।" [যোহন ১৫,২৬]

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ভবিষ্যৎ বাণী ছিলো রসূলে করীম (সা)-এর আগমন বার্তা।

(ণ) "যীশুখৃস্ট এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, পরবর্তীকালে আল্লাহ্ আর একজন মানুষকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন যিনি হবেন যোহনের বর্ণনা মতেই একজন পয়গম্বর। তিনি মানুষের নিকট পৌঁছে দিবেন আল্লাহর বাণী।" (ডঃ মরিস বুকাইলি)

(ত) "আমি আসলে বনি ইসরাঈলের কাছে ত্রাণকর্তা নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমার পরে সমস্ত দুনিয়াবাসীর কাছে আসবেন আল্লাহ প্রেরিত মসীহ্ যার জন্য আল্লাহ্ এ দুনিয়ার সৃষ্টি করেছেন। তখন দুনিয়া জুড়েই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী চালু হবে আর তাঁর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। সে রহমত এত বেগবান ধারায় বর্ষিত হবে যে, বর্তমানের শতবর্ষপূর্তি জয়ন্ত্রী (জুবিলী) উৎসব মসীহ্ কালের দীর্ঘতা কমিয়ে বৎসরান্তে একবার নিয়ে আসবেন।" (বাইবেল ঃ গস্‌পল অব বার্ণাবাস)

(থ) "আল্লাহ মাটির তৈরি দেহের মধ্যে আত্মা ঢুকিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আদম (আ) লাফ দিয়ে উঠে দাড়াতেই সামনে দেখতে পেলেন বাতাসের মধ্যে সৌর করের ন্যায় দেদীপ্যমান 'আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নাই, আর মুহাম্মদ তাঁর রসূল'। কথা কয়টি ঝুলছে। আদম (আ) মুখ খুলে প্রথমই বললেন, 'প্রভূ, আপনি যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার জন্য আপনাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার কাছে মিনতি জানাই, আপনি আমাকে বলুন, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এই সুসংবাদের অর্থ কি? আমার আগে কি অন্য কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে? অতপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, " হে আমার বান্দা আদম

তোমাকে জানাই মুবারকবাদ। আমি তোমাকে এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমাকেই আমি প্রথম মানব সৃষ্টি করেছি আর যার নামের উল্লেখ তুমি দেখেছো তিনি তোমারই সন্তান, যিনি পৃথিবীতে আসবেন বহু বছর পরে আমার রসূল হয়ে আর তাঁরই জন্য আমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি। তাঁর আগমনে দুনিয়া আলোকিত হবে। কোন কিছু সৃষ্টির ষাট হাজার বছর পূর্ব থেকে তার আত্মার নূর রক্ষিত হয়ে এসেছে।"

(দ) যীশু এক ভাষণে বলেন, "আমার উদাত্ত কণ্ঠ সমগ্র ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা করছে প্রভূর অনাগত রসূলের জন্য তোমরা সকলে তৈরি ও।"

(গসপেল অব বার্নাবাস অধ্যায় ঃ ৪২)

(ধ) যীশু বলেন, " তিনি (আল্লাহ্) আপন রসূলকে পাঠাবেন যাঁর মাথার উপরে একখন্ড সাদা মেঘ ছায়া ফেলবে। আর এ নিদর্শন হতে তাঁকে আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা বলে চেনা যাবে।" (গসপেল, অধ্যায়ঃ ৭২)

যীশুর অন্তর্ধানের ৫৭০ বছর পরে আরবের মরুভূমিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভূত হওয়ায় তাওরাত ও ইঞ্জিলের পূর্ববর্তী বার্তাসমূহ সত্যে পরিণত হয়। (অগ্রপথিক; ৫ম বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯০।)

বার্ট্রান্ড রাসেল ঃ

"পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলেই আমরা ৬৯৯ খৃীস্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে থাকি। অথচ এই সময়েই ভারত হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটে।"

(History of Western Philosophy, 1948, P 419)

গ্যেটে ঃ

"ইহাই যদি ইসলাম হয়, তাহলে আমরা সকলে কি ইসলামের অন্তরভুক্ত নাই?" (Evrymans Library, London 1918, P. 291)

জন অর্চিন ঃ

"এক বছরের কিছু বেশী সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনার শাসনদন্ড পরিচালনা করেছিলেন যা সমগ্র পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছিল মহা আলোড়ন।" (Mohammad the prophet of Allah, in T.P's and Casseds Woekly, 24th Sept. 1927)

টর আঁদ্রো ঃ

"আমরা যদি হযরত মুহাম্মদের প্রতি সুবিচার করি, তাহলে একথা আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, আমরা খৃীস্টানরা সজ্ঞানভাবে অথবা অব-চেতনভাবে স্বীকার করি, বাইবেলের স্বর্গীয় বাণীতে আমরা যে অদ্বিতীয় ও সুউচ্চ চরিত্রের দর্শন পাই, মুহাম্মদ সেই ধরনের চরিত্র।"

(Mohammad. London, 1936 . P 269)

এ্যানি বেসান্ত ঃ

"আরবের নবী মুহাম্মদের জীবন ও চরিত্র যিনি অধ্যয়ন করেছেন, আর যাই করুন সেই মহানবীকে তিনি অবশ্যই ভালোবেসে ফেলবেন। মহাস্রষ্টার এ শ্রেষ্ঠ বার্তাবাহী জানতেন কিভাবে জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তা মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়। আমি যা বলছি অনেকেই তা হয়তো জানেন। তবুও যখনই আমি তাঁকে আলোচনা করি, তখনই আরবের সে শক্তিমান শিক্ষকের প্রতি নূতন করে আবার শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরক্তির সৃষ্টি হয়।"

(The Life and Teachings of Mohammad, Madras, 1932, P.4)

এস, সি, বুকেট ঃ

"মুহাম্মদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ছিল বিলীয়মান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক, প্রাণ-প্রদীপ্ত ও উদ্যমশীল। অলৌকিকতা প্রদর্শনের সকল দাবীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, কিন্তু তাই বলে সন্যাসব্রত তাঁর ছিল না।" (Comparative Religion, PP. 269-270)

আর, ভি, সি, বডলে ঃ

"মুহাম্মদ ধর্মের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ তিনি সন্যাসী ছিলেন না, দেবতা ছিলেন না, অতিমানবিক কোন গুণেরও অধিকারী ছিলেন না তিনি, তবু সকলের উপর তাঁর ছিল বিস্ময়কর প্রভাব। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে অন্যান্য মুসলমান থেকে তাঁকে পৃথক করা যায় না।" (The Messenger, P. 338)

এন, এন, ব্রে ঃ

"হজ্জ অনুষ্ঠানের দ্বারা মুহাম্মদ যা করেছেন, তা নিছক এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক উর্ধে। ... হজ্জের মহা সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা আদান-প্রদানের যে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে, তার কাছে আজকের ইউরোপের সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল প্রচার ব্যবস্থা প্রায় মূল্যহীন।"

(Shifting Sands, P. 16)

লা কোঁথে ডি বোলেঁভিলা ঃ

"মুহাম্মদ যে ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, তা তাঁর সাথীদের মন-মেজাজ ও দেশের প্রচলিত রীতি-নীতির ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্তই ছিল না, বরং তা ছিল এসবেরও অনেক উর্ধে। তাঁর এ আদর্শ মানবিক প্রবণতার সাথে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ তাঁর ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করল। সুতরাং এটা এমন একটি মতাদর্শ যার কথা শুনতে হয় এবং যা স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে।"

(La Vie de Mohamed, PP. 143-144)

বিশপ বয়ড কার্পেন্টার ঃ

"ভয় ও অজ্ঞানতার কুয়াশার মধ্যে দিয়া অনেকেই মুহাম্মদ অবলোকন করেছেন। তাঁদের কাছে তিনি এমন ভয়ংকর বস্তু যার সম্পর্কে যে কোন মন্দ

কথাই উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু এখন সে সন্দেহের মেঘ দূরীভূত হয়েছে। ইসলামের মহান প্রবর্তককে এখন আমরা পরিষ্কার আলোকে অবলোকন করেত পারছি। (The Permanent believe in Religion, P. 30)

জন ডেভেনপোর্ট ঃ

"ইসলামের প্রথম অনুসারীরা ছিলেন মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর নিকট আত্মীয়। নবীর সত্যতার এটা একটি শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, তাঁরা ব্যক্তি মুহাম্মদ ও নবী মুহাম্মদকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। নবুয়তের দাবী যদি তাঁর মিথ্যা হতো, তাহলে এর কৃত্রিমতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দৃষ্টি এড়াতো না।"

('An Apology for Mohammad and the Koran, P.17)

এইচ, এ, আর, গিব ঃ

"আজ এটা এক-বিশ্ব জনীন সত্য যে, মুহাম্মদ নারীদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।" (Mohammedanism, P. 33)

মরিস গডফ্রে ঃ

"মুহাম্মদ একজন রসূল ছিলেন, কোন ধর্মবেত্তা ছিলেন না-এটা যে কোন নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট। প্রাথমিক মুসলমানদের যে সভ্য সমাজ তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তাঁরা তাঁর আইন ও দৃষ্টান্ত পালন করে সন্তুষ্ট ছিলেন।"

(Muslim Institution. P. 20)

আর্থার গিলম্যান ঃ

"মক্কা বিজয় মুহাম্মদের প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দুর্ব্যবহার তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে সকল রক্তপাত থেকে বিরত রাখেন। মহাবিজয়রূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র দশ অথবা বার ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান করা হয়। এর মধ্যে চার জন মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১০৯৯ খৃীস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার কালে খৃীস্টান ক্রুসেডাররা ৭০ হাজার মুসলিম নারী, শিশু ও অসহায়দের নির্মমভাবে হত্যা করে।"

(The Satacens. Pp.184-85)

স্যার উইলিয়াম ম্যুর (দি লাইফ অব মুহাম্মদ) ঃ

হিজরীর তের বছর আগে মক্কা এই অবনত অবস্থায় প্রাণহীন পড়ে ছিল। এই তেরটি বছর মুহাম্মদ (সা) সেখানে এনেছে কত পরিবর্তন।

এইচ. জি. ওয়েলস ঃ (এ্যন আউট লাইন অব দ্য হিষ্ট্রি)

মুহাম্মদ (সা) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। " ইসলাম সৃষ্টি করল এমন এক সমাজ, এর আগে দুনিয়ার অস্তিত্ববান যে কোন সমাজের তুলনায় যা ছিল ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্ত।"

এম, এন, রায় ঃ (দ্য হিষ্ট্রিক্যাল রোল অব ইসলাম)

দীনে মুহাম্মদী (সা) এর চকিত ও নাটকীয় বিস্তার মানব জাতির ইতিহাসে স্থাপন করেছে সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর এক অধ্যায়। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সব ধর্ম প্রচারকই অদ্ভুত কোন কান্ড কিংবা অপরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। সেই দিক দিয়ে মুহাম্মদ (সা) তাঁর পূর্বের ও পরের যে কোন নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে ইসলামেয় প্রসার তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

মিসেস এ্যানি বেসান্ত ঃ (কমলা লেকচারস)

কত অসম্পূর্ণ সেই সব লোক যারা নবী মুহাম্মদ (সা) কে আক্রমণ করে। অনেকেই তার জীবনের ইতিহাস জানেনা। কত সহজ, কত বীরত্বব্যঞ্জক, পরিলেখে কত মহৎ, ঐতিহাসিক মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনের অন্যতম।

(The life and teachings of Mohammad. Madras. 1932, P-4)

মহাত্মা গান্ধী ঃ

অনুচরদের জীবনী থেকে আমি খোদ নবীর জীবনী অধ্যয়নে উপনীত হলাম। ইসলাম একটা মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহলে আমার মতই তারা একে ভালবাসবে। পুরোহিত প্রথা আর নয়- নবী মুহাম্মদ (সা) অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দিলেন পুরোহিত প্রথার যাদু। আল্লাহ ও মানুষের মাঝখানে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না ইসলামে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাধা হয়ে দাড়ায়নি কোন প্রথা।

স্যার পি, সি, রাম স্বামী আয়ার ঃ

ইসলামের নিম্নতম মর্যাদার লোকটিও উচ্চতম মর্যাদার লোকটির সমান, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ভিখারী লোকটিও নামাযে নেতৃত্ব দিচ্ছে আর সুলতান তাকে অনুসরণ করছেন। মুহাম্মদ (সা) এর ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি। জাতির বাতিক, হীনতাবোধের বাতিক, সাদা-বাদামী, কালোর বাতিক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাই না। দেখতে পাই, ইসলামেই শুধু এমন কোন বাতিক নেই।

আর ভি. সি. ব্যাডলে (দ্য মেসেঞ্জার) ঃ

মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, ততটুকু জানি খুব নিকটে বেঁচে থাকা মানুষদের সম্পর্কে। তার বাহ্যিক জীবন সম্পর্কে রেকর্ডাদি, তার যৌবন ও পরিজন সম্পর্ক, তাঁর স্বভাব-কোন কিছুই কাল্পনিকও নয়, জনশ্রুতিও নয়। তাঁর যার প্রামাণিকতা সম্পর্কে কেউ এ পর্যন্ত কোন সন্দেহপাত করতে পারে নি।

মেজর আর্থার ক্লাইন লিওনার্দ (ইসলাম এ্যান্ড হার মর‍্যাল এ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু ঃ তিনি ছিলেন যেকোন যুগ বা কালের গভীরতমভাবে খাঁটি ও স্থির সঙ্কল্পীদের অন্যতম। একজন মানুষ যিনি শুধুই মহৎ নন, মানবেতিহাসে এ যাবৎ উপস্থাপিতদের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে নিখাদ। তিনি মহৎ শুধু নবী হিসেবে নন, দেশ প্রেমিক ও রাষ্ট্র নায়ক হিসেবেও। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক নির্মাতা হিসেবেও তিনি তৈরি করে গেছেন এক মহৎ জাতিকে, ইসলামের রাষ্ট্র-মন্ডলের একটা বিরাট সাম্রাজ্যকে এবং এই তিনের চেয়েও বৃহত্তর এক সত্য বিশ্বাসকে। এর কারণ, বিশ্বস্ত ছিলেন তিনি নিজের কাছে, তাঁর লোকদের কাছে এবং সবার উপরে তাঁর আল্লাহ্‌র কাছে।

টমাস কার্লাইন (হিরোষ এন্ড হিরো ওয়ার্শিপ) ঃ

(ক) মুকুট পরিহিত কোন সম্রাটকেই স্বহস্তে প্রস্তুত আলখাল্লা পরিহিত এই লোকটির মত মান্য করা হয়নি। আমি মুহাম্মদকে (সা) পছন্দ করি ভন্ডামী থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য।

নিজে যা নন তাই হওয়ার জন্য তিনি ভান করতেন না। আরব জাতির কাছে তা ছিল অন্ধকার থেকে এক জন্ম। এক বীর নবীকে তাদের কাছে

পাঠানো হলো এমন কথা দিয়ে যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। পরে, এক শতাব্দী কালেই আরবের এই হাতে গ্রানাডা, ওই হাতে দিল্লী; শৌর্যে গৌরবে আর প্রতিভার আলোয় দীপ্তিমান।

(খ) সত্য ও বিশ্বস্ততার এক মানুষ, যা করতেন যা বলতেন যা ভাবতেন তাতে বিশ্বাসী এক মানুষ। কথায় মৌন স্বভাবের একটি মানুষ কিছু বলার মত না থাকলে নীরব; কিন্তু কথা যখন বলতেন তখন প্রাসঙ্গিক, বিজ্ঞ ও অকপট; সর্বদাই বিষয়বস্তুর প্রতি আলোকপাতে অভ্যস্ত। চিন্তাশীল অকপট, একটি চরিত্র তবুও অমায়িক সহৃদয় ও সামাজিক। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্য থেকে এক মানুষ।

এডওয়ার্ড গিবন ঃ (দি ডিক্লাইন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার)

আশ্রয় প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম রক্ষাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সা)। কথাবার্তায় সবচেয়ে মিষ্টভাষী সবচেয়ে মনোজ্ঞ। যারা দেখেছে তাঁকে তারা ভক্তিপ্লুত হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে ; যারা নিকটে এসেছে তাঁর তারা ভালবেসেছে, যারা তার বর্ণনা দিতে চেয়েছে তারা বলেছে তাঁর মত আগেও কখনো কাউকে দেখিনি, পরেও না।

প্রফেসর সাধু টি, এল, বাস্বনী ঃ

দুনিয়ার অন্যতম মহৎ বীর হিসেবে মুহাম্মদ (সা) কে আমি অভিবাদন জানাই। মুহাম্মদ (সা) এক বিশ্ব শক্তি, মানব জাতির উন্নয়নে এক মহানুভব শক্তি। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল কর্ডোভার বৃহৎবিশ্ববিদ্যালয় যা সুদূর ইউরোপের বিভিন্ন অংশের খৃষ্টান শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করত, সেই সব শিক্ষার্থীদেরই একজন যথাসময়ে রোমের পোপ হয়েছিলেন। যে সময়ে ইউরোপ ছিল অন্ধকারে তখন স্পেনে মুসলিম পন্ডিতেরা উচ্চে তুলে ধরেছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোক বর্তিকা।

[অগ্রপথিক। ৫ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ২৫ অক্টোবর, ১৯৯০]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সুবিজ্ঞ লেখক লিখেছেন ঃ

পৃথিবীর ধর্মনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)।

মণীষী ক্রেপার লিখেছেন ঃ

হযরত ছিলেন সেই মানুষ যিনি মানব সমাজের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন।

ঐতিহাসিক গিবনের মতে ঃ

মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরাট এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, মনুষ্য সমাজে যার প্রভাব হয়েছিল স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী।

জার্মান মনীষী জোসেফ হেল ঃ

অতি অল্পদিনের মধ্যে আরবের অমানুষগুলোকে যিনি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিলেন তিনি মুহাম্মদ (সা)।

জন ডেভেন পোর্ট ঃ

কোন ধর্মনেতা বা বিজয়ীর জীবনীই বিস্তৃতি ও ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনের সংগে তুলিত হতে পারে না।

মুয়ির ঃ

সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কাল দিনের পর দিন যারা করেছে তাঁকে অত্যাচারে জর্জরিত অম্লান বদনে তাদেরকে ক্ষমা করার দৃশ্য দেখে বিরুদ্ধভাবাপন্ন মুয়ির বিস্ময়ের সংগে বলেছে "এমন মহানুভব ক্ষমা বিশ্ব কোন দিন আর দেখেনি। ইহা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।"[১]

প্রফেসর ভেঙ্কট রত্নম ঃ

মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কলঙ্কহীন এবং কতক ব্যাপারে যীশু খৃস্টের চেয়ে উন্নততর। মুহাম্মদ (সা) কখনও নিজেকে ভগবানের সমান মনে করেননি। তাঁর অনুসারীরা কখনও একবারের জন্যও বলে না যে, তিনি শুধু একজন মানুষের বেশী আরও কিছু ছিলেন। তারা কখনো তাঁর উপর 'ঐশী' সম্মান আরোপ করে না।

---

১. তথ্য ঃ মরু ভাস্কর। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮। পৃষ্ঠা ১-৮

পার্থিব ও আত্মিক উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষ নেতা, শত্রুর প্রতি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যবাদী জীবন যাপন করে গেছেন। মুহাম্মদ তাঁর সহচরগণকে শিখিয়েছিলেন পূণ্যকে ভালবাসতে এবং পাপকে ঘৃণা করতে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ার অধিকতর মঙ্গল করে গেছেন।

গুরু নানক ঃ

মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং দোযখে যায়, তার এক মাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।

প্রফেসর ডব্লিউ মন্টোগোমারী ওয়াট ঃ (প্রফেট এন্ড ষ্টেটস্‌ম্যান)

অকপটতা ব্যতিত তিনি কি করে আবু বকর ও উমরের মত শক্তও ন্যায়বান চরিত্রের মানুষের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পেরেছিলেন? অস্তিত্ববাদীদের জন্য আরও একটি প্রশ্ন স্রষ্টা কি করে মিথ্যা ও প্রতারণার ভিত্তিতে ইসলামের মত একটি মহান ধর্মকে বিকাশলাভের অবকাশ দিলেন। তাই ধারণা করার শক্ত যুক্তি রয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) ছিলেন অকপট। মুহাম্মদ (সা) এর সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অদ্বিতীয়ত্বের অভিযোগকে সমর্থন করা যায় না। তার যুগে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক সংস্কারক, এমনকি নীতি শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার এক নতুন পদ্ধতি এবং এক নতুন পরিবার সংগঠন।

প্যারাডাইস লষ্টের কবি জন মিল্টন ঃ

"মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হলেন ষষ্ট শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করলেন এশিয়া আফ্রিকা ও মিশরের অনেকাংশ থেকে সর্বাংশেই যারা আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত প্রবক্তাদের মনের উপর মুহাম্মদের (সা) ধর্ম-শক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাবে অতীতে যে অন্যান্য সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থার ও সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে স্থাপন করার অভিজ্ঞতা লাভে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবুও তার অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে

আনাকে ঠেকিয়েছে এবং কোন দৃষ্টিগোচর মূর্তি দ্বারা উপাস্যের জ্ঞানালোকিত ভাবরূপকে কখনো কলঙ্কিত না করেই তারা গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থেকেছে। আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ (সা) এই হলো ইসলামীত্বের সহজ ও অপরিবর্তনীয় ঘোষণা।" "মুহাম্মদ (সা) বহু বিবাহ প্রচলিত করেননি বরং তাকে কমের সীমায় সীমিত করেছেন।"

প্রফেসর ফিলিপ কে হিট্টি ঃ

ইসলামের পবিত্র নবী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জাতি বা দেশ নির্বিশেষে সকল মুসলিমই বিশ্বাসের ভাই এবং তাঁর নির্দেশে শক্তিমত্তা এই তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ফিলিপাইনের কোন মুসলিম যখন ইরানের কোন মুসলিমের সাক্ষাত পায় তখন জ্ঞাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তাদের সাক্ষাতের ধরন থেকে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

রেভারেন্ড সি. আই. টেলর ঃ দাসত্ব ইসলামী বিশ্বাসের অঙ্গীভূত নয়। দাসত্বকে মুহাম্মদ (সা) সহ্য করেছিলেন এক প্রয়োজনীয় ক্ষতি হিসেবে, যেমন সহ্য করেছিলেন মুসা ও সেন্ট পল। মুসলিমদের হাতে এটা খুব দুর্বল এক প্রথা মাত্র, যুক্ত রাষ্ট্রের নিগ্রোদাসত্বের চাইতে অনেক দুর্বল।

প্রফেসর ল্যামারটিন (হিষ্টি দ্য টার্কি)ঃ কখনো কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে এত উন্নত ও স্থায়ী কোন বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারেন নি। দার্শনিক, সুবক্তা, স্বর্গীয় দূত, আইন প্রণয়নকারী, যোদ্ধা, ধারণায় বশীভূতকারী, যুক্তিপূর্ণ মতবাদের মূর্তিবিহীন ধর্মীয় প্রথার পুনঃ সংস্থাপনকারী-বিশটি আঞ্চলিক সাম্রাজ্যের এবং একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-এই-ই ছিলেন মুহাম্মদ (সা)। যা দিয়ে মানবীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে তার সকল মানের বিচারেই আমরা যথার্থ এই প্রশ্ন করতে পারি। মুহাম্মদের (সা) চাইতে মহত্তর কোন ব্যক্তি কি আছেন? মুহাম্মদ (সা) বিনম্র তবুও নির্ভীক, শিষ্ট তবুও সাহসী, ছেলেমেয়েদের মহান প্রেমিক তবুও বিজ্ঞজন পরিবৃত। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, প্রতিকূল ঘটনায় বা সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা দারিদ্রে শান্তিকালে বা যুদ্ধে অবিচলিত। দয়ার্দ্র অতিথি পরায়ণ

এবং উদার নিজের জন্য সর্বদাই মিথ্যাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনী, কুৎসাকারী, অপব্যয়ী ও অর্থলোভী , মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এজাতীয় লোকের বিরুদ্ধে। ধৈর্য, বদান্যতায়, দয়ায় পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায় পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর ইবাদত অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্ম প্রচারক।

প্রফেসর এল, ভি, ভি জিলিয়েনী ঃ

কুরআন হতে পারে না একজন উম্মী লোকের রচনা যিনি তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন বিদ্যা ও ধর্মে লোকদের থেকে অনেক দূরে অ-সংস্কৃত এক সমাজের মধ্যে; যিনি ঠিক অন্যান্যের মত এবং সেমতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনে অসমর্থণ।

ডবলিউ ডবলিউ হান্টার ঃ (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস)

অনেক জাতির পৌত্তলিকতা ধ্বংস করার জন্য মহা প্রভুর স্বর্গীয় আয়োজনের অনুগ্রহে উত্থিত হয়েছিল মুহাম্মদীয় ধর্ম।

প্রফেসর সানাউক হারগ্রোনজে ঃ মানবীয় জাতি সংঘের আদর্শ অন্য কোন ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুহাম্মদের (সা) ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত জাতি সংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানব জাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে, তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।

গুস্তাভ ওয়েল ঃ

মুহাম্মদ (সা) তাঁর জাতির সম্মুখে স্থাপন করলেন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র ও কলঙ্কহীন। তাঁর বাসগৃহ, তাঁর পোশাক, তাঁর খাদ্য, সবই ছিল বিরল সাধারণত্বে বৈশিষ্টময়। সকলের জন্য এবং সকল সময়ে তিনি ছিলেন সহজগম্য। অসুস্থদের দেখতে যেতেন তিনি, আর সকলের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকত তাঁর মন। তাঁর মন বদান্যতা ও উদারতায় ছিল সীমাহীন, যে সীমাহীন ছিল তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য উৎকণ্ঠিত মনোযোগ। সকল অঞ্চল থেকে তাঁর জন্য অসংখ্য উপহার অবিরাম সমর্পিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাছে রাখতেন তিনি খুবই সামান্য এবং সেটাকেও তিনি বিবেচনা করতেন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টে অটোবায়োগ্রাফী ঃ

আমি প্রশংসা করি স্রষ্টার এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে পবিত্র নবী এবং কুরআন মজীদের প্রতি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানেরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। মিথ্যা দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মদ (সা) ছিলেন এক মহান ব্যক্তি।

ষ্টানলী (লেইনপুল) ঃ

(ক) তিনি মুহাম্মদ (সা) কল্পনার অদ্ভুত শক্তিতে হৃদয়ের উচ্চতায়, অনুভূতির মাধ্যুর্য ও বিশ্বস্ততায় ছিলেন বিশিষ্ট। ছেলে মেয়েদের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন তিনি। রাস্তায় তাদের দাঁড় করিয়ে তাদের ছোট্ট মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। জীবনে কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেননি। তিনি কোন দিন কাউকে অভিশাপ দেননি। তিনি বলতেন। "অভিশাপ দেয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি, প্রেরিত হয়েছি মানব জাতির কল্যাণরূপে।" অসুস্থদের তিনি দেখতে যেতেন, কোন শবযানের সম্মুখীন হলে তিনি অনুগমন করতেন তাঁর; গোলামেরও খানার দাওয়াত গ্রহণ করতেন, তিনি সেলাই করতেন, তাঁর নিজের পোশাক , ছাগলের দুগ্ধ দোহন করতেন, নিজের সেবা নিজেই করতেন, সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন হাদীস। অন্য কার হাত থেকে কখনো নিজের হাত আগে টেনে নেননি এবং অন্য লোকটির ঘুরে দাঁড়াবার আগে নিজে ঘুরে দাঁড়াতেন না।

(খ) ধর্ম ও সাধুতার প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ (সা) যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্র নায়ক হিসেবেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

জন ড্যাভেন পোর্ট ঃ (এ্যাপোলজীফর কুরআন এন্ড মুহাম্মদ (সা))

(ক) এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সমস্ত আইন প্রণয়নকারী এবং বিজয়ীগণের মধ্যে একজনও এমন নেই যার জীবনী মুহাম্মদ (সা) এর জীবন চরিত থেকে অধিক বিস্তৃত এবং সত্য।

(খ) মহত্তের প্রতি তার বিনয়, বিনীতের প্রতি অমায়িকতা ও দাম্ভিকের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ তাকে এনে দিয়েছিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মিশ্রিত বিস্ময় আর উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি। তার সহজ বাগ্মিতা, মুখভাবের প্রকাশ দ্বারা যা হতো

চিত্তাকর্ষক, যাতে মর্যাদার বিহ্বলতা প্রশমিত হতো অমায়িক মিষ্টতায়, জাগিয়ে তুলতো গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেগ। বন্ধু ও পিতা হিসেবে তিনি প্রদর্শন করেছেন মেজাজের কোমলতম অনুভূতি। খেজুর আর পানি ছিল তাঁর চিরাচরিত খাদ্য এবং দুধ ও মধু তাঁর বিলাস বস্তু। সফরে বেরুতেন যখন, তখন সামান্য খাদ্যের গ্রাস তিনি মুখে তুলতেন পরিচারকের সংগে ভাগ করে। বদান্যতায় তাঁর উৎসাহদানের সততা তাঁর মৃত্যুর সময় নিজ বাক্সের শূন্যাবস্থা সমর্থিত হয়েছে।

মেজর জেনারেল ফার্লঙ : (শর্ট স্টাডিস ইন দি সায়েন্স অব কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন।)

আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মুহাম্মদকে (সা) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক ও ইতিহাস স্রষ্টাদের তালিকায় এই নবীর স্থান খুব উচ্চে, শিবিরে ও পরামর্শ সভায় সমভাবে; মানুষের শাসনকর্তা, প্রশাসক এবং সাহসী ও হাঙ্গামাকারী উপজাতি বা সুস্থিত জাতির সংগঠক হিসেবে। রাজনীতিজ্ঞ, বন্ধু ও শত্রুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মুহাম্মদ (সা) এবং যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও জনসাধারণের মধ্যে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছে তাদের সকলের ভালবাসা খ্যাতি লাভ করেছেন তিনি।

জর্জ বার্ণার্ডশ : (গেটিং ম্যারিড, ১৯২৯)

(ক) আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সংস্কারকৃত দীনে মুহাম্মদী গ্রহণ করবে। সব সময়ই মুহাম্মদ (সা) এর ধর্ম সম্পর্কে তার আশ্চর্য জীবন শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি।

(খ) বিশ্ববাসী! যদি তোমরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর ব্যবস্থা কামনা কর, তবে সংসারের নিয়ন্ত্রণভার মুহাম্মদের (সা) হাতে ছেড়ে দাও।

(গ) মধ্য যুগীয় পাদরী বর্গ হয় অজ্ঞতা নয় গোড়ামীর মাধ্যমে দীন মুহাম্মদ (সা) কৃষ্ণতম রঙে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মানুষ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর ধর্ম উভয়কেই ঘৃণা করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত।

(ঘ) আমি বিশ্বাস করি, তার মত কোন ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের এক নায়কত্ব গ্রহণ করতেন তাহলে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হতেন যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু বাঞ্ছিত শান্তি ও সুখ।

আলহাজ আল ফারুক লর্ড হেডলী ঃ

মুহাম্মদ (সা) এর ধর্মে আছে গোঁড়ামী থেকে স্বস্তি ও মুক্তি এবং এতে নেই কোন অসহিষ্ণুতা, আমার মতে, তা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা বিশ্বাস ও প্রেমের ধর্ম, বদান্যতা ও শান্তির ধর্ম।

(অগ্রপথিক। ৫ম বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১ লা নভেম্বর ১৯৯০)

টলষ্টয় ঃ

আমি মুহাম্মদ (সা) থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী ভ্রান্তির আধারে আচ্ছাদিত ছিল। তিনি সেই আঁধারে আলো হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, মুহাম্মদের (সা) তাবলীগ ও হেদায়েত যথার্থ ছিল। রাশিয়ার এই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের মৃত্যুর পর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল প্রিয় নবী (সা)-এর মহান বাণীসমূহের অনুবাদ সেইংস অব মুহাম্মদ। এই বইখানির সংকলক স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী।

(দৈনিক ইত্তেফাক ১লা শ্রাবণ, ১৩৮১ বাংলা)

ডি, এস, মারগোলিয়থ ঃ

বিকৃত ও ঘৃণ্য লেখক মারগোলিয়থ আত্ম তৃপ্তি লাভ করেছে এই বলে যে, মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী লেখকদের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি শেষ হওয়া অসম্ভব; তাদের নামের পার্শে নিজের নাম সংযোজিত করা একটি বিরাট সম্মানজনক কাজ।

ক্যাডফ্রে হেগেলঃ (এ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ (সা)

যীশুকে যখন শুলে চড়ানো হলো, তখন তাঁর অনুসারীরা পালিয়ে গেল। তাদের ধর্ম নেশা ছুটে যায়, নিজেদের মাননীয় নেতাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে পলায়ন করলো।

অপর দিকে মুহাম্মদ (সা) এর অনুগামীরা তাদের উৎপীড়িত রসূলের চর্তুদিকে সমবেত হয়ে তাঁর হেফাজতের জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাঁকে দুশমনের উপর জয়ী করেছিল।

হোমারটিন (ফরাসী ঐতিহাসিক) ঃ

দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্ত্তক, আইন প্রণেতা, সেনা নায়ক, মতবাদ বিজয়ী, যুক্তি সংগত ধর্ম মতের সংস্থাপক, মূর্তিবিহীন ধর্মমতের প্রবর্ত্তক, কুড়িটি পার্থিব

সম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মুহাম্মদ (সা)। মানুষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করার জন্য যতগুলো মাপকাঠি রয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করি, সেগুলো দিয়েও যাচাই করলে তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর আছে কি ?

মেজর, এ, জি, লিয়নার্ড ঃ (ইসলাম হার মরাল এন্ড স্পিরিচুয়াল)

(ক) পৃথিবীতে বাস করে যদি কোন মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকেন, বুঝে থাকেন, যদি কোন মানুষ ভাল ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তাহলে, এটা নিশ্চিত যে, আরবের নবী মুহাম্মদ (সা)ই সেই ব্যক্তি। মুহাম্মদ (সা) যে শুধু সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন, তা নয়, বরং এই পর্যন্ত যত মানুষ মানবতার জন্ম দিয়েছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানব ছিলেন তিনিই।

(খ) মুহাম্মদ (সা) এমন একজন মানুষ, যিনি শুধু মহৎই নন বরং মহত্তমদের অর্থাৎ সত্যের শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি গঠন করেছেন একটি মহান জাতি এবং একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য। তিনি ছিলেন সত্যের জনক, তিনি স্বয়ং ছিলেন সত্য, তাঁর নিজের কাছে, তাঁর অনুসরণকারীদের নিকট, পরিচিতদের নিকট সর্বোপরি মহান আল্লাহ পাকের নিকট।

আলফ্রেড মার্টিন ঃ (দি গ্রেট রিলিজিয়াস টিচার অবদি ইস্ট)

মুহাম্মদ (সা) এর মতাদর্শ আরবের তৎকালীণ সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে যেভাবে সফলতা লাভ করেছিল, দুনিয়ার আর কোন ধর্মীয় ইতিহাসে তার তুলনা মিলে না।

স্মিথ বাসওয়ার্থ ঃ

কুরআনের মধ্যে আবদ্ধ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি সুচিন্তিত মস্তিষ্ক আল্লাহ প্রেমের নেশায় মগ্ন। কিন্তু তার সঙ্গে মানবিক দৌর্বল্যেরও যোগ আছে। এদৌর্বল্য থেকে মুক্ত হবার দাবী তিনি কখনও করেননি এবং এটি হচ্ছে মুহাম্মদ (সা) এর শ্রেষ্ঠত্ব।[১]

মাইকেল হার্টঃ আমি মনে করি জাগতিক এবং ধর্মের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণের প্রভাবেই মুহাম্মদ (সা) কে মানব ইতিহাসে এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থাপন করেছে। (দি হানড্রেটস, সিটাডেল প্রেস। পৃষ্ঠা-৪০)

---

১. তথ্য ঃ বিশ্ব সভ্যতায় মহানবীর অবদান। মাওলানা আমিনুল ইসলাম। পৃষ্ঠা ২১১-২১৪)

ডেনিসন রোজ ঃ (ফ্রিন লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস)

তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি বা প্রতারণা করেননি। তিনি সরল ও সত্যবাদী ছিলেন।

আবদুল মুত্তালিব ঃ

"তাঁকে থাকতে দাও, এই ছেলেই বড় হয়ে-এ জাতির নেতা হবে।"

অধ্যাপক হরপ্রসাদ ঃ

এই পবিত্র নবী (লোককে) যা শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের জীবনে তিনি তা অবিকল পালন করেছেন। তিনি সাম্য নীতি, উদারতা, সর্বোচ্চ নৈতিকতা, বদান্যতা, প্রেম, সরলতা প্রভৃতি গুণের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন। পার্থিব ধনৈশ্বর্য, পার্থিব সম্মান, পার্থিব ক্ষমতা প্রভৃতির প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য, তার জীবনে সম্যক প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সত্যকে ও আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন এবং যথাসাধ্য এর অনুসরণ করেছেন। তিনি জীবনে কখনও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করেননি এবং মানুষকে ভয় করেননি। তাঁর সাহস ছিল অলৌকিক। তিনি দরিদ্রকে কেবল ভালই বাসেননি, বরং যাকাত দেওয়ার নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। যদি এ নীতি জাতীয় জীবনের নিয়ামকরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে অবিশ্যি মানব সমাজ থেকে দারিদ্র অন্তর্হিত হবে। তেরশ বছর আগে তিনি সুরা পান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

ধর্মানন্দ মহাভারতী ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর এক এক কথায় স্বর্গ-মর্ত-পাতাল প্রকম্পিত হত, তাঁর এক এক নীতিতে পুরানো পৃথিবীর মধ্যে ঘোরতর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে। বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সা) এর সেই ঈমানের জোর ও তেজ আজও মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান। যতদিন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, নক্ষত্র, কাবা, কুরআন, মসজিদ ও মুসলিম বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের সঙ্গে ইসলামের পবিত্র নাম সংযুক্ত থাকবে।

অগ্রপথিকঃ ৫ম বর্ষ ৫০ সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯০ পৃষ্ঠা ১২-১৩

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন সোমবার ১২ই রবিউল আওয়াল হযরত (সা)-এর জন্ম হয়।

৫৯৫ খৃ. বিবি খাদিজা (রা)-কে হযরত (সা) বিবাহ করেন।

৬১০ খৃ. ১৮ই রবিউল আওয়াল হযরত (সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়।

৬১৩ খৃ. কুরাইশগণ হযরত (সা)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে।

৬১৯ খৃ. বিবি খাদিজা (রা)-এর মৃত্যু হয়।

৬২০ খৃ. হযরতের (সা) পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যু হয়। হযরত উৎপীড়িত হয়ে তায়েফ গমন করেন।

৬২১ খৃ. ২৭ শে রজব হযরত (সা)-এর মেরাজ হয়।

৬২২ খৃ. জুলাই মাসে ১ম হিজরী ৮ই রবিউল আওয়াল হযরত (সা) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন।

৬২৩ খৃ. ২য় হিজরী কুরাইশ মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে পরাভূত হয়।

৬২৪ খৃ. ৩য় হিজরী ৪ঠা শাওয়াল উহুদের যুদ্ধ হয়। আলী (রা)-এর সাথে ফাতেমা (রা)-এর বিবাহ হয়।

৬৩০ খৃ. ৮ম হিঃ মক্কা বিজিত ও তায়েফ অধিকৃত হয়।

৬৩২ খৃ. ১০ম হিজরী হযরত (সা) শেষ হজ্জ করেন।

৬৩২ খৃ. ১১শ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার হযরত (সা) ইন্তিকাল করেন।

৬৩২ খৃ. ১১ হিজরী হযরত আবু বকর (রা) খলিফা হন ও হযরত ওসমান (রা) পালেস্টাইন যুদ্ধ যাত্রা করেন।

৬৩৩ খৃ. ১২ হিজরী খালেদ বিন ওয়ালিদ ইরাকের শাসনকর্তা হন।

৬৩৪ খৃ. ১৩ হিজরী হযরত উমর (রা) খলিফা হন ও আবু বকর (রা) জান্নাতবাসী হন।

৬৩৫ খৃ. ১৪ হিজরী দামেস্ক অধিকৃত হয়।

৬৩৬ খৃ. ১৫ হিজরী বায়তুল মোকাদ্দাস অধিকৃত হয়।

৬৩৮ খৃ. ১৭ হিজরী কুফা ও বসরা নগর স্থাপিত হয়।

৬৪১ খৃ. ২০ হিজরী মিসর বিজিত হয়।

৬৪২ খৃ. ২১ হিজরী পারস্য দেশ অধিকৃত হয়।

৬৫৩ খৃ. ৩৩ হিজরী ৬ই জিলহজ্জ হযরত ওসমান গণী (রা) খলিফা হন।

৬৫৫ খৃ. ৩৫ হিজরী হযরত আলী (রা) খলিফা হন।

৬৬০ খৃ. ৪০ হিজরী ১৭ই রমজান, আলী (রা) জান্নাতবাসী হন।

৬৬১ খৃ. ৪০ হিজরী ইমাম হাসান (রা) খলিফা হন।

৬৬১ খৃ. ৪১ হিজরী মুয়াবিয়া (রা) দামেস্কের খলিফা হন।

৬৭০ খৃ. ৫০ হিজরী কনস্টান্টিনোপল অধিকৃত হয়।

৬৭৬ খৃ. ৫৬ হিজরী এজিদ খলিফার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হয়।

৬৮০ খৃ. ৬১ হিজরী এজিদ খলিফা হয় এবং কারবালার যুদ্ধ ঘটে। [৭৮]

---

৭৮. মদীনা শরীফের ইতিহাস। আব্দুল জব্বার, ময়মনসিংহ ১৯১৪ ইং, পৃষ্ঠা ৮৮-৯০

কালক্রমানুসারে ইসলামী ইতিহাসের কতিপয় ঘটনা

৫৭০ খৃ. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম

৬২২ খৃ. মক্কা থেকে মদীনায় মহানবী (সা)-এর হিজরত। ইসলামী পঞ্জিকার প্রথম বৎসর (হিজরী ১ সন)

৬২৪ খৃ. বদরের যুদ্ধ।

৬২৫ খৃ. উহুদের যুদ্ধ।

৬৩০ খৃ. মক্কা বিজয়।

৬৩২ খৃ. মহানবী (সা)-এর বিদায় হজ্জ। ৭ই জুন মহানবী (সা)-এর ওফাত বা হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রথম খলিফা হিসেবে খিলাফত লাভ।

৬৩৪ খৃ. হযরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তিকাল। খলিফা হিসেবে ওমর (রা)-এর দায়িত্ব গ্রহণ।

৬৩৪ খৃ. বাইজান্টাইন, সাসানিয়া ও পারস্যের সাথে যুদ্ধ।

৬৩৬ খৃ. ইয়ারমুকের যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের পরাজয়। কাদেসিয়ার যুদ্ধে সাসানিয়ানদের পরাজয়।

৬৪০ খৃ. মিশর বিজয়।

৬৪১ খৃ. ঐ

৬৪২ খৃ. পারস্য বিজয়।

৬৪৭ খৃ. ত্রিপোলী বিজয়।

৬৫৩ খৃ. হযরত ওসমান খলিফান হন।

৬৫৫ খৃ. আলী (রা)-এর খিলাফত লাভ। উষ্ট্রের যুদ্ধ।

৬৫৭ খৃ. সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ।

৬৬১ খৃ. দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।

৭৫০ খৃ. ঐ

৬৭০ উকবা বিন নাফি কতৃক উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা বিজয়।

৬৮০ খৃ. কারবালা প্রান্তরে হযরত আলী (রা)-র পুত্র ইমাম হোসেন (রা) শহীদ।

৭১১ খৃ. স্পেন বিজয়।

৭১২ খৃ. শিম্পু ও ট্রান্স অক্সিয়ানা বিজয়।

৭৫০ খৃ. উমাইয়া রাজবংশের পতন এবং ইরাকে আব্বাসীয় বংশের উত্থান।

৭৬২ খৃ. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা

৭৮৬ খৃ. | খলিফা হারুন আল রশিদের খিলাফত কাল।
৮০৯ খৃ. | ঐ

৯০৯ খৃ. উত্তর আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ কর্তৃক ফাতেমী খিলাফতের প্রতিষ্ঠা।

৯২৯ খৃ. মক্কায় কারমতিয়ানদের উত্থান। কর্ডোভায় আবদুর রহমান খলিফা পদে অভিষিক্ত।

৯৬৯ খৃ. ফাতেমীগণ কৃর্তক কায়রো শহর প্রতিষ্ঠা।

১০৬২ খৃ. আলমুরাবিত ইউসুফ ইব্‌ন তাশফীন কর্তৃক মরক্কো বিজয়।

১০৭২ খৃ. | সেলজুক সুলতান মালিক শাহ ও তাঁর উজির নিজামুল মুলকের শাসন কাল
১০৯২ খৃ. | ঐ

১০৯৫ খৃ. | ক্রুসেডের যুদ্ধ।
১২৭২ খৃ. | ঐ

১০৯৯ খৃ. ক্রুসেডার কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার।

১১২১ খৃ. মুহাম্মদ ইব্‌ন তুমারত কর্তৃক উত্তর আফ্রিকায় আল-মুয়াহ্‌হিদ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা।

১১৭১ খৃ. সালাহুদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক মিশর হইতে ফাতেমীয়দের বিতাড়ন।

১১৭৪ খৃ. সালাহুদ্দিন আইয়ুবী কর্তক সিরিয়া বিজয়।

১১৮৭ খৃ. হাদ্দিত্তেন ক্রুসেডার ফ্রাংকদের পরাজয় এবং সালাহুদদীন আইয়ুবী কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার।

১১৯৩ খৃ. সালাহুদ্দিনের মৃত্যু, সাম্রাজ্য বিভক্ত।

১২০৩ খৃ. চেংগিজ খান কর্তৃক মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠা।

১২০৫ খৃ. | মিসরে মামলুক শাসন।
১৫১৭ খৃ. | ঐ
১২৫৮ খৃ. হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ দখল। আব্বাসীয় শাসনের পতন।
১৩০১ খৃ. | উসমানীয় সালতানাতের ক্রমবিকাশ।
১৪৫৩ খৃ. | ঐ
১৩৬৯ খৃ. তৈমুর লং কর্তৃক খোরাসান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা বিজয়।
১৪০৪ খৃ. তৈমুরের মৃত্যু।
১৪৫৩ খৃ. ওসমানীয় কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়।
১৪৯২ খৃ. স্পেনে সর্বশেষে মুসলিম রাজত্বের পতন।
১৫১৭ খৃ. উসমানীয়দের মিশর বিজয়।
১৫২৬ খৃ. বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৫৫৬ খৃ. | মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল।
১৬০৫ খৃ. | ঐ
১৫৮৭ খৃ. | পারস্যে শাহ আব্বাসের শাসন কাল।
১৬২৮ খৃ. | ঐ
১৬০৫ খৃ. | ভারতবর্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল।
১৬২৭ খৃ. |
১৬২৮ খৃ. | ভারতে শাহজাহানের রাজত্বকাল।
১৬৫৮ খৃ. | ঐ
১৬৫৮ খৃ. | ভারতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
১৭০৭ খৃ. | ঐ
১৭৩৬ খৃ. | পারস্যে নাদির শাহের রাজত্বকাল।
১৭৪৭ খৃ. | ঐ
১৭৩৯ খৃ. নাদির শআহের দিল্লী অধিকার
১৭৪৪ খৃ. আল-মুয়াহ্হিদীন আন্দোলন শুরু, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং মুহাম্মদ ইব্ন সউদ কর্তৃক ঐক্যের শপথ গ্রহণ।
১৭৫৭ খৃ. পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৯৮ খৃ. নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান

১৮০৩ খৃ. | আল-মুয়াহহিদীন কর্তৃক মক্কা ও মদীনার কর্তৃত্ব গ্রহণ।
১৮০৫ খৃ. | ঐ

১৮০৫ খৃ. মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে মুহাম্মদ আলী।

১৮০৪ খৃ. উত্তর নাইজেরিয়ায় মুসলিম শাসন।

১৮১৭ খৃ. ঐ

১৮১৭ খৃ. মুহাম্মদ বিলিয় শকুতুর প্রথম সুলতান

১৮৩৭ খৃ. ঐ

১৮৩০ খৃ. ফ্রান্স কর্তৃক আলজিয়ার্স হস্তগত।

১৮৪৭ খৃ. ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরীয় নেতা আবদুল কাদের পরাজিত ও বন্দী।

১৮৫৩ খৃ. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু।

১৮৫৭ খৃ. সিপাহীবিদ্রোহ।

১৮৬৭ খৃ. মিশরে ইসমাঈল পাশার 'খেদিভ' উপাধি ধারণ।

১৮৭৩ খৃ. | মরক্কোতে সুলতান হাসানের শাসন।
১৮৯৪ খৃ. | ঐ

১৮৮২ খৃ. ব্রিটিশদের মিশরে অনুপ্রবেশ।

১৮৮৫ খৃ. মাহদি কর্তৃক খার্তুম হস্তগত।

১৯০২ খৃঃ আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান আল সউদ ইবন সউদ কর্তৃক রিয়াদ হস্তগত, সৌদি রাষ্ট্রের সূচনা।

১৯০৭ খৃ. রাশিয়া ও বৃটিশের মধ্যে পারস্য ভাগাভাগি।

১৯০৮ খৃ. যুবতুর্কী (চমলভথ কলরপধ) আন্দোলন।

১৯১৪ খৃ. প্রথম মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে তুরস্কের যোগদান।

১৯১৬ খৃ. মক্কার শরীফ হোসেনের নেতৃত্বে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরববাসীর বিদ্রোহ।

১৯১৭ খৃ. বেলফোর ঘোষণা। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি বৃটিশ সরকারে সমর্থন ঘোষণা।

১৯১৮ খৃ. শরীফ হুসেনের পুত্র ফয়সল কর্তৃক দামেস্ক দখল।

১৯২৩ খৃ. কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

১৯২৪ খৃ. তুর্কী খেলাফত বিলুপ্তি।

১৯৩২ খৃ. সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৮ খৃ. সৌদি আরবে গুরুত্বপূর্ণ তৈল ক্ষেত্র আবিষ্কার।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৮ খৃ. ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, প্রথম আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ।

১৯৫২ খৃ. মিসরে বিপ্লব ঃ প্রেসিডেন্ট নাসেরের আগমন।

১৯৫৬ খৃ. সুয়েজ খাল সমস্যা; ২য় আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ।

১৯৬৫ খৃ. পাক-ভারত যুদ্ধ।

১৯৬৭ খৃ. ৩য় আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ।

১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৭৩ খৃ. ৪র্থ আরব-ইসরাঈল যুদ্ধ।

১৯৭৮ খৃ. লন্ডনে রিজেন্ট পার্ক মসজিদের উদ্বোধন। আফগানিস্তানের রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান।

১৯৭৯ খৃ. ইরানের শাহের দেশ ত্যাগ। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ক্ষমতা দখল : কাবা শরীফের সশস্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌদি বাহিনীর সংঘর্ষ।

১৯৮০ খৃ. ইরান-ইরাক যুদ্ধ শুরু (২০ শে সেপ্টেম্বর)

১৯৮১ খৃ. মক্কা শরীফের ইসলামী সম্মেলন শুরু। দ্বাদশ আরব বিশ্ব সম্মেলন।

১৯৮২ খৃ. মরক্কোতে আরব শীর্ষ সম্মেলন।

১৯৮৩ খৃ. ঢাকায় চতুর্দশ ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন।

১৯৮৪ খৃ. ১৭ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র-ইরাক কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপতিষ্ঠা।

তথ্য নির্দেশ

1. Mohammad (sm): The Holy Propohet, Hafiz Gulam Sarwar. Asharaf, Kashmiri Bazar- Lahore, Pakistan. 1974.
2. From Adam to Mohammad (Sm). Abdur Rahman Shad. Noor publishing House. Delhi, Farashkhana, Delhi, 1986.
3. Muhammad (Sm.): Seal of the Prophets. Zafrulla Khan, Routledge Kegan Paul, London. 1980.
4. The Map of the Islamic World. Macmillan, London, 1984.
5. The life of Mohammad. Mohammad Husayn Haykal, North American Trust Publications, 1976.
6. The Life of Mohammad. Abdul Hameed Siddiqui. Islamic Publications Limited. Lahore. Pakistan, 1975.
7. Attitude and Conduct of Propohet Mohammad. Murtada Mutahhari. Islamic Propagation Organisation. Iran, 1986.

৮। যাদুল মা'আদ। প্রথম খন্ড, আখতার ফারুক অনূদিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

৯। স্পিরিট অব ইসলাম। সৈয়দ আমীর আলী। মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৮৭।

১০। সীরাতে ইবনে হিশাম। অনূদিত আকরাম ফারুক। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১১। মহানবী। ডঃ ওসমান গণি। মল্লিক ব্রাদার্স। ৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট। কলিকাতা ১৯৮৮।

১২। এক নজরে সীরাতুন্নবী। শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির। অনুঃ দারুত তাছানীফ, ঝালকাঠী।

১৩। সীরাতে মুস্তাফা (সা)। আল্লামা ইদরীস কান্দহ্লুবী।

১৪। সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৫। মদীনা শরীফের ইতিহাস, আব্দুল জব্বার। ময়মনসিংহ, ১৯১৪ ইং

১৬। শেষ নবী। খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৭। নবীগৃহ সংবাদ। বরকতুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

১৮। বিশ্ব-নবী পরিচয়। ইসমাঈল হোসেন। রশিদ বুক হাউস, ঢাকা।

১৯। মহানবী মুহাম্মদ। সোহরাব উদ্দীন আহমদ।

২০। সীরাতে সরওয়ারে আলম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

হিজরী এবং খৃষ্টীয় পঞ্জিকা (ক্যালিন্ডার)

[ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সাধারণত হিজরী সন-তারিখ উল্লেখ থাকে। পাঠকগণ ইংরেজী সন তারিখ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঘটনা কতকাল আগে ঘটেছে তা জানতে চান। তাই পাঠকদের সুবিধার্থে হিজরী ও খৃষ্ট সন-তারিখ পাশাপাশি উল্লেখ পূর্বক একটি তালিকা প্রদান করা হল। বিষয়টি অন্যান্য প্রয়োজনও পূরন করবে।]

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১	১৬ জুলাই ৬২২	১৯৬	শুক্র
২	৫ জুলাই ৬২৩	১৮৫	শনি
৩	* ২৪ জুন ৬২৪	১৭৫	রবি
৪	১৩ জুন ৬২৫	১৬৩	মংগল
৫	২ জুন ৬২৬	১৫২	বুধ
৬	২৩ মে ৬২৭	১৪১	বৃহস্পতি
৭	* ১১ মে ৬২৮	১৩১	শুক্র
৮	১ মে ৬২৯	১২০	রবি
৯	২০ এপ্রিল ৬৩০	১০৯	সোম
১০	৯ এপ্রিল ৬৩১	৯৮	মংগল
১১	* ২৯ মার্চ ৬৩২	৮৮	বুধ
১২	১৮ মার্চ ৬৩৩	৭৬	শুক্র
১৩	৭ মার্চ ৬৩৪	৬৫	শনি
১৪	২৫ ফেব্রুয়ারী ৬৩৫	৫৫	রবি
১৫	* ১৪ ফেব্রুয়ারী ৬৩৬	৪৪	সোম
১৬	২ ফেব্রুয়ারী ৬৩৭	৩২	বুধ
১৭	২৩ জানুয়ারী ৬৩৮	২২	বৃহস্পতি
১৮	১২ জানুয়ারী ৬৩৯	১১	শুক্র
১৯	* ২ জানুয়ারী ৬৪০	১	শনি
২০	* ২১ ডিসেম্বর ৬৪০	৩৫৫	শনি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
২১	১০ ডিসেম্বর ৬৪১	৩৪৩	সোম
২২	৩০ নভেম্বর ৬৪২	৩৩৩	মংগল
২৩	১৯ নভেম্বর ৬৪৩	৩২২	বুধ
২৪	* ৭ নভেম্বর ৬৪৪	৩১১	বৃহস্পতি
২৫	২৮ অক্টোবর ৬৪৫	৩০০	শনি
২৬	১৭ অক্টোবর ৬৪৬	২৮৯	রবি
২৭	৭ অক্টোবর ৬৪৭	২৭৯	সোম
২৮	* ২৫ সেপ্টেম্বর ৬৪৮	২৬৮	মংগল
২৯	১৪ সেপ্টেম্বর ৬৪৯	২৫৬	মংগল
৩০	৪ সেপ্টেম্বর ৬৫০	২৪৬	শুক্র
৩১	২৪ আগস্ট ৬৫১	২৩৫	শনি
৩২	* ১২ আগস্ট ৬৫২	২২৪	রবি
৩৩	২ আগস্ট ৬৫৩	২১৩	মংগল
৩৪	২২ জুলাই ৬৫৪	২০২	বুধ
৩৫	১১ জুলাই ৬৫৫	১৯১	বৃহস্পতি
৩৬	* ৩০ জুন ৬৫৬	১৮১	শুক্র
৩৭	১৯ জুন ৬৫৭	১৬৯	রবি
৩৮	৯জুন ৬৫৮	১৫৯	সোম
৩৯	২৯ মে ৬৫৯	১৪৮	মংগল
৪০	* ১৭ মে ৬৬০	১৩৭	বুধ
৪১	৭ মে ৬৬১	১২৬	শুক্র
৪২	২৬ এপ্রিল ৬৬২	১১৫	শনি
৪৩	১৫ এপ্রিল ৬৬৩	১০৪	রবি
৪৪	* ৪ এপ্রিল ৬৬৪	৯৪	সোম
৪৫	২৪ মার্চ ৬৬৫	৮২	বুধ
৪৬	১৩ মার্চ ৬৬৬	৭১	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৪৭	৩ মার্চ ৬৬৭	৬১	শুক্র
৪৮	* ২০ ফেব্রুয়ারী ৬৬৮	৫০	শনি
৪৯	৯ ফেব্রুয়ারী ৬৬৯	৩৯	সোম
৫০	২৯ জানুয়ারী ৬৭০	২৮	মংগল
৫১	১৮ জানুয়ারী ৬৭১	১৭	বুধ
৫২	* ৮ জানুয়ারী ৬৭২	৭	বৃহস্পতি
৫৩	* ২৭ ডিসেম্বর ৬৭২	৩৬১	বৃহস্পতি
৫৪	১৬ ডিসেম্বর ৬৭৩	৩৪৯	শনি
৫৫	৬ ডিসেম্বর ৬৭৪	৩৩৯	রবি
৫৬	২৫ নভেম্বর ৬৭৫	৩২৮	সোম
৫৭	* ১৪ নভেম্বর ৬৭৬	৩১৮	মংগল
৫৮	৩ নভেম্বর ৬৭৭	৩০৬	বৃহস্পতি
৫৯	২৩ অক্টোবর ৬৭৮	২৯৫	শুক্র
৬০	১৩ অক্টোবর ৬৭৯	২৮৫	শনি
৬১	* ১ অক্টোবর ৬৮০	২৭৪	রবি
৬২	২০ সেপ্টেম্বর ৬৮১	২৬২	মংগল
৬৩	১০ সেপ্টেম্বর ৬৮২	২৫২	বুধ
৬৪	৩০ আগস্ট ৬৮৩	২৪১	বৃহস্পতি
৬৫	* ১৮ আগস্ট ৬৮৪	২৩০	শুক্র
৬৬	৮ আগস্ট ৬৮৫	২১৯	রবি
৬৭	২৮ জুলাই ৬৮৬	২০৮	সোম
৬৮	২৮ জুলাই ৬৮৭	১৯৮	মংগল
৬৯	* ৬ জুলাই ৬৮৮	১৮৭	বুধ
৭০	২৫ জুন ৬৮৯	১৭৫	শুক্র
৭১	১৫ জুন ৬৯০	১৬৫	শনি
৭২	৪ জুন ৬৯১	১৫৪	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৭৩	* ২৩ মে ৬৯২	১৪৩	সোম
৭৪	১৩ মে ৬৯৩	১৩২	বুধ
৭৫	২ মে ৬৯৪	১২১	বৃহস্পতি
৭৬	২১ এপ্রিল ৬৯৫	১১০	শুক্র
৭৭	১০ এপ্রিল ৬৯৬	১০০	শনি
৭৮	৩০ মার্চ ৬৯৭	৮৮	সোম
৭৯	২০ মার্চ ৬৯৮	৭৮	মংগল
৮০	৯ মার্চ ৬৯৯	৬৭	বুধ
৮১	* ২৬ ফেব্রুয়ারী ৭০০	৫৬	বৃহস্পতি
৮২	১৫ ফেব্রুয়ারী ৭০১	৪৫	শুক্র
৮৩	৪ ফেব্রুয়ারী ৭০২	৩৪	রবি
৮৪	২৪ জানুয়ারী ৭০৩	২৩	সোম
৮৫	* ১৪ জানুয়ারী ৭০৪	১৩	মংগল
৮৬	২ জানুয়ারী ৭০৫	১	বৃহস্পতি
৮৭	২৩ ডিসেম্বর ৭০৫	৩৫৬	বৃহস্পতি
৮৮	১২ ডিসেম্বর ৭০৬	৩৪৫	শুক্র
৮৯	১ ডিসেম্বর ৭০৭	৩৩৪	শনি
৯০	* ২০ নভেম্বর ৭০৮	৩২৪	রবি
৯১	৯ নভেম্বর ৭০৯	৩১২	মংগল
৯২	২৯ অক্টোবর ৭১০	৩০১	বুধ
৯৩	১৯ অক্টোবর ৭১১	২৯১	বৃহস্পতি
৯৪	* ৭ অক্টোবর ৭১২	২৮০	শুক্র
৯৫	২৬ সেপ্টেম্বর ৭১৩	২৬৮	রবি
৯৬	১৬ সেপ্টেম্বর ৭১৪	২৫৮	সোম
৯৭	৫ সেপ্টেম্বর ৭১৫	২৪৭	মংগল
৯৮	* ২৫ আগস্ট৭১৬	২৩৭	বুধ

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৯৯	১৪ আগস্ট ৭১৭	২২৫	শুক্র
১০০	৩ আগস্ট ৭১৮	২১৪	শনি
১০১	২৪ জুলাই ৭১৯	২০৪	রবি
১০২	* ১২ জুলাই ৭২০	১৯৩	সোম
১০৩	১ জুলাই ৭২১	১৮১	বুধ
১০৪	২১ জুন ৭২২	১৭১	বৃহস্পতি
১০৫	১০ জুন ৭২৩	১৬০	শুক্র
১০৬	* ২৯ মে ৭২৪	১৪৯	শনি
১০৭	১৯ মে ৭২৫	১৩৮	সোম
১০৮	৮ মে ৭২৬	১২৭	মংগল
১০৯	২৮ এপ্রিল ৭২৭	১১৭	বুধ
১১০	* ১৬ এপ্রিল ৭২৮	১০৬	বৃহস্পতি
১১১	৫ এপ্রিল ৭২৯	৯৪	শনি
১১২	২৬ মার্চ ৭৩০	৮৪	রবি
১১৩	১৫ মার্চ ৭৩১	৭৩	সোম
১১৪	* ৩ মার্চ৭৩২	৬২	মংগল
১১৫	২১ ফেব্রুয়ারী ৭৩৩	৫১	মংগল
১১৬	১০ ফেব্রুয়ারী ৭৩৪	৪০	শুক্র
১১৭	৩১ জানুয়ারী ৭৩৫	৩০	শনি
১১৮	* ২০ জানুয়ারী ৭৩৬	১৯	রবি
১১৯	৮ জানুয়ারী ৭৩৭	৭	মংগল
১২০	২৯ ডিসেম্বর ৭৩৭	৩৬২	মংগল
১২১	১৮ ডিসেম্বর ৭৩৮	৩৫১	বুধ
১২২	৭ ডিসেম্বর ৭৩৯	৩৪০	বৃহস্পতি
১২৩	* ২৬ নভেম্বর ৭৪০	৩৩০	শুক্র
১২৪	১৫ নভেম্বর ৭৪১	৩১৮	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১২৫	৪ নভেম্বর ৭৪২	৩০৭	সোম
১২৬	২৫ অক্টোবর ৭৪৩	২৯৭	মংগল
১২৭	* ১৩ অক্টোবর ৭৪৪	২৮৬	বুধ
১২৮	৩ অক্টোবর ৭৪৫	২৭৫	শুক্র
১২৯	২২ সেপ্টেম্বর ৭৪৬	২৬৪	শনি
১৩০	১১ সেপ্টেম্বর ৭৪৭	২৫৩	রবি
১৩১	* ৩১ আগস্ট ৭৪৮	২৪৩	সোম
১৩২	২০ আগস্ট ৭৪৯	২৩১	বুধ
১৩৩	৯ আগস্ট ৭৫০	২২০	বৃহস্পতি
১৩৪	৩০ জুলাই ৭৫১	২১০	শুক্র
১৩৫	* ১৮ জুলাই ৭৫২	১৯৮	শনি
১৩৬	৭ জুলাই ৭৫৩	১৮৭	সোম
১৩৭	২৭ জুন ৭৫৪	১৭৭	মংগল
১৩৮	১৬ জুন ৭৫৫	১৬৬	বুধ
১৩৯	* ৫ জুন ৭৫৬	১৫৬	বৃহস্পতি
১৪০	২৫ মে ৭৫৭	১৪৪	শনি
১৪১	১৪ মে ৭৫৮	১৩৩	রবি
১৪২	৪ মে ৭৫৯	১২৩	সোম
১৪৩	২২ এপ্রিল ৭৬০	১১১	মংগল
১৪৪	১১ এপ্রিল ৭৬১	১০০	বৃহস্পতি
১৪৫	১ এপ্রিল ৭৬২	৯০	শুক্র
১৪৬	২১ মার্চ ৭৬৩	৭৯	শনি
১৪৭	* ১০ মার্চ ৭৬৪	৬৮	রবি
১৪৮	২৭ ফেব্রুয়ারী ৭৫৬	৫৭	মংগল
১৪৯	১৬ ফেব্রুয়ারী ৭৬৬	৪৬	বুধ
১৫০	৬ ফেব্রুয়ারী ৭৬৭	৩৬	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৫১	* ২৬ জানুয়ারী ৭৬৮	২৫	শুক্র
১৫২	১৪ জানুয়ারী ৭৬৯	১৩	রবি
১৫৩	৪ জানুয়ারী ৭৭০	৩	সোম
১৫৪	২৪ ডিসেম্বর ৭৭০	৩৫৭	সোম
১৫৫	১৩ ডিসেম্বর ৭৭১	৩৪৬	মংগল
১৫৬	* ২ ডিসেম্বর ৭৭২	৩৩৬	বুধ
১৫৭	২১ নভেম্বর ৭৭৩	৩২৪	শুক্র
১৫৮	১১ নভেম্বর ৭৭৪	৩১৪	শনি
১৫৯	৩১ অক্টোবর ৭৭৫	৩০৩	রবি
১৬০	* ১৯ অক্টোবর ৭৭৬	২৯২	সোম
১৬১	৯ অক্টোবর ৭৭৭	২৮১	বুধ
১৬২	২৮ সেপ্টেম্বর ৭৭৮	২৭০	বৃহস্পতি
১৬৩	১৭ সেপ্টেম্বর ৭৭৯	২৫৯	শুক্র
১৬৪	* ৬ সেপ্টেম্বর ৭৮০	২৪৮	শনি
১৬৫	২৬ আগস্ট ৭৮১	২৩৭	সোম
১৬৬	১৫ আগস্ট ৭৮২	২২৭	মংগল
১৬৭	৫ আগস্ট ৭৮৩	২১৬	বুধ
১৬৮	* ২৪ জুলাই ৭৮৪	২০৫	বৃহস্পতি
১৬৯	১৪ জুলাই ৭৮৫	১৯৪	শনি
১৭০	৩ জুলাই ৭৮৬	১৮৩	রবি
১৭১	২২ জুন ৭৮৭	১৭২	সোম
১৭২	* ১১ জুন ৭৮৮	১৬২	মংগল
১৭৩	৩১ মে ৭৮৯	১৫০	বৃহস্পতি
১৭৪	২০ মে ৭৯০	১৩৯	শুক্র
১৭৫	১০ মে ৭৯১	১২৯	শনি
১৭৬	* ২৮ এপ্রিল ৭৯২	১১৮	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৭৭	১৮ এপ্রিল ৭৯৩	১০৭	মংগল
১৭৮	৭ এপ্রিল ৭৯৪	৯৬	বুধ
১৭৯	২৭ মার্চ ৭৯৫	৮৫	বৃহস্পতি
১৮০	* ১৬ মার্চ ৭৯৬	৭৫	শুক্র
১৮১	৫ মার্চ ৭৯৭	৬৩	রবি
১৮২	২২ ফেব্রুয়ারী ৭৯৮	৫২	সোম
১৮৩	১২ ফেব্রুয়ারী ৭৯৯	৪২	মংগল
১৮৪	* ১ ফেব্রুয়ারী ৮০০	৩১	বুধ
১৮৫	২০ জানুয়ারী ৮০১	১৯	শুক্র
১৮৬	১০ জানুয়ারী ৮০২	৯	শনি
১৮৭	৩০ ডিসেম্বর ৮০২	৩৬৩	শনি
১৮৮	২০ ডিসেম্বর ৮০৩	৩৫৩	রবি
১৮৯	* ৮ ডিসেম্বর ৮০৪	৩৪২	সোম
১৯০	২৭ নভেম্বর ৮০৫	৩৩০	বুধ
১৯১	১৭ নভেম্বর ৮০৬	৩২০	বৃহস্পতি
১৯২	৬ নভেম্বর ৮০৭	৩০৯	শুক্র
১৯৩	* ২৫ অক্টোবর ৮০৮	২৯৮	শনি
১৯৪	১৫ অক্টোবর ৮০৯	২৮৭	সোম
১৯৫	৪ অক্টোবর ৮১০	২৭৬	মংগল
১৯৬	২৩ সেপ্টেম্বর ৮১১	২৬৫	বুধ
১৯৭	* ১২ সেপ্টেম্বর ৮১২	২৫৫	বৃহস্পতি
১৯৮	১ সেপ্টেম্বর ৮১৩	২৪৩	শনি
১৯৯	২২ আগস্ট ৮১৪	২৩৩	রবি
২০০	১১ আগস্ট ৮১৫	২২২	সোম
২০১	* ৩০ জুলাই ৮১৬	২১১	মংগল
২০২	২০ জুলাই ৮১৭	২০০	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
২০৩	৯ জুলাই ৮১৮	১৮৯	শুক্র
২০৪	২৮ জুন ৮১৯	১৭৮	শনি
২০৫	* ১৭ জুন ৮২০	১৬৮	রবি
২০৬	৬ জুন ৮২১	১৫৬	মংগল
২০৭	২৭ মে ৮২২	১৪৬	বুধ
২০৮	১৬ মে ৮২৩	১৩৫	বৃহস্পতি
২০৯	* ৪ মে ৮২৪	১২৩	শুক্র
২১০	২৪ এপ্রিল ৮২৫	১১৩	রবি
২১১	১৩ এপ্রিল ৮২৬	১০২	সোম
২১২	২ এপ্রিল ৮২৭	৯১	মংগল
২১৩	* ২২ মার্চ ৮২৮	৮১	বুধ
২১৪	১১ মার্চ ৮২৯	৬৯	শুক্র
২১৫	২৫ ফেব্রুয়ারী ৮৩০	৫৮	শনি
২১৬	১৮ ফেব্রুয়ারী ৮৩১	৪৮	রবি
২১৭	* ৭ ফেব্রুয়ারী ৮৩২	৩৭	সোম
২১৮	২৭ জানুয়ারী ৮৩৩	২৬	বুধ
২১৯	১৬ জানুয়ারী ৮৩৪	১৫	বৃহস্পতি
২২০	৫ জানুয়ারী ৮৩৫	৪	শুক্র
২২১	২৬ ডিসেম্বর ৮৩৫	৩৫৯	শুক্র
২২২	* ১৪ ডিসেম্বর ৮৩৬	৩৪৭	শনি
২২৩	৩ ডিসেম্বর ৮৩৭	৩৩৬	সোম
২২৪	২৩ নভেম্বর ৮৩৮	৩২৬	মংগল
২২৫	১২ নভেম্বর ৮৩৯	৩১৫	বুধ
২২৬	* ৩১ অক্টোবর ৮৪০	৩০৪	বৃহস্পতি
২২৭	২১ অক্টোবর ৮৪১	২৯৩	শনি
২২৮	১০ অক্টোবর ৮৪২	২৮২	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
২২৯	৩০ সেপ্টেম্বর ৮৪৩	২৭২	সোম
২৩০	* ১৮ সেপ্টেম্বর ৮৪৪	২৬১	মংগল
২৩১	৭ সেপ্টেম্বর ৮৪৫	২৪৯	বৃহস্পতি
২৩২	২৮ আগস্ট ৮৪৬	২৩৯	শুক্র
২৩৩	১৭ আগস্ট ৮৪৭	২২৮	শনি
২৩৪	* ৫ আগস্ট ৮৪৮	২১৬	রবি
২৩৫	২৬ জুলাই ৮৪৯	২০৬	মংগল
২৩৬	১৫ জুলাই ৮৫০	১৯৫	বুধ
২৩৭	৫ জুলাই ৮৫১	১৮৫	বৃহস্পতি
২৩৮	* ২৩ জুন ৮৫২	১৭৪	শুক্র
২৩৯	১২ জুন ৮৫৩	১৬২	রবি
২৪০	২ জুন ৮৫৪	১৫২	সোম
২৪১	২২ মে ৮৫৫	১৪১	মংগল
২৪২	* ১০ মে ৮৫৬	১৩০	বুধ
২৪৩	৩০ এপ্রিল ৮৫৭	১১৯	শুক্র
২৪৪	১৯ এপ্রিল ৮৫৮	১০৮	শনি
২৪৫	৮ এপ্রিল ৮৫৯	৯৭	রবি
২৪৬	* ২৮ মার্চ ৮৬০	৮৭	সোম
২৪৭	১৭ মার্চ ৮৬১	৭৫	বুধ
২৪৮	৭ মার্চ ৮৬২	৬৫	বৃহস্পতি
২৪৯	২৪ ফেব্রুয়ারী ৮৬৩	৫৪	শুক্র
২৫০	* ১৩ ফেব্রুয়ারী ৮৬৪	৪৪	শনি
২৫১	২ ফেব্রুয়ারী ৮৬৫	৩২	সোম
২৫২	২২ জানুয়ারী ৮৬৬	২১	মংগল
২৫৩	১১ জানুয়ারী ৮৬৭	১০	বুধ
২৫৪	* ১ জানুয়ারী ৮৬৮	০	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
২৫৫	* ২০ ডিসেম্বর ৮৬৮	৩৫৪	বৃহস্পতি
২৫৬	৯ ডিসেম্বর ৮৬৯	৩৪২	শনি
২৫৭	২৯ নভেম্বর ৮৭০	৩৩২	রবি
২৫৮	১৮ নভেম্বর ৮৭১	৩২১	সোম
২৫৯	* ৭ নভেম্বর ৮৭২	৩১১	মংগল
২৬০	২৭ অক্টোবর ৮৭৩	২৯৯	বৃহস্পতি
২৬১	১৬ অক্টোবর ৮৭৪	২৮৮	শুক্র
২৬২	৬ অক্টোবর ৮৭৫	২৭৮	শনি
২৬৩	* ২৪ সেপ্টেম্বর ৮৭৬	২৬৭	রবি
২৬৪	১৩ সেপ্টেম্বর ৮৭৭	২৫৫	মংগল
২৬৫	৩ সেপ্টেম্বর ৮৭৮	২৪৫	বুধ
২৬৬	২৩ আগস্ট ৮৭৯	২৩৪	বৃহস্পতি
২৬৭	* ১২ আগস্ট ৮৮০	২২৪	শুক্র
২৬৮	১ আগস্ট ৮৮১	২১২	রবি
২৬৯	২১ জুলাই ৮৮২	২০১	সোম
২৭০	১১ জুলাই ৮৮৩	১৯১	মংগল
২৭১	* ২৯ জুন ৮৮৪	১৮০	বুধ
২৭২	১৮ জুন ৮৮৫	১৬৮	শুক্র
২৭৩	৮ জুন ৮৮৬	১৫৮	শনি
২৭৪	২৮ মে ৮৮৭	১৪৭	রবি
২৭৫	* ১৬ মে ৮৮৮	১৩৬	সোম
২৭৬	৬ মে ৮৮৯	১২৫	বুধ
২৭৭	২৫ এপ্রিল ৮৯০	১১৪	বৃহস্পতি
২৭৮	১৫ এপ্রিল ৮৯১	১০৪	শুক্র
২৭৯	* ৩ এপ্রিল ৮৯২	৯৩	শনি
২৮০	২৩ মার্চ ৮৯৩	৮১	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
২৮১	১৩ মার্চ ৮৯৪	৭১	মংগল
২৮২	২ মার্চ ৮৯৫	৬০	বুধ
২৮৩	* ১৯ ফেব্রুয়ারী ৮৯৬	৪৯	বৃহস্পতি
২৮৪	৮ ফেব্রুয়ারী ৮৯৭	৩৮	শনি
২৮৫	২৮ জানুয়ারী ৮৯৮	২৭	রবি
২৮৬	১৭ জানুয়রী ৮৯৯	১৬	সোম
২৮৭	* ৭ জানুয়ারী ৯০০	৬	মংগল
২৮৮	* ২৬ ডিসেম্বর ৯০০	৩৬০	মংগল
২৮৯	১৬ ডিসেম্বর ৯০১	৩৪৯	বৃহস্পতি
২৯০	৫ ডিসেম্বর ৯০২	৩৩৮	শুক্র
২৯১	২৪ নভেম্বর ৯০৩	৩২৭	শনি
২৯২	* ১৩ নভেম্বর ৯০৪	৩১৭	রবি
২৯৩	২ নভেম্বর ৯০৫	৩০৫	মংগল
২৯৪	২২ অক্টোবর ৯০৬	২৯৪	বুধ
২৯৫	১২ অক্টোবর ৯০৭	২৮৪	বৃহস্পতি
২৯৬	* ৩০ সেপ্টেম্বর ৯০৮	২৭৩	শুক্র
২৯৭	২০ সেপ্টেম্বর ৯০৯	২৬২	রবি
২৯৮	৯ সেপ্টম্বর্ ৯১০	২৫১	সোম
২৯৯	২৯ আগস্ট ৯১১	২৪০	মংগল
৩০০	* ১৮ আগস্ট ৯১২	২৩০	বুধ
৩০১	৭ আগস্ট ৯১৩	২১৮	শুক্র
৩০২	২৭ জুলাই ৯১৪	২০৭	শনি
৩০৩	১৭ জুলাই ৯১৫	১৯৭	রবি
৩০৪	* ৫ জুলাই ৯১৬	১৮৬	সোম
৩০৫	২৪ জুন ৯১৭	১৭৪	বুধ
৩০৬	১৪ জুন ৯১৮	১৬৪	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৩০৭	৩ জুন ৯১৯	১৫৮	শুক্র
৩০৮	* ২৩ মে ৯২০	১৪৩	শনি
৩০৯	১২ মে ৯২১	১৩১	সোম
৩১০	১ মে ৯২২	১২০	মংগল
৩১১	২১ এপ্রিল ৯২৩	১১০	বুধ
৩১২	* ৯ এপ্রিল ৯২৪	৯৯	বৃহস্পতি
৩১৩	২৯ মার্চ ৯২৫	৮৭	শনি
৩১৪	১৯ মার্চ ৯২৬	৭৭	রবি
৩১৫	৮ মার্চ ৯২৭	৬৬	সোম
৩১৬	* ২৫ ফেব্রুয়ারী ৯২৮	৫৫	মংগল
৩১৭	১৪ ফেব্রুয়ারী ৯২৯	৪৪	বৃহস্পতি
৩১৮	৩ ফেব্রুয়ারী ৯৩০	৩৩	শুক্র
৩১৯	২৪ জানুয়ারী ৯৩১	২৩	শনি
৩২০	* ১৩ জানুয়ারী ৯৩২	১২	রবি
৩২১	১ জানুয়ারী ৯৩৩	০	মংগল
৩২২	২২ ডিসেম্বর ৯৩৩	৩৫৫	মংগল
৩২৩	১১ ডিসেম্বর ৯৩৪	৩৪৪	বুধ
৩২৪	৩০ নভেম্বর ৯৩৫	৩৩৩	বৃহস্পতি
৩২৫	* ১৯ নভেম্বর ৯৩৬	৩২৩	শুক্র
৩২৬	৮ নভেম্বর ৯৩৭	৩১১	রবি
৩২৭	২৯ অক্টোবর ৯৩৮	৩০১	সোম
৩২৮	১৮ অক্টোবর ৯৩৯	২৯১	মংগল
৩২৯	* ৬ অক্টোবর ৯৪০	২৭৯	বুধ
৩৩০	২৬ সেপ্টেম্বর ৯৪১	২৬৮	শুক্র
৩৩১	১৫ সেপ্টেম্বর ৯৪২	২৫৭	শনি
৩৩২	৪ সেপ্টম্বর ৯৪৩	২৪৬	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৩৩৩	* ২৪ আগস্ট ৯৪৪	২৩৬	সোম
৩৩৪	১৩ আগস্ট ৯৪৫	২২৪	বুধ
৩৩৫	২ আগস্ট ৯৪৬	২১৩	বৃহস্পতি
৩৩৬	২৩ জুলাই ৯৪৭	২০৩	শুক্র
৩৩৭	* ১১ জুলাই ৯৪৮	১৯২	শনি
৩৩৮	১ জুলাই ৯৪৯	১৮১	সোম
৩৩৯	২০ জুন ৯৫০	১৭০	মংগল
৩৪০	৯ জুন ৯৫১	১৫৯	বুধ
৩৪১	* ২৯ মে ৯৫২	১৪৯	বৃহস্পতি
৩৪২	১৪ মে ৯৫৩	১৩৭	শনি
৩৪৩	৭ মে ৯৫৪	১২৬	রবি
৩৪৪	২৭ এপ্রিল ৯৫৫	১১৬	সোম
৩৪৫	১৫ এপ্রিল ৯৫৬	১০৫	মংগল
৩৪৬	৪ এপ্রিল ৯৫৭	৯৩	বৃহস্পতি
৩৪৭	২৫ মার্চ ৯৫৮	৮৩	শুক্র
৩৪৮	১৪ মার্চ ৯৫৯	৭২	শনি
৩৪৯	* ৩ মার্চ ৯৬০	৬২	রবি
৩৫০	২০ ফেব্রুয়ারী ৯৬১	৫০	মংগল
৩৫১	৯ ফেব্রুয়ারী ৯৬২	৩৯	বুধ
৩৫২	৩০ জানুয়ারী ৯৬৩	২৯	বৃহস্পতি
৩৫৩	* ১৯ জানুয়ারী ৯৬৪	১৮	শুক্র
৩৫৪	৭ জানুয়ারী ৯৬৫	৬	রবি
৩৫৫	২৮ ডিসেম্বর ৯৬৫	৩৬১	রবি
৩৫৬	১৭ ডিসেম্বর ৯৬৬	৩৫০	সোম
৩৫৭	৭ ডিসেম্বর ৯৬৭	৩৪০	মংগল
৩৫৮	* ২৫ নভেম্বর ৯৬৮	৩২৯	বুধ

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৩৫৯	১৪ নভেম্বর ৯৬৯	৩১৭	শুক্র
৩৬০	৪ নভেম্বর ৯৭০	৩০৭	শনি
৩৬১	২৪ অক্টোবর ৯৭১	২৯৬	রবি
৩৬২	* ১২ অক্টোবর ৯৭২	২৮৫	সোম
৩৬৩	২ অক্টোবর ৯৭৩	২৭৪	বুধ
৩৬৪	২১ সেপ্টেম্বর ৯৭৪	২৬৩	বৃহস্পতি
৩৬৫	১০ সেপ্টম্বর ৯৭৫	২৫২	শুক্র
৩৬৬	* ৩০ আগস্ট ৯৭৬	২৪২	শনি
৩৬৭	১৯ আগস্ট ৯৭৭	২৩১	সোম
৩৬৮	৯ আগস্ট ৯৭৮	২২১	মংগল
৩৬৯	২৯ জুলাই ৯৭৯	২০৯	বুধ
৩৭০	* ১৭ জুলাই ৯৮০	১৯৮	বৃহস্পতি
৩৭১	৭ জুলাই ৯৮১	১৮৭	শনি
৩৭২	২৬ জুন ৯৮২	১৭৬	রবি
৩৭৩	১৫ জুন ৯৮৩	১৬৫	সোম
৩৭৪	* ৪ জুন ৯৮৪	১৫৫	মংগল
৩৭৫	২৪ মে ৯৮৫	১৪৩	বৃহস্পতি
৩৭৬	১৩ মে ৯৮৬	১৩৩	শুক্র
৩৭৭	৩ মে ৯৮৭	১২৩	শনি
৩৭৮	* ২১ এপ্রিল ৯৮৮	১১১	রবি
৩৭৯	১১ এপ্রিল ৯৮৯	১০০	মংগল
৩৮০	৩১ মার্চ ৯৯০	৮৯	বুধ
৩৮১	২০ মার্চ ৯৯১	৭৮	বৃহস্পতি
৩৮২	* ৯ মার্চ ৯৯২	৬৮	শুক্র
৩৮৩	২৬ ফেব্রুয়ারী ৯৯৩	৫৬	রবি
৩৮৪	১৫ ফেব্রুয়ারী ৯৯৪	৪৫	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমের খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৩৮৫	৫ ফেব্রুয়ারী ৯৯৫	৩৪	মংগল
৩৮৬	* ২৫ জানুয়ারী ৯৯৬	২৪	বুধ
৩৮৭	১৪ জানুয়ারী ৯৯৭	১৩	শুক্র
৩৮৮	৩ জানুয়ারী ৯৯৮	২	শনি
৩৮৯	২৩ ডিসেম্বর ৯৯৮	৩৫৬	শনি
৩৯০	১৩ ডিসেম্বর ৯৯৯	৩৪৬	রবি
৩৯১	* ১ ডিসেম্বর ১০০০	৩৩৫	সোম
৩৯২	২০ নভেম্বর ১০০১	৩২৩	বুধ
৩৯৩	১০ নভেম্বর ১০০২	৩১৩	বৃহস্পতি
৩৯৪	৩০ অক্টোবর ১০০৩	৩০২	শুক্র
৩৯৫	* ১৮ অক্টোবর ১০০৪	২৯১	শনি
৩৯৬	৮ অক্টোবর ১০০৫	২৮১	সোম
৩৯৭	২৭ সেপ্টেম্বর ১০০৬	২৬৯	মংগল
৩৯৮	১৭ সেপ্টেম্বর ১০০৭	২৫৯	বুধ
৩৯৯	* ৫ সেপ্টেম্বর ১০০৮	২৪৮	বৃহস্পতি
৪০০	২৫ আগস্ট ১০০৯	২৩৬	শনি
৪০১	১৫ আগস্ট ১০১০	২২৬	রবি
৪০২	৪ আগস্ট ১০১১	২১৫	সোম
৪০৩	* ২৩ জুলাই ১০১২	২০৪	মংগল
৪০৪	১৩ জুলাই ১০১৩	১৯৩	বৃহস্পতি
৪০৫	৩ জুলাই ১০১৪	১৮৩	শুক্র
৪০৬	২১ জুন ১০১৫	১৭১	শনি
৪০৭	* ১০ জুন ১০১৬	১৬১	রবি
৪০৮	৩০ মে ১০১৭	১৪৯	মংগল
৪০৯	২০ মে ১০১৮	১৩৯	বুধ
৪১০	৯ মে ১০১৯	১২৮	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৪১১	* ২৭ এপ্রিল ১০২০	১১৭	শুক্র
৪১২	১৭ এপ্রিল ১০২১	১০৬	রবি
৪১৩	৬ এপ্রিল ১০২২	৯৫	সোম
৪১৪	২৬ মার্চ ১০২৩	৮৪	মংগল
৪১৫	* ১৫ মার্চ ১০২৪	৭৫	বুধ
৪১৬	৪ মার্চ ১০২৫	৬২	শুক্র
৪১৭	২২ ফেব্রুয়ারী ১০২৬	৫২	শনি
৪১৮	১১ ফেব্রুয়ারী ১০২৭	৪১	রবি
৪১৯	* ৩১ জানুয়ারী ১০১৮	৩০	সোম
৪২০	২০ জানুয়ারী ১০২৯	১৯	বুধ
৪২১	৯ জানুয়ারী ১০৩০	৮	বৃহস্পতি
৪২২	২৯ ডিসেম্বর ১০৩০	৩৬২	বৃহস্পতি
৪২৩	১৯ ডিসেম্বর ১০৩১	৩৫২	শুক্র
৪২৪	* ৭ ডিসেম্বর ১০৩২	৩৪১	শনি
৪২৫	২৬ নভেম্বর ১০৩৩	৩২৯	সোম
৪২৬	১৬ নভেম্বর ১০৩৪	৩১৯	মংগল
৪২৭	৫ নভেম্বর ১০৩৫	৩০৮	বুধ
৪২৮	* ২৫ অক্টোবর ১০৩৬	২৯৮	বৃহস্পতি
৪২৯	১৪ অক্টোবর ১০৩৭	২৮৬	শনি
৪৩০	৩ অক্টোবর ১০৩৮	২৭৫	রবি
৪৩১	২৩ সেপ্টেম্বর ১০৩৯	২৫৬	সোম
৪৩২	* ১১ সেপ্টেম্বর ১০৪০	২৫৪	মংগল
৪৩৩	৩১ আগস্ট ১০৪১	২৪২	বৃহস্পতি
৪৩৪	২১ আগস্ট ১০৪২	২৩২	শুক্র
৪৩৫	১০ আগস্ট ১০৪৩	২২১	শনি
৪৩৬	* ২৯ জুলাই ১০৪৪	২১০	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৪৩৭	১৯ জুলাই ১০৪৫	১৯৯	মংগল
৪৩৮	৮ জুলাই ১০৪৬	১৮৮	বুধ
৪৩৯	২৮ জুন ১০৪৭	১৭৮	বৃহস্পতি
৪৪০	* ১৬ জুন ১০৪৮	১৬৭	শুক্র
৪৪১	৫ জুন ১০৪৯	১৫৫	রবি
৪৪২	২৬ মে ১০৫০	১৪৫	সোম
৪৪৩	১৫ মে ১০৫১	১৩৪	মংগল
৪৪৪	* ৩ মে ১০৫২	১২৩	বুধ
৪৪৫	২৩ এপ্রিল ১০৫৩	১১২	শুক্র
৪৪৬	১২ এপ্রিল ১০৫৪	১০১	শনি
৪৪৭	২ এপ্রিল ১০৫৫	৯১	রবি
৪৪৮	* ২১ মার্চ ১০৫৬	৮০	সোম
৪৪৯	১০ মার্চ ১০৫৭	৬৮	বুধ
৪৫০	২৮ ফেব্রুয়ারী ১০৫৮	৫৮	বৃহস্পতি
৪৫১	১৭ ফেব্রুয়ারী ১০৫৯	৪৭	শুক্র
৪৫২	* ৬ ফেব্রুয়ারী ১০৬০	৩৬	শনি
৪৫৩	২৬ জানুয়ারী ১০৬১	২৫	সোম
৪৫৪	১৫ জানুয়ারী ১০৬২	১৪	মংগল
৪৫৫	৪ জানুয়ারী ১০৬৩	৩	বুধ
৪৫৬	২৫ ডিসেম্বর ১০৬৩	৩৫৮	বুধ
৪৫৭	* ১৩ ডিসেম্বর ১০৬৪	৩৪৭	বৃহস্পতি
৪৫৮	৩ ডিসেম্বর ১০৬৫	৩৩৬	শনি
৪৫৯	২২ নভেম্বর ১০৬৬	৩২৫	রবি
৪৬০	১১ নভেম্বর ১০৬৭	৩১৪	সোম
৪৬১	* ৩১ অক্টোবর ১০৬৮	৩০৪	মংগল
৪৬২	২০ অক্টোবর ১০৬৯	২৯২	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৪৬৩	৯ অক্টোবর ১০৭০	২৮১	শুক্র
৪৬৪	২৯ সেপ্টেম্বর ১০৭১	২৭১	শনি
৪৬৫	* ১৭ সেপ্টেম্বর ১০৭২	২৬০	রবি
৪৬৬	৬ সেপ্টেম্বর ১০৭৩	২৪৮	মংগল
৪৬৭	২৭ আগস্ট ১০৭৪	২৩৮	বুধ
৪৬৮	১৬ আগস্ট ১০৭৫	২২৭	বৃহস্পতি
৪৬৯	* ৫ আগস্ট ১০৭৬	২১৭	শুক্র
৪৭০	২৫ জুলাই ১০৭৭	২০৫	রবি
৪৭১	১৪ জুলাই ১০৭৮	১৯৪	সোম
৪৭২	৪ জুলাই ১০৭৯	১৮৪	মংগল
৪৭৩	* ২২ জুন ১০৮০	১৭৩	বুধ
৪৭৪	১১ জুন ১০৮১	১৬১	শুক্র
৪৭৫	১ জুন ১০৮২	১৫১	শনি
৪৭৬	২১ মে ১০৮৩	১৪০	রবি
৪৭৭	* ১০ মে ১০৮৪	১৩০	সোম
৪৭৮	২৯ এপ্রিল ১০৮৫	১১৮	বুধ
৪৭৯	১৮ এপ্রিল ১০৮৬	১০৭	বৃহস্পতি
৪৮০	৮ এপ্রিল ১০৮৭	৯৭	শুক্র
৪৮১	* ২৭ মার্চ ১০৮৮	৮৬	শনি
৪৮২	১৬ মার্চ ১০৮৯	৭৪	সোম
৪৮৩	৬ মার্চ ১০৯০	৬৪	মংগল
৪৮৪	২৩ ফেব্রুয়ারী ১০৯১	৫৩	বুধ
৪৮৫	* ১২ ফেব্রুয়ারী ১০৯২	৪২	বৃহস্পতি
৪৮৬	১ ফেব্রুয়ারী ১০৯৩	৩১	শনি
৪৮৭	২১ জানুয়ারী ১০৯৪	২০	রবি
৪৮৮	১১ জানুয়ারী ১০৯৫	১০	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৪৮৯	৩১ ডিসেম্বর ১০৯৫	৩৬৪	সোম
৪৯০	* ১৯ ডিসেম্বর ১০৯৬	৩৫৩	মংগল
৪৯১	৯ ডিসেম্বর ১০৯৭	৩৪২	বৃহস্পতি
৪৯২	২৮ নভেম্বর ১০৯৮	৩৩১	শুক্র
৪৯৩	১৭ নভেম্বর ১০৯৯	৩২০	শনি
৪৯৪	* ৬ নভেম্বর ১১০০	৩১০	রবি
৪৯৫	২৬ অক্টোবর ১১০১	২৯৮	মংগল
৪৯৬	১৫ অক্টোবর ১১০২	২৮৭	বুধ
৪৯৭	৫ অক্টোবর ১১০৩	২৭৭	বৃহস্পতি
৪৯৮	* ২৩ সেপ্টেম্বর ১১০৪	২৬৫	শুক্র
৪৯৯	১৩ সেপ্টেম্বর ১১০৫	২৫৫	রবি
৫০০	২ সেপ্টেম্বর ১১০৬	২৪৪	সোম
৫০১	২২ আগস্ট ১১০৭	২৩৩	মংগল
৫০২	* ১১ আগস্ট ১১০৮	২২৩	বুধ
৫০৩	৩১ জুলাই ১১০৯	২১১	শুক্র
৫০৪	২০ জুলাই ১১১০	২০০	শনি
৫০৫	১০ জুলাই ১১১১	১৯০	রবি
৫০৬	* ২৮ জুন ১১১২	১৭৯	সোম
৫০৭	১৮ জুন ১১১৩	১৬৮	বুধ
৫০৮	৭ জুন ১১১৪	১৫৭	বৃহস্পতি
৫০৯	২৭ মে ১১১৫	১৪৬	শুক্র
৫১০	* ১৬ মে ১১১৬	১৩৬	শনি
৫১১	৫ মে ১১১৭	১২৪	সোম
৫১২	২৪ এপ্রিল ১১১৮	১১৩	মংগল
৫১৩	১৪ ১১১৯	১০৩	বুধ
৫১৪	* ২ এপ্রিল ১১২০	৯২	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৫১৫	২২ মার্চ ১১২১	৮০	শনি
৫১৬	১২ মার্চ ১১২২	৭০	রবি
৫১৭	১ মার্চ ১১২৩	৫৯	সোম
৫১৮	* ১৯ ফেব্রুয়ারী ১১২৪	৪৯	মংগল
৫১৯	৭ ফেব্রুয়ারী ১১২৫	৩৭	বৃহস্পতি
৫২০	২৭ জানুয়ারী ১১২৬	২৬	শুক্র
৫২১	১৭ জানুয়ারী ১১২৭	১৬	শনি
৫২২	* ৬ জানুয়ারী ১১২৮	৫	রবি
৫২৩	* ২৫ ডিসেম্বর ১১২৮	৩৫৯	রবি
৫২৪	১৫ ডিসেম্বর ১১২৯	৩৪৮	মংগল
৫২৫	৪ ডিসেম্বর ১১৩০	৩৩৭	বুধ
৫২৬	২৩ নভেম্বর ১১৩১	৩২৬	বৃহস্পতি
৫২৭	* ১২ নভেম্বর ১১৩২	৩১৬	শুক্র
৫২৮	১ নভেম্বর ১১৩৩	৩০৪	রবি
৫২৯	২২ অক্টোবর ১১৩৪	২৯৪	সোম
৫৩০	১১ অক্টোবর ১১৩৫	২৮৩	মংগল
৫৩১	* ২৯ সেপ্টেম্বর১১৩৬	২৭২	বুধ
৫৩২	১৯ সেপ্টেম্বর১১৩৭	২৬১	শুক্র
৫৩৩	৮ সেপ্টেম্বর ১১৩৮	২৫০	শনি
৫৩৪	২ আগস্ট ১১৩৯	২৩৯	রবি
৫৩৫	* ১৭ জুলাই ১১৪০	২২৯	সোম
৫৩৬	৬ আগস্ট ১১৪১	২১৭	বুধ
৫৩৭	২৭ জুলাই ১১৪২	২০৭	বৃহস্পতি
৫৩৮	১৬ জুলাই ১১৪৩	১৯৬	শুক্র
৫৩৯	* ৪ জুলাই ১১৪৪	১৮৫	শনি
৫৪০	২৪ জুলাই ১১৪৫	১৭৪	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৫৪১	১৩ জুন ১১৪৬	১৬৩	মংগল
৫৪২	২ জুন ১১৪৭	১৫২	বুধ
৫৪৩	* ২২ মে ১১৪৮	১৪২	বৃহস্পতি
৫৪৪	১১ মে ১১৪৯	১৩০	শনি
৫৪৫	৩০ এপ্রিল ১১৫০	১১৯	রবি
৫৪৬	২০ এপ্রিল ১১৫১	১০৯	সোম
৫৪৭	* ৮ এপ্রিল ১১৫২	৯৮	মংগল
৫৪৮	২৭ মার্চ ১১৫৩	৮৭	বৃহস্পতি
৫৪৯	১৮ মার্চ ১১৫৪	৭৬	শুক্র
৫৫০	৭ মার্চ ১১৫৫	৬৫	শনি
৫৫১	* ২৫ ফেব্রুয়ারী ১১৫৬	৫৫	রবি
৫৫২	১৩ ফেব্রুয়ারী ১১৫৭	৪৩	মংগল
৫৫৩	২ ফেব্রুয়ারী ১১৫৮	৩২	বুধ
৫৫৪	২৩ জানুয়ারী ১১৫৯	২২	বৃহস্পতি
৫৫৫	* ১২ জানুয়ারী ১১৬০	১১	শুক্র
৫৫৬	* ৩১ ডিসেম্বর ১১৬০	২৬৫	শুক্র
৫৫৭	২১ ডিসেম্বর ১১৬১	৩৫৪	রবি
৫৫৮	১০ ডিসেম্বর ১১৬২	৩৪৩	সোম
৫৫৯	৩০ নভেম্বর ১১৬৩	৩৩৩	মংগল
৫৬০	* ১৮ নভেম্বর ১১৬৪	৩২২	বুধ
৫৬১	৭ নভেম্বর ১১৬৫	৩১০	শুক্র
৫৬২	২৮ অক্টোবর ১১৬৬	৩০০	শনি
৫৬৩	১৭ অক্টোবর ১১৬৭	২৮৯	রবি
৫৬৪	* ৫ অক্টোবর ১১৬৮	২৭৮	সোম
৫৬৫	২৫ সেপ্টেম্বর ১১৬৯	২৬৭	বুধ
৫৬৬	১৪ সেপ্টেম্বর ১১৭০	২৫৬	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৫৬৭	৪ সেপ্টেম্বর ১১৭১	২৪৬	শুক্র
৫৬৮	* ২৩ আগস্ট ১১৭২	২৩৫	শনি
৫৬৯	১২ আগস্ট ১১৭৩	২২৩	সোম
৫৭০	২ আগস্ট ১১৭৪	২১৩	মংগল
৫৭১	২২ জুলাই ১১৭৫	২০২	বুধ
৫৭২	* ১০ জুলাই ১১৭৬	১৯১	বৃহস্পতি
৫৭৩	৩০ জুন ১১৭৭	১৮০	শনি
৫৭৪	১৯ জুন ১১৭৮	১৬৯	রবি
৫৭৫	৮ জুন ১১৭৯	১৫৮	সোম
৫৭৬	* ২৮ মে ১১৮০	১৪৭	মংগল
৫৭৭	১৭ মে ১১৮১	১৩৬	বৃহস্পতি
৫৭৮	৭ মে ১১৮২	১২৬	শুক্র
৫৭৯	২৬ এপ্রিল ১১৮৩	১১৫	শনি
৫৮০	* ১৪ এপ্রিল ১১৮৪	১০৪	রবি
৫৮১	৪ এপ্রিল ১১৮৫	৯৩	মংগল
৫৮২	২৪ মার্চ ১১৮৬	৮২	বুধ
৫৮৩	১৩ মার্চ ১১৮৭	৭১	বৃহস্পতি
৫৮৪	* ২ মার্চ ১১৮৮	৬১	শুক্র
৫৮৫	১৯ ফেব্রুয়ারী ১১৮৯	৪৯	রবি
৫৮৬	৮ ফেব্রুয়ারী ১১৯০	৩৮	সোম
৫৮৭	২৯ জানুয়ারী ১১৯১	২৮	মংগল
৫৮৮	* ১৮ জানুয়ারী ১১৯২	১৭	বুধ
৫৮৯	৭ জানুয়ারী ১১৯৩	৬	শুক্র
৫৯০	২৭ ডিসেম্বর ১১৯৩	৩৬০	শুক্র
৫৯১	১৬ ডিসেম্বর ১১৯৪	৩৪৯	শনি
৫৯২	৬ ডিসেম্বর ১১৯৫	৩৩৯	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৫৯৩	* ২৪ নভেম্বর ১১৯৬	৩২৮	সোম
৫৯৪	১৩ নভেম্বর ১১৯৭	৩১৬	বুধ
৫৯৫	৩ নভেম্বর ১১৯৮	৩০৬	বৃহস্পতি
৫৯৬	২৩ অক্টোবর ১১৯৯	২৯৫	শুক্র
৫৯৭	* ১২ অক্টোবর ১২০০	২৮৫	শনি
৫৯৮	১ অক্টোবর ১২০১	২৭৪	সোম
৫৯৯	২০ সেপ্টেম্বর ১২০২	২৬২	মংগল
৬০০	১০ সেপ্টেম্বর ১২০৩	২৫২	বুধ
৬০১	* ২৯ আগস্ট ১২০৪	২৪১	বৃহস্পতি
৬০২	১৮ আগস্ট ১২০৫	২২৯	শনি
৬০৩	৮ আগস্ট ১২০৬	২১৯	রবি
৬০৪	২৮ জুলাই ১২০৭	২০৮	সোম
৬০৫	* ১৬ জুলাই ১২০৮	১৯৭	মংগল
৬০৬	৬ জুলাই ১২০৯	১৮৬	বৃহস্পতি
৬০৭	২৫ জুন ১২১০	১৭৫	শুক্র
৬০৮	১৫ জুন ১২১১	১৬৬	শনি
৬০৯	* ৩ জুন ১২১২	১৫৪	রবি
৬১০	২৩ মে ১২১৩	১৪২	মংগল
৬১১	১৩ মে ১২১৪	১৩২	বুধ
৬১২	২ মে ১২১৫	১২১	বৃহস্পতি
৬১৩	* ২০ এপ্রিল ১২১৬	১১০	শুক্র
৬১৪	১০ এপ্রিল ১২১৭	৯৯	রবি
৬১৫	৩০ মার্চ ১২১৮	৮৮	সোম
৬১৬	১৯ মার্চ ১২১৯	৭৭	মংগল
৬১৭	* ৮ মার্চ ১১২০	৬৭	বুধ
৬১৮	২৫ ফেব্রুয়ারী ১১২১	৫৫	শুক্র

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৬১৯	১৫ ফেব্রুয়ারী ১২২২	৪৫	শনি
৬২০	৪ ফেব্রুয়ারী ১২২৩	৩৪	রবি
৬২১	* ২৪ জানুয়ারী ১২২৪	২৩	সোম
৬২২	১৩ জানুয়ারী ১২২৫	১২	বুধ
৬২৩	২ জানুয়ারী ১২২৬	১	বৃহস্পতি
৬২৪	২২ ডিসেম্বর ১২২৬	৩৫৫	বৃহস্পতি
৬২৫	১২ ডিসেম্বর ১২২৭	৩৪৫	শুক্র
৬২৬	* ৩০ নভেম্বর ১২২৮	৩৩৪	শনি
৬২৭	২০ নভেম্বর ১২২৯	৩২৩	সোম
৬২৮	৯ নভেম্বর ১২৩০	৩১২	মংগল
৬২৯	২৯ অক্টোবর ১২৩১	৩০১	বুধ
৬৩০	* ১৮ অক্টোবর ১২৩২	২৯১	বৃহস্পতি
৬৩১	৭ অক্টোবর ১২৩৩	২৭৯	শনি
৬৩২	২৬ সেপ্টেম্বর ১২৩৪	২৬৮	রবি
৬৩৩	১৬ সেপ্টেম্বর ১২৩৫	২৫৮	সোম
৬৩৪	* ৪ সেপ্টেম্বর ১২৩৬	২৪৭	মংগল
৬৩৫	২৪ আগস্ট ১২৩৭	২৩৫	বৃহস্পতি
৬৩৬	১৪ আগস্ট ১২৩৮	২২৫	শুক্র
৬৩৭	৩ আগস্ট ১২৩৯	২১৪	শনি
৬৩৮	* ২৩ জুলাই ১২৪০	২০৩	রবি
৬৩৯	১২ জুলাই ১২৪১	১৯২	মংগল
৬৪০	১ জুলাই ১২৪২	১৮১	বুধ
৬৪১	২১ জুন ১২৪৩	১৭১	বৃহস্পতি
৬৪২	* ৯ জুন ১২৪৪	১৬০	শুক্র
৬৪৩	২৯ মে ১২৪৫	১৪৮	রবি
৬৪৪	১৯ মে ১২৪৬	১৩৮	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৬৪৫	৮ মে ১২৪৭	১২৭	মংগল
৬৪৬	* ২৬ এপ্রিল ১২৪৮	১১৬	বুধ
৬৪৭	১৬ এপ্রিল ১২৪৯	১০৫	শুক্র
৬৪৮	৫ এপ্রিল ১২৫০	৯৪	শনি
৬৪৯	২৬ মার্চ ১২৫১	৮৫	রবি
৬৫০	* ১৪ মার্চ ১২৫২	৭৩	সোম
৬৫১	৩ মার্চ ১২৫৩	৬১	বুধ
৬৫২	২১ ফেব্রুয়ারী ১২৫৪	৫১	বৃহস্পতি
৬৫৩	১০ ফেব্রুয়ারী ১২৫৫	৪০	শুক্র
৬৫৪	* ৩০ জানুয়ারী ১২৫৬	২৯	শনি
৬৫৫	১৯ জানুয়ারী ১২৫৭	১৮	সোম
৬৫৬	৮ জানুয়ারী ১২৫৮	৭	মংগল
৬৫৭	২৯ ডিসেম্বর ১২৫৮	৩৬২	মংগল
৬৫৮	১৮ ডিসেম্বর ১২৫৯	৩৫১	বুধ
৬৫৯	* ৬ ডিসেম্বর ১২৬০	৩৪০	বৃহস্পতি
৬৬০	২৬ নভেম্বর ১২৬১	৩২৯	শনি
৬৬১	১৫ নভেম্বর ১২৬২	৩১৮	রবি
৬৬২	৪ নভেম্বর ১২৬৩	৩০৭	সোম
৬৬৩	* ২৪ অক্টোবর ১২৬৪	২৯৭	মংগল
৬৬৪	১৩ অক্টোবর ১২৬৫	২৮৫	বৃহস্পতি
৬৬৫	২ অক্টোবর ১২৬৬	২৭৪	শুক্র
৬৬৬	২২ সেপ্টেম্বর ১২৬৭	২৬৪	শনি
৬৬৭	* ১০ সেপ্টম্বর ১২৬৮	২৫৩	রবি
৬৬৮	৩১ আগস্ট ১২৬৯	২৪২	মংগল
৬৬৯	২০ আগস্ট ১২৭০	২৩১	বুধ
৬৭০	৯ আগস্ট ১২৭১	২২০	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৬৭১	* ২৯ জুলাই ১২৭২	২১০	শুক্র
৬৭২	১৮ জুলাই ১২৭৩	১৯৮	রবি
৬৭৩	৭ জুলাই ১২৭৪	১৮৭	সোম
৬৭৪	২৭ জুন ১২৭৫	১৭৭	মংগল
৬৭৫	* ১৫ জুন ১২৭৬	১৬৬	বুধ
৬৭৬	৪ জুন ১২৭৭	১৫৫	শুক্র
৬৭৭	২৫ মে ১২৭৮	১৪৪	শনি
৬৭৮	১৪ মে ১২৭৯	১৩৩	রবি
৬৭৯	* ৩ মে ১২৮০	১২৩	সোম
৬৮০	২২ এপ্রিল ১২৮১	১১১	বুধ
৬৮১	১১এপ্রিল ১২৮২	১০০	বৃহস্পতি
৬৮২	১ এপ্রিল ১২৮৩	৯০	শুক্র
৬৮৩	* ২০ মার্চ ১২৮৪	৭৯	শনি
৬৮৪	৯ মার্চ ১২৮৫	৬৭	সোম
৬৮৫	২৭ ফেব্রুয়ারী ১২৮৬	৫৭	মংগল
৬৮৬	১৬ ফেব্রুয়ারী ১২৮৭	৪৬	বুধ
৬৮৭	* ৬ ফেব্রুয়ারী ১২৮৮	৩৬	বৃহস্পতি
৬৮৮	২৫ জানুয়ারী ১২৮৯	২৪	রবি
৬৮৯	১৪ জানুয়ারী ১২৯০	১৩	রবি
৬৯০	৪ জানুয়ারী ১২৯১	৩	সোম
৬৯১	২৪ ডিসেম্বর ১২৯১	৩৫৭	সোম
৬৯২	* ১২ ডিসেম্বর ১২৯২	৩৪৬	মংগল
৩৯৩	২ ডিসেম্বর ১২৯৩	৩৩৫	বৃহস্পতি
৬৯৪	২১ নভেম্বর ১২৯৪	৩২৪	শুক্র
৬৯৫	১০ নভেম্বর ১২৯৫	৩১৩	শনি
৬৯৬	* ৩০ অক্টোবর ১২৯৬	৩০৩	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৬৯৭	১৯ অক্টোবর ১২৯৭	২৯১	মংগল
৬৯৮	৯ অক্টোবর ১২৯৮	২৮১	বুধ
৬৯৯	২৮ সেপ্টেম্বর ১২৯৯	২৭০	বৃহস্পতি
৭০০	* ১৬ সেপ্টেম্বর ১৩০০	২৫৯	শুক্র
৭০১	৫ সেপ্টেম্বর ১৩০১	২৪৮	রবি
৭০২	২৬ আগস্ট ১৩০২	২৩৭	সোম
৭০৩	১৫ আগস্ট ১৩০৩	২২৬	মংগল
৭০৪	* ৪ আগস্ট ১৩০৪	২১৬	বুধ
৭০৫	২৪ জুলাই ১৩০৫	২০৪	শুক্র
৭০৬	১৩ জুলাই ১৩০৬	১৯৩	শনি
৭০৭	৩ জুলাই ১৩০৭	১৮৩	রবি
৭০৮	* ২১ জুন ১৩০৮	১৭২	সোম
৭০৯	১১ জুন ১৩০৯	১৬১	বুধ
৭১০	৩১ মে ১৩১০	১৫০	বৃহস্পতি
৭১১	২০ মে ১৩১১	১৩৯	শুক্র
৭১২	* ৯ মে ১৩১২	১২৯	শনি
৭১৩	২৮ এপ্রিল ১৩১৩	১১৭	সোম
৭১৪	১৭ এপ্রিল ১৩১৪	১০৬	মংগল
৭১৫	৭ এপ্রিল ১৩১৫	৯৬	বুধ
৭১৬	* ২৬ মার্চ ১৩১৬	৪৫	বৃহস্পতি
৭১৭	১৬ মার্চ ১৩১৭	৭৪	শনি
৭১৮	৫ মার্চ ১৩১৮	৬৩	রবি
৭১৯	২২ ফেব্রুয়ারী ১৩১৯	৫২	সোম
৭২০	* ১২ ফেব্রুয়ারী ১৩২০	৪২	মংগল
৭২১	৩১ জানুয়ারী ১৩২১	৩০	বৃহস্পতি
৭২২	২০ জানুয়ারী ১৩২২	১৯	শুক্র

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৭২৩	১০ জানুয়ারী ১৩২৩	৯	শনি
৭২৪	৩০ ডিসেম্বর ১৩২৩	৩৬৩	শনি
৭২৫	* ১৮ ডিসেম্বর ১৩২৪	৩৫২	রবি
৭২৬	৮ ডিসেম্বর ১৩২৫	৩৪১	মংগল
৭২৭	২৭ নভেম্বর ১৩২৬	৩৩০	বুধ
৭২৮	১৭ নভেম্বর ১৩২৭	৩২০	বৃহস্পতি
৭২৯	* ৫ নভেম্বর ১৩২৮	৩০৯	শুক্র
৭৩০	২৫ অক্টোবর১৩২৯	২৯৭	রবি
৭৩১	১৫ অক্টোবর ১৩৩০	২৮৭	সোম
৭৩২	৪ অক্টোবর ১৩৩১	২৭৬	মংগল
৭৩৩	* ২২ সেপ্টেম্বর ১৩৩২	২৬৫	বুধ
৭৩৪	১২ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩	২৫৪	শুক্র
৭৩৫	১ সেপ্টেম্বর ১৩৩৪	২৪৩	শনি
৭৩৬	২১ আগস্ট ১৩৩৫	২৩২	রবি
৭৩৭	* ১০ আগস্ট ১৩৩৬	২২২	সোম
৭৩৮	৩০ জুলাই১৩৩৭	২১০	বুধ
৭৩৯	২০ জুলাই ১৩৩৮	২০০	বৃহস্পতি
৭৪০	৯ জুলাই ১৩৩৯	১৮৯	শুক্র
৭৪১	* ২৭ জুন ১৩৪০	১৭৮	শনি
৭৪২	১৭ জুন ১৩৪১	১৬৭	সোম
৭৪৩	৬ জুন ১৩৪২	১৫৬	মংগল
৭৪৪	২৬ মে ১৩৪৩	১৪৫	বুধ
৭৪৫	* ১৫ মে ১৩৪৪	১৩৫	বৃহস্পতি
৭৪৬	৪ মে ১৩৪৫	১২৩	শনি
৭৪৭	২৪ এপ্রিল ১৩৪৬	১১৩	রবি
৭৪৮	১৩ এপ্রিল ১৩৪৭	১০২	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৭৪৯	* ১ এপ্রিল ১৩৪৮	৯১	মংগল
৭৫০	২২ মার্চ ১৩৪৯	৮০	বৃহস্পতি
৭৫১	১১ মার্চ ১৩৫০	৬৯	শুক্র
৭৫২	২৮ ফেব্রুয়ারী ১৩৫১	৫৮	শনি
৭৫৩	* ১১ ফেব্রুয়ারী ১৩৫২	৪৮	রবি
৭৫৪	৬ ফেব্রুয়ারী ১৩৫৩	৩৬	মংগল
৭৫৫	২৬ জানুয়ারী ১৩৫৪	২৫	বুধ
৭৫৬	১৬ জানুয়ারী ১৩৫৫	১৫	বৃহস্পতি
৭৫৭	* ৫ জানুয়ারী ১৩৫৬	৪	শুক্র
৭৫৮	* ২৫ ডিসেম্বর ১৩৫৬	৩৫৯	শুক্র
৭৫৯	১৫ ডিসেম্বর ১৩৫৭	৩৪৭	রবি
৭৬০	৩ ডিসেম্বর ১৩৫৮	৩৩৬	সোম
৭৬১	২৩ নভেম্বর ১৩৫৯	৩২৬	মংগল
৭৬২	* ১১ নভেম্বর ১৩৬০	৩১৫	বুধ
৭৬৩	৩১ অক্টোবর ১৩৬১	৩০৩	শুক্র
৭৬৪	২১ অক্টোবর ১৩৬২	২৯৩	শনি
৭৬৫	১০ অক্টোবর ১৩৬৩	২৮২	রবি
৭৬৬	* ২৮ সেপ্টেম্বর ১৩৬৪	২৭১	সোম
৭৬৭	১৮ সেপ্টেম্বর ১৩৬৫	২৬০	বুধ
৭৬৮	৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬৬	২৪৯	বৃহস্পতি
৭৬৯	২৮ আগস্ট ১৩৭৭	২৩৯	শুক্র
৭৭০	* ১৬ আগস্ট ১৩৬৮	২২৮	শনি
৭৭১	৫ আগস্ট ১৩৬৯	২১৬	সোম
৭৭২	২৬ জুলাই ১৩৭০	২০৬	মংগল
৭৭৩	১৫ জুলাই ১৩৭১	১৯৫	বুধ
৭৭৪	* ৩ জুলাই ১৩৭২	১৮৪	বৃহস্পতি

* *অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মুহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৭৭৫	২৩ জুন ১৩৭৩	১৭৩	শনি
৭৭৬	১২ জুন ১৩৭৪	১৬২	রবি
৭৭৭	২ জুন ১৩৭৫	১৫২	সোম
৭৭৮	* ২১ মে ১৩৭৬	১৪১	মংগল
৭৭৯	১০ মে ১৩৭৭	১২৯	বৃহস্পতি
৭৮০	৩০ এপ্রিল ১৩৭৮	১১৯	শুক্র
৭৮১	১৯ এপ্রিল ১৩৭৯	১০৮	শনি
৭৮২	* ৭ এপ্রিল ১৩৮০	৯৭	রবি
৭৮৩	২৮ মার্চ ১৩৮১	৮৬	মংগল
৭৮৪	১৭ মার্চ ১৩৮২	৭৫	বুধ
৭৮৫	৬ মার্চ ১৩৮৩	৬৪	বৃহস্পতি
৭৮৬	* ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৩৮৪	৫৪	শুক্র
৭৮৭	১২ ফেব্রুয়ারী ১৩৮৫	৪২	রবি
৭৮৮	২ ফেব্রুয়ারী ১৩৮৬	৩২	সোম
৭৮৯	২২ জানুয়ারী ১৩৮৭	২১	মংগল
৭৯০	* ১৯ জানুয়ারী১৩৮৮	১০	বুধ
৭৯১	* ৩১ ডিসেম্বর ১৩৮৮	৩৬৫	বুধ
৭৯২	২০ ডিসেম্বর ১৩৮৯	৩৫৩	শুক্র
৭৯৩	৯ ডিসেম্বর ১৩৯০	৩৪২	শনি
৭৯৪	২৯ নভেম্বর ১৩৯১	৩৩২	রবি
৭৯৫	* ১৭ নভেম্বর ১৩৯২	৩২১	সোম
৭৯৬	৬ নভেম্বর ১৩৯৩	৩০৯	বুধ
৭৯৭	২৭ অক্টোবর ১৩৯৪	২৯৯	বৃহস্পতি
৭৯৮	১৬ অক্টোবর ১৩৯৫	২৮৮	শুক্র
৭৯৯	* ৫ অক্টোবর ১৩৯৬	২৭৮	শনি
৮০০	২৪ সেপ্টেম্বর ১৩৯৭	২৬৬	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৮০১	১৩ সেপ্টেম্বর ১৩৯৮	২৫৫	মংগল
৮০২	৩ সেপ্টেম্বর ১৩৯৯	২৪৫	বুধ
৮০৩	* ২২ আগস্ট ১৪০০	২৩৪	বৃহস্পতি
৮০৪	১১ আগস্ট ১৪০১	২২২	শনি
৮০৫	১ আগস্ট ১৪০২	২১২	রবি
৮০৬	২১ জুলাই ১৪০৩	২০১	সোম
৮০৭	* ১০ জুলাই ১৪০৪	১৯১	মংগল
৮০৮	২৯ জুন ১৪০৫	১৭৯	বৃহস্পতি
৮০৯	১৮ জুন ১৪০৬	১৬৮	শুক্র
৮১০	৮ জুন ১৪০৭	১৫৮	শনি
৮১১	* ২৭ মে ১৪০৮	১৪৭	রবি
৮১২	১৬ মে ১৪০৯	১৩৬	মংগল
৮১৩	৬ মে ১৪১০	১২৬	বুধ
৮১৪	২৫ এপ্রিল ১৪১১	১১৪	বৃহস্পতি
৮১৫	* ১৩ এপ্রিল ১৪১২	১০৩	শুক্র
৮১৬	৩ এপ্রিল ১৪১৩	৯২	রবি
৮১৭	২৩ মার্চ ১৪১৪	৮১	সোম
৮১৮	১৩ মার্চ ১৪১৬	৭১	মংগল
৮১৯	* ১ মার্চ ১৪১৬	৬০	বুধ
৮২০	১৮ ফেব্রুয়ারী ১৪১৭	৪৮	শুক্র
৮২১	৮ ফেব্রুয়ারী ১৪১৮	৩৮	শনি
৮২২	২৮ জানুয়ারী ১৪১৯	২৭	রবি
৮২৩	* ১৭ জানুয়ারী ১৪২০	১৬	সোম
৮২৪	৬ জানুয়ারী ১৪২১	৫	বুধ
৮২৫	২৬ ডিসেম্বর ১৪২১	৩৫৯	বুধ
৮২৬	১৫ ডিসেম্বর ১৪২২	৩৪৮	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৮২৭	৫ ডিসেম্বর ১৪২৩	৩৩৮	শুক্র
৮২৮	* ২৩ নভেম্বর ১৪২৪	৩২৭	শনি
৮২৯	১৩ নভেম্বর ১৪২৫	৩১৬	সোম
৮৩০	২ নভেম্বর ১৪২৬	৩০৫	মংগল
৮৩১	২২ অক্টোবর ১৪২৭	১৯৪	বুধ
৮৩২	* ১১ অক্টোবর ১৪২৮	২৮৪	বৃহস্পতি
৮৩৩	৩০ সেপ্টেম্বর ১৪২৯	২৭২	শনি
৮৩৪	১৯ সেপ্টেম্বর ১৪৩০	২৬১	রবি
৮৩৫	৯ সেপ্টেম্বর ১৪৩১	২৫১	সোম
৮৩৬	* ২৮ আগস্ট ১৪৩২	২৪০	মংগল
৮৩৭	১৮ আগস্ট ১৪৩৩	২২৯	বৃহস্পতি
৮৩৮	৭ আগস্ট ১৪৩৪	২১৮	শুক্র
৮৩৯	২৭ জুলাই ১৪৩৫	২০৭	শনি
৮৪০	* ১৬ জুলাই ১৪৩৬	১৯৭	রবি
৮৪১	৫ জুলাই ১৪৩৭	১৮৫	মংগল
৮৪২	২৪ জুন ১৪৩৮	১৭৪	বুধ
৮৪৩	১৪ জুন ১৪৩৯	১৬০	বৃহস্পতি
৮৪৪	* ২ জুন ১৪৪০	১৫৩	শুক্র
৮৪৫	২২ মে ১৪৪১	১৪১	রবি
৮৪৬	১২ মে ১৪৪২	১৩১	সোম
৮৪৭	১ মে ১৪৪৩	১২০	মংগল
৮৪৮	* ২০ এপ্রিল ১৪৪৪	১১০	বুধ
৮৪৯	৯ এপ্রিল ১৪৪৫	৯৮	শুক্র
৮৫০	২৯ মার্চ ১৪৪৬	৮৭	শনি
৮৫১	১৯ মার্চ ১৪৪৭	৭৭	রবি
৮৫২	* ৭ মার্চ ১৪৪৮	৬৬	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৮৫৩	২৪ ফেব্রুয়ারী ১৪৪৯	৫৪	বুধ
৮৫৪	১৪ ফেব্রুয়ারী ১৪৫০	৪৪	বৃহস্পতি
৮৫৫	৩ ফেব্রুয়ারী১৪৫১	৩৩	শুক্র
৮৫৬	* ২৩ জানুয়ারী ১৪৫২	২২	শনি
৮৫৭	১২ জানুয়ারী ১৪৫৩	১১	সোম
৮৫৮	১ জানুয়ারী ১৪৫৪	০	মংগল
৮৫৯	২২ ডিসেম্বর ১৪৫৪	৩৫৫	মংগল
৮৬০	১১ ডিসেম্বর ১৪৫৫	৩৪৪	বুধ
৮৬১	* ২৯ নভেম্বর ১৪৫৬	৩৩৩	বৃহস্পতি
৮৬২	১৯ নভেম্বর ১৪৫৭	৩২২	শনি
৮৬৩	৮ নভেম্বর ১৪৫৮	৩১১	রবি
৮৬৪	২৮ অক্টোবর ১৪৫৯	৩০০	সোম
৮৬৫	* ১৭ অক্টোবর ১৪৬০	২৯০	মংগল
৮৬৬	৬ অক্টোবর ১৪৬১	২৭৮	বৃহস্পতি
৮৬৭	২৬ সেপ্টেম্বর ১৪৬২	২৬৮	শুক্র
৮৬৮	১৫ সেপ্টেম্বর ১৪৬৩	২৫৭	শনি
৮৬৯	* ৩ সেপ্টেম্বর ১৪৬৪	২৪৬	রবি
৮৭০	২৩ আগস্ট ১৪৬৫	২৩৪	মংগল
৮৭১	১৩ আগস্ট ১৪৬৬	২২৪	বুধ
৮৭২	২ আগস্ট ১৪৬৭	২১৩	বৃহস্পতি
৮৭৩	* ২২ জুলাই ১৪৬৮	২০৩	শুক্র
৮৭৪	১১ জুলাই ১৪৬৯	১৯১	রবি
৮৭৫	৩০ জুন ১৪৭০	১৮০	সোম
৮৭৬	২০ জুন ১৪৭১	১৭০	মংগল
৮৭৭	* ৮ জুন ১৪৭২	১৫৯	বুধ
৮৭৮	২৯ মে ১৪৭৩	১৪৮	শুক্র

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৮৭৯	১৮ মে ১৪৭৪	১৩৭	শনি
৮৮০	৭ মে ১৪৭৫	১২৬	রবি
৮৮১	* ২৬ এপ্রিল ১৪৭৬	১১৬	সোম
৮৮২	১৫ এপ্রিল ১৪৭৭	১০৪	বুধ
৮৮৩	৪ এপ্রিল ১৪৭৮	৯৩	বৃহস্পতি
৮৮৪	২৫ মার্চ১৪৭৯	৮৩	শুক্র
৮৮৫	* ১৩ মার্চ ১৪৮০	৭২	শনি
৮৮৬	২ মার্চ ১৪৮১	৬০	সোম
৮৮৭	২০ ফেব্রুয়ারী ১৪৮২	৫০	মংগল
৮৮৮	৯ ফেব্রুয়ারী ১৪৮৩	৩৯	বুধ
৮৮৯	* ৩০ জানুয়ারী ১৪৮৪	২৯	বৃহস্পতি
৮৯০	১৮ জানুয়ারী ১৪৮৫	১৭	শনি
৮৯১	৭ জানুয়ারী ১৪৮৬	৬	রবি
৮৯২	২৮ ডিসেম্বর ১৪৮৬	৩৬১	রবি
৮৯৩	১৭ ডিসেম্বর ১৪৮৭	৩৫০	সোম
৮৯৪	* ৫ ডিসেম্বর ১৪৮৮	৩৩৯	মংগল
৮৯৫	২৫ নভেম্বর ১৪৮৯	৩২৮	বৃহস্পতি
৮৯৬	১৪ নভেম্বর ১৪৯০	৩১৭	শুক্র
৮৯৭	৪ নভেম্বর ১৪৯১	৩০৭	শনি
৮৯৮	* ২৩ অক্টোবর ১৪৯২	২৯৬	রবি
৮৯৯	১২ অক্টোবর ১৪৯৩	২৮৪	মংগল
৯০০	২ অক্টোবর ১৪৯৪	২৭৮	বুধ
৯০১	২১ সেপ্টেম্বর ১৪৯৫	২৬৩	বৃহস্পতি
৯০২	* ৯ সেপ্টেম্বর ১৪৯৬	২৫২	শুক্র
৯০৩	৩০ আগস্ট ১৪৯৭	২৪১	রবি
৯০৪	১৯ আগস্ট ১৪৯৮	২৩০	সোম

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৯০৫	৮ আগস্ট ১৪৯৯	২১৯	মংগল
৯০৬	* ২৮ জুলাই ১৫০০	২০৯	বুধ
৯০৭	১৭ জুলাই ১৫০১	১৯৭	শুক্র
৯০৮	৭ জুলাই ১৫০২	১৮৮	শনি
৯০৯	২৬ জুন ১৫০৩	১৭৬	রবি
৯১০	* ১৪ জুন ১৫০৪	১৬৫	সোম
৯১১	৪ জুন ১৫০৫	১৫৪	বুধ
৯১২	২৪ মে ১৫০৬	১৪৩	বৃহস্পতি
৯১৩	১৩ মে ১৫০৭	১৩২	শুক্র
৯১৪	* ২ মে ১৫০৮	১২২	শনি
৯১৫	২১ এপ্রিল ১৫০৯	১১০	সোম
৯১৬	১০ এপ্রিল ১৫১০	৯৯	মংগল
৯১৭	৩১ মার্চ ১৫১১	৮৯	বুধ
৯১৮	* ১৯ মার্চ ১৫১২	৭৮	বৃহস্পতি
৯১৯	৯ মার্চ ১৫১৩	৬৭	শনি
৯২০	২৬ ফেব্রুয়ারী ১৫১৪	৫৬	রবি
৯২১	১৫ ফেব্রুয়ারী ১৫১৫	৪৬	সোম
৯২২	* ৫ ফেব্রুয়ারী ১৫১৬	৩৫	মংগল
৯২৩	২৪ জানুয়ারী ১৫১৭	২৩	বৃহস্পতি
৯২৪	১৩ জানুয়ারী ১৫১৮	১২	শুক্র
৯২৫	৩ জানুয়ারী ১৫১৯	২	শনি
৯২৬	২৩ ডিসেম্বর ১৫১৯	৩৫৬	শনি
৯২৭	* ১২ ডিসেম্বর ১৫২০	১৪৬	রবি
৯২৮	১ ডিসেম্বর ১৫২১	৩৩৪	মংগল
৯২৯	২০ নভেম্বর ১৫২২	৩২৩	বুধ
৯৩০	১০ নভেম্বর ১৫২৩	৩১৩	বৃহস্পতি

* *অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৩৩১	* ২৯ অক্টোবর ১৫২৪	৩০২	শুক্র
৯৩২	১৮ অক্টোবর ১৫২৫	২৯০	রবি
৯৩৩	৮ অক্টোবর ১৫২৬	২৮০	সোম
৯৩৪	২৭ অক্টোবর ১৫২৭	২৬৯	মংগল
৯৩৫	* ১৫ সেপ্টেম্বর ১৫২৮	২৫৮	বুধ
৯৩৬	৫ সেপ্টেম্বর ১৫২৯	২৪৭	শুক্র
৯৩৭	২৫ আগস্ট ১৫৩০	২৩৬	শনি
৯৩৮	১৫ আগস্ট ১৫৩১	২২৬	রবি
৯৩৯	* ৩ আগস্ট ১৫৩২	২১৫	সোম
৯৪০	২৩ জুলাই ১৫৩৩	২০৩	বুধ
৯৪১	১৩ জুলাই ১৫৩৪	১৯৩	বৃহস্পতি
৯৪২	২ জুলাই ১৫৩৫	১৮২	শুক্র
৯৪৩	* ২০ জুন ১৫৩৬	১৭১	শনি
৯৪৪	১০ জুন ১৫৩৭	১৬১	সোম
৯৪৫	৩০ মে ১৫৩৮	১৪৯	মংগল
৯৪৬	১৯ মে ১৫৩৯	১৩৮	বুধ
৯৪৭	* ৮ মে ১৫৪০	১২৮	বৃহস্পতি
৯৪৮	২৭ এপ্রিল ১৫৪১	১১৬	শনি
৯৪৯	১৭ এপ্রিল ১৫৪২	১০৬	রবি
২৫০	৬ এপ্রিল ১৫৪৩	৯৫	সোম
৯৫১	* ২৫ মার্চ ১৫৪৪	৮৪	মংগল
৯৫২	১৫ মার্চ ১৫৪৫	৭৩	বৃহস্পতি
৯৫৩	৪ মার্চ ১৫৪৬	৬২	শুক্র
৯৫৪	২১ ফেব্রুয়ারী ১৫৪৭	৫১	শনি
৯৫৫	* ১১ ফেব্রুয়ারী ১৫৪৮	৪১	রবি
৯৫৬	৩০ জানুয়ারী ১৫৪৯	২৯	মংগল

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৯৫৭	২০ জানুয়ারী ১৫৫০	১৯	বুধ
৯৫৮	৯ জানুয়ারী ১৫৫১	৮	বৃহস্পতি
৯৫৯	২৯ ডিসেম্বর ১৫৫১	৩৬২	বৃহস্পতি
৯৬০	* ১৮ ডিসেম্বর ১৫৫২	৩৫২	বুধ
৯৬১	৭ ডিসেম্বর ১৫৫৩	৩৪০	শুক্র
৯৬২	২৬ নভেম্বর ১৫৫৪	৩২৯	শনি
৯৬৩	১৬ নভেম্বর ১৫৫৫	৩১৯	রবি
৯৬৪	* ৪ নভেম্বর ১৫৫৬	৩০৮	সোম
৯৬৫	২৪ অক্টোবর ১৫৫৭	২৯৬	বুধ
৯৬৬	১৪ অক্টোবর ১৫৫৮	২৮৬	বৃহস্পতি
৯৬৭	৩ অক্টোবর ১৫৫৯	২৭৫	শুক্র
৯৬৮	* ২২ সেপ্টেম্বর ১৫৬০	২৬৫	শনি
৯৬৯	১১ আগস্ট ১৫৬১	২৫৩	সোম
৯৭০	৩১ আগস্ট ১৫৬২	২৪২	মংগল
৯৭১	২১ আগস্ট ১৫৬৩	১৩২	বুধ
৯৭২	* ৯ আগস্ট ১৪৬৪	২২১	বৃহস্পতি
৯৭৩	২৯ জুলাই ১৫৬৫	২০৯	শনি
৯৭৪	১৯ জুলাই ১৫৬৬	১৯৯	রবি
৯৭৫	৮ জুলাই ১৫৬৭	১৮৮	সোম
৯৭৬	* ২৬ জুন ১৫৬৮	১৭৭	মংগল
৯৭৭	১৬ জুন ১৫৬৯	১৬৬	বৃহস্পতি
৯৭৮	৫ জুন ১৫৭০	১৫৫	শুক্র
৯৭৯	২৬ মে ১৫৭১	১৪৫	শনি
৯৮০	* ১৪ মে ১৫৭২	১৩৪	রবি
৯৮১	৩ মে ১৫৭৩	১২২	মংগল
৯৮২	২৩ এপ্রিল ১৫৭৪	১১২	বুধ

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
৯৮৩	১২ এপ্রিল ১৫৭৫	১০১	বৃহস্পতি
৯৮৪	* ৩১ মার্চ ১৫৭৬	৯০	শুক্র
৯৮৫	২১ মার্চ ১৫৭৭	৭৯	রবি
৯৮৬	১০ মার্চ ১৫৭৮	৬৮	সোম
৯৮৭	২৮ ফেব্রুয়ারী ১৫৭৯	৫৮	মংগল
৯৮৮	* ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৫৮০	৪৭	বুধ
৯৮৯	৫ ফেব্রুয়ারী ১৫৮১	৩৫	শুক্র
৯৯০	২৬ জানুয়ারী ১৫৮২	২৫	শনি
৯৯১	২৫ জানুয়ারী ১৫৮৩	২৪	বৃহস্পতি (রবি)
৯৯২	* ১৪ জানুয়ারী ১৫৮৩	১৩	শুক্র (সোম)
৯৯৩	৩ জানুয়ারী ১৫৮৪	২	রবি
৯৯৪	২৩ ডিসেম্বর ১৫৮৫	৩৫৬	রবি
৯৯৫	১২ ডিসেম্বর ১৫৮৬	৩৪৫	সোম
৯৯৬	২ ডিসেম্বর ১৫৮৭	৩৩৫	মংগল
৯৯৭	* ২০ নভেম্বর ১৫৮৮	৩২৪	বুধ
৯৯৮	১০ নভেম্বর ১৫৯৯	৩৯৩	শুক্র
৯৯৯	৩০ অক্টোবর ১৫৯০	৩০২	শনি
১০০০	১৯ অক্টোবর ১৫৯১	২৯১	রবি
১০০১	* ৪ অক্টোবর ১৫৯২	২৮১	সোম
১০০২	২৭ সেপ্টেম্বর ১৫৯৩	২৬৯	বুধ
১০০৩	১৬ সেপ্টেম্বর১৫৯৪	২৫৮	বৃহস্পতি
১০০৪	৬ সেপ্টেম্বর ১৫৯৫	২৪৮	শুক্র
১০০৫	* ২৮ অক্টোবর ১৫৯৬	২৩৭	শনি
১০০৬	১৪ আগস্ট ১৫৯৭	২২৫	সোম
১০০৭	৪ আগস্ট ১৫৯৮	২১৫	মংগল
১০০৮	২৪ জুলাই ১৫৯৯	২০৪	বুধ

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১০০৯	* ১৩ জুলাই ১৬০০	১৯৪	বৃহস্পতি
১০১০	২ জুলাই ১৬০১	১৮২	শনি
১০১১	২১ জুন ১৬০২	১৭১	রবি
১০১২	১১ জুন ১৬০৩	১৬১	সোম
১০১৩	* ৩০ মে ১৬০৪	১৫০	মংগল
১০১৪	১৯ মে ১৬০৫	১৩৮	বৃহস্পতি
১০১৫	৯মে ১৬০৬	১২৮	শুক্র
১০১৬	২৮ এপ্রিল ১৬০৭	১১৭	শনি
১০১৭	* ১৭ এপ্রিল ১৬০৮	১০৭	রবি
১০১৮	৬ এপ্রিল ১৬০৯	৯৫	মংগল
১০১৯	২৬ মার্চ ১৬১০	৮৪	বুধ
১০২০	১৬ মার্চ ১৬১১	৭৪	বৃহস্পতি
১০২১	* ৪ মার্চ ১৬১২	৬৩	শুক্র
১০২২	২১ ফেব্রুয়ারী ১৬১৩	৫১	রবি
১০২৩	১১ ফেব্রুয়ারী ১৬১৪	৪১	সোম
১০২৪	৩১ জানুয়ারী ১৬১৫	৩০	মংগল
১০২৫	* ২০ জানুয়ারী ১৬১৬	১৯	বুধ
১০২৬	৯ জানুয়ারী ১৬১৭	৪	শুক্র
১০২৭	২৯ ডিসেম্বর ১৬১৮	৩৬২	শুক্র
১০২৮	১৯ ডিসেম্বর ১৬১৮	৩৫২	শনি
১০২৯	৮ ডিসেম্বর ১৬১৯	৩৪১	রবি
১০৩০	* ২৬ নভেম্বর ১৬২০	৩৩০	সোম
১০৩১	১৬ নভেম্বর ১৬২১	৩১৯	বুধ
১০৩২	৫ নভেম্বর ১৬২২	৩০৮	বৃহস্পতি
১০৩৩	২৫ অক্টোবর ১৬২৩	২৯৭	শুক্র
১০৩৪	* ১৪ অক্টোবর ১৬২৪	২৮৭	শনি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১০৩৫	৩ অক্টোবর ১৬২৫	২৭৫	সোম
১০৩৬	২২ সেপ্টেম্বর ১৬২৬	২৬৪	মংগল
১০৩৭	১২ সেপ্টেম্বর ১৬২৭	২৫০	বুধ
১০৩৮	* ৩১ আগস্ট ১৬২৮	২৪৩	বৃহস্পতি
১০৩৯	২১ আগস্ট ১৬২৯	২৩২	শনি
১০৪০	১০ আগস্ট ১৬৩০	২২১	রবি
১০৪১	৩০ জুলাই ১৬৩১	২১০	সোম
১০৪২	* ১৯ জুলাই ১৬৩২	২০০	মংগল
১০৪৩	৮ জুলাই ১৬৩৩	১৮৮	বৃহস্পতি
১০৪৪	২৭ জুন ১৬৩৪	১৭৭	শুক্র
১০৪৫	১৭ জুন ১৬৩৫	১৬৭	শনি
১০৪৬	* ৫ জুন ১৬৩৬	১৬৪	রবি
১০৪৭	২৬ মে ১৬৩৭	১৪৫	মংগল
১০৪৮	১৫ মে ১৬৩৮	১৩৪	বুধ
১০৪৯	৪ মে ১৬৩৯	১২৩	বৃহস্পতি
১০৫০	* ২৩ এপ্রিল ১৬৪০	১১৩	শুক্র
১০৫১	১২ এপ্রিল ১৬৪১	১০১	রবি
১০৫২	৯ এপ্রিল ১৬৪২	৯০	সোম
১০৫৩	২২ মার্চ ১৬৪৩	৮০	মংগল
১০৫৪	* ১০ মার্চ ১৬৪৪	৬৯	বুধ
১০৫৫	২৭ ফেব্রুয়ারী ১৬৪৫	৫৭	শুক্র
১০৫৬	১৭ ফেব্রুয়ারী ১৬৪৬	৪৭	শনি
১০৫৭	৬ ফেব্রুয়ারী ১৬৪৭	৩৬	রবি
১০৫৮	* ২৭ জানুয়ারী ১৬৪৮	২৬	সোম
১০৫৯	১৫ জানুয়ারী ১৬৪৯	১৪	বুধ
১০৬০	৪ জানুয়ারী ১৬৫০	৩	বৃহস্পতি

** অধিবর্ষ (লিং ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১০৬১	২৫ ডিসেম্বর ১৬৫০	৩৫৮	বৃহস্পতি
১০৬২	১৪ ডিসেম্বর ১৬৫১	৩৪৭	শুক্র
১০৬৩	* ২ ডিসেম্বর ১৬৫২	৩৩৬	শনি
১০৬৪	২২ নভেম্বর ১৬৫৩	৩২৫	সোম
১০৬৫	১১ নভেম্বর ১৬৫৪	৩১৪	মংগল
১০৬৬	৩১ অক্টোবর ১৬৫৫	৩০৩	বুধ
১০৬৭	* ২০ অক্টোবর ১৬৫৬	২৯৩	বৃহস্পতি
১০৬৮	৯ অক্টোবর ১৬৫৭	২৮১	শনি
১০৬৯	২৯ সেপ্টেম্বর ১৬৫৮	২৭১	রবি
১০৭০	১৮ সেপ্টেম্বর ১৬৫৯	২৬০	সোম
১০৭১	* ৬ সেপ্টেম্বর ১৬৬০	২৪৯	মংগল
১০৭২	২৭ আগস্ট ১৬৬১	২৩৮	বৃহস্পতি
১০৭৩	১৬ আগস্ট ১৬৬২	২২৭	শুক্র
১০৭৪	৫ আগস্ট ১৬৬৩	২১৬	শনি
১০৭৫	* ২৫ জুলাই ১৬৬৪	২০৬	রবি
১০৭৬	১৩ জুলাই ১৬৬৫	১৯৪	মংগল
১০৭৭	৪ জুলাই ১৬৬৬	১৮৪	বুধ
১০৭৮	২৩ জুন ১৬৬৭	১৭৩	বৃহস্পতি
১০৭৯	* ১১ জুন ১৬৬৮	১৬২	শুক্র
১০৮০	১ জুন ১৬৬৯	১৫১	রবি
১০৮১	২১ মে ১৬৭০	১৪০	সোম
১০৮২	১০ মে ১৬৭১	১২৯	মংগল
১০৮৩	* ২৯ এপ্রিল ১৬৭২	১১৯	বুধ
১০৮৪	১৮ এপ্রিল ১৬৭৩	১০৭	শুক্র
১০৮৫	৭ এপ্রিল ১৬৭৪	৯৬	শনি
১০৮৬	২৮ মার্চ ১৬৭৫	৮৬	রবি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১০৮৭	* ১৬ মার্চ ১৬৭৬	৭৫	সোম
১০৮৮	৬ মার্চ ১৬৭৭	৬৪	বুধ
১০৮৯	২৩ ফেব্রুয়ারী ১৬৭৮	৫৩	বৃহস্পতি
১০৯০	১২ ফেব্রুয়ারী ১৬৭৯	৪২	শুক্র
১০৯১	* ২ ফেব্রুয়ারী ১৬৮০	৩২	শনি
১০৯২	২১ জানুয়ারী ১৬৮১	২০	সোম
১০৯৩	১০ জানুয়ারী ১৬৮২	৯	মংগল
১০৯৪	৩১ ডিসেম্বর ১৬৮২	৩৬৪	মংগল
১০৯৫	২০ ডিসেম্বর ১৬৮৩	৩৫৩	বুধ
১০৯৬	* ৮ ডিসেম্বর ১৬৮৪	৩৪২	বৃহস্পতি
১০৯৭	২৮ নভেম্বর ১৬৮৫	৩৩১	শনি
১০৯৮	১৭ নভেম্বর ১৬৮৬	৩২০	রবি
১০৯৯	৭ নভেম্বর ১৬৮৭	৩১০	সোম
১১০০	* ২৬ অক্টোবর ১৬৮৮	২৯৯	মংগল
১১০১	১৫ অক্টোবর ১৬৮৯	২৮৭	বৃহস্পতি
১১০২	৫ অক্টোবর ১৬৯০	২৭৭	শুক্র
১১০৩	২৪ সেপ্টেম্বর ১৬৯১	২৬৬	শনি
১১০৪	* ১২ সেপ্টেম্বর ১৬৯২	২৫৫	রবি
১১০৫	২ সেপ্টেম্বর ১৬৯৩	২৪৪	মংগল
১১০৬	২২ আগস্ট ১৬৯৪	২৩৩	বুধ
১১০৭	১২ আগস্ট ১৬৯৫	২২৩	বৃহস্পতি
১১০৮	* ৩১ জুলাই ১৬৯৬	২১২	শুক্র
১১০৯	২০ জুলাই ১৬৯৭	২০০	রবি
১১১০	১০ জুলাই১৬৯৮	১৯০	সোম
১১১১	২৯ জুন ১৬৯৯	১৭৯	মংগল
১১১২	* ১৮ জুন ১৭০০	১৬৮	বুধ

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১১১৩	৮ জুন ১৭০১	১৫৮	বৃহস্পতি
১১১৪	২৮ মে ১৭০২	১৪৭	শুক্র
১১১৫	১৭ মে ১৭০৩	১৩৬	শনি
১১১৬	* ৬ মে ১৭০৪	১২৫	রবি
১১১৭	২৫ এপ্রিল ১৭০৫	১১৪	মংগল
১১১৮	১৫ এপ্রিল ১৭০৬	১০৪	বুধ
১১১৯	৪ এপ্রিল ১৭০৭	৯৩	বৃহস্পতি
১১২০	* ২৩ মার্চ ১৭০৮	৮২	শুক্র
১১২১	১৩ মার্চ ১৭০৯	৭১	রবি
১১২২	২ মার্চ ১৭১০	৬০	সোম
১১২৩	১৯ ফেব্রুয়ারী ১৭১১	৪৯	মংগল
১১২৪	* ৯ ফেব্রুয়ারী ১৭১২	৩৯	বুধ
১১২৫	২৮ জানুয়ারী ১৭১৩	২৭	শুক্র
১১২৬	১৭ জানুয়ারী ১৭১৪	১৬	শনি
১১২৭	৭ জানুয়ারী ১৭১৫	৬	রবি
১১২৮	২৭ ডিসেম্বর ১৭১৫	৩৬০	রবি
১১২৯	* ১৬ ডিসেম্বর ১৭১৬	৩৫	সোম
১১৩০	৫ ডিসেম্বর ১৭১৭	৩৩৮	বুধ
১১৩১	২৪ নভেম্বর ১৭১৮	৩২৭	বৃহস্পতি
১১৩২	১৪ নভেম্বর ১৭১৯	৩১৭	শুক্র
১১৩৩	* ২ নভেম্বর ১৭২০	৩০৬	শনি
১১৩৪	২২ অক্টোবর ১৭২১	২৯৪	সোম
১১৩৫	১২ অক্টোবর ১৭২২	২৮৪	মংগল
১১৩৬	১ অক্টোবর ১৭২৩	২৭৩	বুধ
১১৩৭	* ২০ সেপ্টেম্বর ১৭২৪	২৬৩	বৃহস্পতি
১১৩৮	৯ সেপ্টেম্বর ১৭২৫	২৫১	শনি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১১৩৯	২৯ আগস্ট ১৭২৬	২৪০	রবি
১১৪০	১৯ আগস্ট ১৭২৭	২৩০	সোম
১১৪১	* ৭ আগস্ট ১৭২৮	২১৯	মংগল
১১৪২	২৭ জুলাই ১৭২৯	২০৭	বৃহস্পতি
১১৪৩	১৭ জুলাই ১৭৩০	১৯৭	শুক্র
১১৪৪	৬ জুলাই ১৭৩১	১৪৬	শনি
১১৪৫	* ২৪ জুন ১৭৩২	১৭৫	রবি
১১৪৬	১৪ জুন ১৭৩৩	১৬৪	মংগল
১১৪৭	৩ জুন ১৭৩৪	১৩৫	বুধ
১১৪৮	২৪ মে ১৭৩৫	১৪৩	বৃহস্পতি
১১৪৯	* ১২ মে ১৭৩৬	১৩২	শুক্র
১১৫০	১ মে ১৭৩৭	১২০	রবি
১১৫১	২১ এপ্রিল ১৭৩৮	১১০	সোম
১১৫২	১০ এপ্রিল ১৭৩৯	৯৯	মংগল
১১৫৩	* ২৯ মার্চ ১৭৪০	৮৮	বুধ
১১৫৪	১৯ মার্চ ১৭৪১	৭৭	শুক্র
১১৫৫	৮ মার্চ ১৭৪২	৬৬	শনি
১১৫৬	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৪৩	৫৫	রবি
১১৫৭	* ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৪৪	৪৫	সোম
১১৫৮	৩ ফেব্রুয়ারী ১৭৪৫	৩৩	বুধ
১১৫৯	২৪ জানুয়ারী ১৭৪৬	২৩	বৃহস্পতি
১১৬০	১৩ জানুয়ারী ১৭৪৭	১২	শুক্র
১১৬১	* ২ জানুয়ারী ১৭৪৮	১	শনি
১১৬২	* ২২ ডিসেম্বর ১৭৪৮	৩৫৬	শনি
১১৬৩	১১ ডিসেম্বর ১৭৪৯	৩৪৪	সোম
১১৬৪	৩০ নভেম্বর ১৭৫০	৩৩৩	মংগল

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১১৬৫	২০ নভেম্বর ১৭৫১	৩২৩	বুধ
১১৬৬	* ৮ নভেম্বর ১৭৫২	৩১২	বৃহস্পতি
১১৬৭	২৯ অক্টোবর ১৭৫৩	৩০১	শনি
১১৬৮	১৮ অক্টোবর ১৭৫৪	২৯০	রবি
১১৬৯	৭ অক্টোবর ১৭৫৫	২৭৯	সোম
১১৭০	* ২৬ সেপ্টেম্বর ১৭৫৬	২৬৯	মংগল
১১৭১	১৫ সেপ্টেম্বর ১৭৫৭	২৫৭	বৃহস্পতি
১১৭২	৪ সেপ্টেম্বর ১৭৫৮	২৪৬	শুক্র
১১৭৩	২৫ আগস্ট ১৭৫৯	২৩৬	শনি
১১৭৪	* ১৩ আগস্ট ১৭৬০	২১৫	রবি
১১৭৫	২ আগস্ট ১৭৬১	২১৩	মংগল
১১৭৬	২৩ জুলাই ১৭৬২	২০৩	বুধ
১১৭৭	১২ জুলাই ১৭৬৩	১৯২	বৃহস্পতি
১১৭৮	* ১ জুলাই ১৭৬৪	১৮২	শুক্র
১১৭৯	২০ জুন ১৭৬৫	১৭০	রবি
১১৮০	৯ জুন ১৭৬৬	১৫৯	সোম
১১৮১	৩০ মে ১৭৬৭	১৪৯	মংগল
১১৮২	* ১৮ মে ১৭৬৮	১৩৮	বুধ
১১৮৩	৭ মে ১৭৬৯	১২৬	শুক্র
১১৮৪	২৭ এপ্রিল ১৭৭০	১১৬	শনি
১১৮৫	১৬ এপ্রিল ১৭৭১	১০৫	রবি
১১৮৬	* ৪ এপ্রিল ১৭৭২	৯৪	সোম
১১৮৭	২৫ মার্চ ১৭৭৩	৮৩	বুধ
১১৮৮	১৪ মার্চ ১৭৭৪	৭২	বৃহস্পতি
১১৮৯	৪ মার্চ ১৭৭৫	৬২	শুক্র
১১৯০	* ২১ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৬	৫১	শনি

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১১৯১	১৯ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৭	৩৯	সোম
১১৯২	৩০ জানুয়ারী ১৭৭৮	২৯	মংগল
১১৯৩	১৯ জানুয়ারী ১৭৭৯	১৮	বুধ
১১৯৪	* ৮ জানুয়ারী ১৭৮০	৭	বৃহস্পতি
১১৯৫	* ২৮ ডিসেম্বর ১৭৮০	৩৬২	বৃহস্পতি
১১৯৬	১৭ ডিসেম্বর ১৭৮১	৩৫০	শনি
১১৯৭	৭ ডিসেম্বর ১৭৮২	৩৪০	রবি
১১৯৮	২৬ নভেম্বর ১৭৮৩	৩২৯	সোম
১১৯৯	* ১৪ নভেম্বর ১৭৮৪	৩১৮	মংগল
১২০০	৪ নভেম্বর ১৭৮৫	৩০৭	বৃহস্পতি
১২০১	২৪ অক্টোবর ১৭৮৬	২৯৬	শুক্র
১২০২	১৩ অক্টোবর ১৭৮৭	২৮৫	শনি
১২০৩	* ২ অক্টোবর ১৭৮৮	২৭৫	রবি
১২০৪	২১ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯	২৬৩	মংগল
১২০৫	১০ সেপ্টেম্বর ১৭৯০	২৫২	বুধ
১২০৬	৩১ আগস্ট ১৭৯১	২৪২	বৃহস্পতি
১২০৭	* ১৯ আগস্ট ১৭৯২	২৩১	শুক্র
১২০৮	৯ আগস্ট ১৭৯৩	২২০	রবি
১২০৯	২৯ জুলাই ১৭৯৪	২০৯	সোম
১২১০	১৮ জুলাই ১৭৯৫	১৯৮	মংগল
১২১১	* ৭ জুলাই ১৭৯৬	১৮৮	বুধ
১২১২	২৬ জুন ১৭৯৭	১৭৬	শুক্র
১২১৩	১৫ জুন ১৭৯৮	১৬৫	শনি
১২১৪	৫ জুন ১৭৯৯	১৫৫	রবি
১২১৫	২৫ মে ১৮০০	১৪৪	সোম
১২১৬	১৪ মে ১৮০১	১৩৩	মংগল

* অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১২১৭	৪ মে ১৮০২	১২৩	বুধ
১২১৮	২৩ এপ্রিল ১৮০৩	১১২	বৃহস্পতি
১২১৯	* ১২ এপ্রিল ১৮০৪	১০২	শুক্র
১২২০	১ এপ্রিল ১৮০৫	৯০	রবি
১২২১	২১ মার্চ ১৮০৬	৭৯	সোম
১২২২	১১ মার্চ ১৮০৭	৬৯	মংগল
১২২৩	* ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮০৮	৫৮	বুধ
১২২৪	১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮০৯	৪৬	শুক্র
১২২৫	৬ ফেব্রুয়ারী ১৮১০	৩৬	শনি
১২২৬	২৬ জানুয়ারী ১৮১১	২৫	রবি
১২২৭	* ১৬ জানুয়ারী ১৮১২	১৫	সোম
১২২৮	৪ জানুয়ারী ১৮১৩	৩	বুধ
১২২৯	২৪ ডিসেম্বর ১৮১৩	৩৫৭	বুধ
১২৩০	১৪ ডিসেম্বর ১৮১৪	৩৪৭	বৃহস্পতি
১২৩১	৩ ডিসেম্বর ১৮১৫	৩৩৬	শুক্র
১২৩২	* ২১ নভেম্বর ১৮১৬	৩২৫	শনি
১২৩৩	১১ নভেম্বর ১৮১৭	৩১৪	সোম
১২৩৪	৩১ অক্টোবর ১৮১৮	৩০৩	মংগল
১২৩৫	২০ অক্টোবর ১৮১৯	২৯২	বুধ
১২৩৬	* ৯ অক্টোবর ১৮২০	২৮২	বৃহস্পতি
১২৩৭	২৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১	২৭০	শনি
১২৩৮	১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২২	২৬০	রবি
১২৩৯	৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩	২৪৯	সোম
১২৪০	* ২৬ আগস্ট ১৮২৪	২৩৮	মংগল
১২৪১	১৬ আগস্ট ১৮২৫	২২৭	বৃহস্পতি
১২৪২	৫ আগস্ট ১৮২৬	২১৬	শুক্র

** অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১২৪৩	২৫ জুলাই ১৮২৭	২০৫	শনি
১২৪৪	* ১৪ জুলাই ১৮২৮	১৯৫	রবি
১২৪৫	৩ জুলাই ১৮২৯	১৮৩	রবি
১২৪৬	২২ জুন ১৮৩০	১৭২	বুধ
১২৪৭	১২ জুন ১৮৩১	১৬২	বৃহস্পতি
১২৪৮	* ৩১ মে ১৮৩২	১৫১	শুক্র
১২৪৯	২১ মে ১৮৩৩	১৪০	রবি
১২৫০	১০ মে ১৮৩৪	১২৯	সোম
১২৫১	২৯ এপ্রিল ১৮৩৫	১১৮	মংগল
১২৫২	* ১৮ এপ্রিল ১৮৩৬	১০৮	বুধ
১২৫৩	৭ এপ্রিল ১৮৩৭	৯৬	শুক্র
১২৫৪	২৭ মার্চ ১৮৩৮	৮৫	শনি
১২৫৫	১৭ মার্চ ১৮৩৯	৭৫	রবি
১২৫৬	* ৫ মার্চ ১৮৪০	৬৪	সোম
১২৫৭	২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৪১	৫৩	বুধ
১২৫৮	১২ ফেব্রুয়ারী ১৮৪২	৪২	বৃহস্পতি
১২৫৯	১ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩	৩১	শুক্র
১২৬০	* ২২ জানুয়ারী ১৮৪৪	২১	শনি
১২৬১	১০ জানুয়ারী ১৮৪৫	৯	সোম
১২৬২	৩০ ডিসেম্বর ১৮৪৫	৩৬৩	সোম
১২৬৩	২০ ডিসেম্বর ১৮৪৬	৩৫৩	মংগল
১২৬৪	৯ ডিসেম্বর ১৮৪৭	৩৪৩	বুধ
১২৬৫	* ২৭ নভেম্বর ১৮৪৮	৩৩১	বৃহস্পতি
১২৬৬	১৭ নভেম্বর ১৮৪৯	৩২০	শনি
১২৬৭	৬ নভেম্বর ১৮৫০	৩০৯	রবি
১২৬৮	২৭ অক্টোবর ১৮৫১	২৯৯	সোম

* অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১২৬৯	* ১৫ অক্টোবর ১৮৫২	২৮৮	মংগল
১২৭০	৪ অক্টোবর ১৮৫৩	২৭৬	বৃহস্পতি
১২৭১	২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪	২৬৬	শুক্র
১২৭২	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫	২৫৫	শনি
১২৭৩	* ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬	২৪৪	মংগল
১২৭৪	২২ আগস্ট ১৮৫৭	২৩৩	মংগল
১২৭৫	১১ আগস্ট ১৮৫৮	২২২	বুধ
১২৭৬	৩১ জুলাই ১৮৫৯	২১১	বৃহস্পতি
১২৭৭	* ২০ জুলাই ১৮৬০	২০১	শুক্র
১২৭৮	৯ জুলাই ১৮৬১	১৮৯	রবি
১২৭৯	২৯ জুন ১৮৬২	১৭৯	সোম
১২৮০	১৮ জুন ১৮৬৩	১৬৮	মংগল
১২৮১	* ৬ জুন ১৮৬৪	১৫৭	বুধ
১২৮২	২৭ মে ১৮৬৫	১৪৬	শুক্র
১২৮৩	১৬ মে ১৮৬৬	১৩৫	শনি
১২৮৪	৫ মে ১৮৬৭	১২৪	রবি
১২৮৫	* ২৪ এপ্রিল ১৮৬৮	১১৪	সোম
১২৮৬	১৩ এপ্রিল ১৮৬৯	১০২	বুধ
১২৮৭	৩ এপ্রিল ১৮৭০	৯২	বৃহস্পতি
১২৮৮	২৩ মার্চ ১৮৭১	৮১	শুক্র
১২৮৯	* ১১ মার্চ ১৮৭২	৭০	রবি
১২৯০	১ মার্চ ১৮৭৩	৫৯	মংগল
১২৯১	১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪	৪৮	বুধ
১২৯২	৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫	৩৭	বৃহস্পতি
১২৯৩	* ২৮ জানুয়ারী ১৮৭৬	২৭	শুক্র
১২৯৪	১৬ জানুয়ারী ১৮৭৭	১৫	রবি

* *অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১২৯৫	৫ জানুয়ারী ১৮৭৮	৪	সোম
১২৯৬	২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৮	৩৫৯	মংগল
১২৯৭	১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৯	৩৪৮	বুধ
১২৯৮	* ৪ ডিসেম্বর ১৮৮০	৩৩৮	বৃহস্পতি
১২৯৯	২৩ নভেম্বর ১৮৮১	৩২৬	শনি
১৩০০	১২ নভেম্বর ১৮৮২	৩১৫	রবি
১৩০১	২ নভেম্বর ১৮৮৩	৩০৫	সোম
১৩০২	* ২১ অক্টোবর ১৮৮৪	২৯৪	মংগল
১৩০৩	১০ অক্টোবর ১৮৮৫	২৮২	বৃহস্পতি
১৩০৪	৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬	২৭২	শুক্র
১৩০৫	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭	২৬১	শনি
১৩০৬	* ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮	২৫০	রবি
১৩০৭	২৮ আগস্ট ১৮৮৯	২৩৯	মংগল
১৩০৮	১৭ আগস্ট ১৮৯০	২২৮	বুধ
১৩০৯	৭ আগস্ট ১৮৯১	২১৮	বৃহস্পতি
১৩১০	* ২৬ জুলাই ১৮৯২	২০৭	শুক্র
১৩১১	১৫ জুলাই ১৮৯৩	১৯৫	রবি
১৩১২	৫ জুলাই ১৮৯৪	১৮৫	সোম
১৩১৩	২৪ জুন ১৮৯৫	১৭৪	মংগল
১৩১৪	* ১২ জুন ১৮৯৬	১৬৩	বুধ
১৩১৫	২ জুন ১৮৯৭	১৫২	শুক্র
১৩১৬	২২ মে ১৮৯৮	১৪১	শনি
১৩১৭	১২ মে ১৮৯৯	১৩১	রবি
১৩১৮	১ মে ১৯০০	১২০	সোম
১৩১৯	২০ মে ১৯০১	১০৯	মংগল
১৩২০	১০ এপ্রিল ১৯০২	৯৯	বুধ

* অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৩২১	৩০ মার্চ ১৯০৩	৮৮	বৃহস্পতি
১৩২২	* ১৮ মার্চ ১৯০৪	৭৭	শুক্র
১৩২৩	৮ মার্চ ১৯০৫	৬৬	রবি
১৩২৪	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০৬	৫৫	সোম
১৩২৫	১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭	৪৪	মংগল
১৩২৬	* ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮	৩৪	বুধ
১৩২৭	২৩ জানুয়ারী ১৯০৯	২২	শুক্র
১৩২৮	১৩ জানুয়ারী ১৯১০	১২	শনি
১৩২৯	২ জানুয়ারী ১৯১১	১	রবি
১৩৩০	২২ ডিসেম্বর ১৯১১	৩৫৫	রবি
১৩৩১	* ১১ ডিসেম্বর ১৯১২	৩৪৫	সোম
১৩৩২	৩০ নভেম্বর ১৯১৩	৩৩৩	বুধ
১৩৩৩	১৯ নভেম্বর ১৯১৪	৩২২	বৃহস্পতি
১৩৩৪	৯ নভেম্বর ১৯১৫	৩১২	শুক্র
১৩৩৫	* ২৮ অক্টোবর ১৯১৬	৩০১	শনি
১৩৩৬	১৭ অক্টোবর ১৯১৭	২৮৯	সোম
১৩৩৭	৭ অক্টোবর ১৯১৮	২৭৯	মংগল
১৩৩৮	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৯	২৬৮	বুধ
১৩৩৯	* ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২০	২৫৮	বৃহস্পতি
১৩৪০	৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১	২৪৬	শনি
১৩৪১	২৪ আগস্ট ১৯২২	২৩৫	রবি
১৩৪২	১৪ আগস্ট ১৯২৩	২২৫	সোম
১৩৪৩	* ২ আগস্ট ১৯২৪	২১৪	মংগল
১৩৪৪	২২ জুলাই ১৯২৫	২০২	বৃহস্পতি
১৩৪৫	১২ জুলাই ১৯২৬	১৯২	শুক্র
১৩৪৬	১ জুলাই ১৯২৭	১৮১	শনি

* *অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)*

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৩৪৭	* ২০ জুলাই ১৯২৮	১৭১	রবি
১৩৪৮	৯ জুলাই ১৯২৯	১৫৯	মংগল
১৩৪৯	২৯ মে ১৯৩০	১৪৮	বুধ
১৩৫০	১৯মে ১৯৩১	১৩৮	বৃহস্পতি
১৩৫১	* ৭ মে ১৯৩২	১২৭	শুক্র
১৩৫২	২৬ এপ্রিল ১৯৩৩	১১৫	রবি
১৩৫৩	১৬ এপ্রিল ১৯৩৪	১০৫	সোম
১৩৫৪	৫ এপ্রিল ১৯৩৫	৯৪	মংগল
১৩৫৫	* ২৪ মার্চ ১৯৩৬	৮৩	বুধ
১৩৫৬	১৪ মার্চ ১৯৩৭	৭২	শুক্র
১৩৫৭	৩ মার্চ ১৯৩৮	৬১	শনি
১৩৫৮	২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯	৫১	রবি
১৩৫৯	* ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০	৪০	সোম
১৩৬০	২৯ জানুয়ারী ১৯৪১	২৮	বুধ
১৩৬১	১৯ জানুয়ারী ১৯৪২	১৮	বৃহস্পতি
১৩৬২	৮ জানুয়ারী ১৯৪৩	৭	শুক্র
১৩৬৩	২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩	৩৬১	শুক্র
১৩৬৪	* ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪	৩৫১	শনি
১৩৬৫	৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫	৩৩৯	সোম
১৩৬৬	২৫ নভেম্বর ১৯৪৬	৩২৮	মংগল
১৩৬৭	১৫ নভেম্বর ১৩৪৭	৩১৮	বুধ
১৩৬৮	* ৩ নভেম্বর ১৯৪৮	৩০৭	বৃহস্পতি
১৩৬৯	২৪ অক্টোবর ১৯৪৯	২৯৬	শনি
১৩৭০	১৩ অক্টোবর ১৯৫০	২৮৫	রবি
১৩৭১	২ অক্টোবর ১৯৫১	২৭৪	সোম
১৩৭২	* ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫২	২৬৪	মংগল

* অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ঐ দিন
১৩৭৩	১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩	১২৫	বৃহস্পতি
১৩৭৪	৩০ আগস্ট ১৯৫৪	২৪১	শুক্র
১৩৭৫	২০ আগস্ট ১৯৫৫	২৩১	শনি
১৩৭৬	* ৮ আগস্ট ১৯৫৬	২২০	রবি
১৩৭৭	২৯ জুলাই ১৯৫৭	২০৯	মংগল
১৩৭৮	১৮ জুলাই ১৯৫৮	১৯৮	বুধ
১৩৭৯	৭ জুলাই ১৯৫৯	১৮৭	বৃহস্পতি
১৩৮০	* ২৫ জুন ১৯৬০	১৭৬	শুক্র
১৩৮১	১৪ জুন ১৯৬১	১৬৪	রবি
১৩৮২	৪ জুন ১৯৬২	১৫৪	সোম
১৩৮৩	২৫ মে ১৯৬৩	১৪৪	মংগল
১৩৮৪	* ১৩ মে ১৯৬৪	১৩৩	বুধ
১৩৮৫	২ মে ১৯৬৫	১২১	শুক্র
১৩৮৬	২২ এপ্রিল ১৯৬৬	১১১	শনি
১৩৮৭	১১ এপ্রিল ১৯৬৭	১০০	রবি
১৩৮৮	* ৩১ মে ১৯৬৮	৯০	সোম
১৩৮৯	২০ মার্চ ১৯৬৯	৭৮	বুধ
১৩৯০	৯ মার্চ ১৯৭০	৬৭	বৃহস্পতি
১৩৯১	২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১	৫৭	শুক্র
১৩৯২	* ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	৪৬	শনি
১৩৯৩	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	৩৪	সোম
১৩৯৪	২৫ জানুয়ারী ১৯৭৪	২৪	মংগল
১৩৯৫	১৪ জানুয়ারী ১৯৭৫	১৩	বুধ
১৩৯৬	* ৩ জানুয়ারী ১৯৭৬	২	বৃহস্পতি
১৩৯৭	* ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬	৩৫৭	বৃহস্পতি
১৩৯৮	১২ ডিসেম্বর ১৯৭৭	৩৪৫	শনি

* অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৩৯৯	২ ডিসেম্বর ১৯৭৮	৩৩৫	রবি
১৪০০	২১ নভেম্বর ১৯৭৯	৩২৪	সোম
১৪০১	* ৯ নভেম্বর ১৯৮০	৩১৩	মংগল
১৪০২	৩০ অক্টোবর ১৯৮১	৩০২	বৃহস্পতি
১৪০৩	১৯ অক্টোবর ১৯৮২	২৯১	শুক্র
১৪০৪	৮ অক্টোবর ১৯৮৩	২৮০	শনি
১৪০৫	* ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪	২৭০	রবি
১৪০৬	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫	২৫৮	মংগল
১৪০৭	৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	২৪৮	বুধ
১৪০৮	২৬ আগস্ট ১৯৮৭	২৩৭	বৃহস্পতি
১৪০৯	*১৪ আগস্ট ১৯৮৮	২২৬	শুক্র
১৪১০	৪ আগস্ট ১৯৮৯	২১৫	রবি
১৪১১	২৪ জুলাই ১৯৯০	২০৪	সোম
১৪১২	১৩ জুলাই ১৯৯১	১৯৩	মংগল
১৪১৩	*২ জুলাই ১৯৯২	১৮৩	মংগল
১৪১৪	২১ জুন ১৯৯৩	১৭১	শুক্র
১৪১৫	১০ জুন ১৯৯৪	১৬০	শনি
১৪১৬	৩১ মে ১৯৯৫	১৫০	রবি
১৪১৭	*১৯ মে ১৯৯৬	১৩৯	সোম
১৪১৮	৯ মে ১৯৯৭	১২৮	বুধ
১৪১৯	২৮ এপ্রিল ১৯৯৮	১১৭	বৃহস্পতি
১৪২০	১৭ এপ্রিল ১৯৯০	১০৬	শুক্র
১৪২১	*৬ এপ্রিল ২০০০	৯৬	শনি
১৪২২	২৬ মার্চ ২০০১	৮৫	সোম
১৪২৩	১৫ মার্চ ২০০২	৭৪	শুক্র
১৪২৪	৪ মার্চ ২০০৩	৬৩	মঙ্গল
১৪২৫	২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৪	৫২	শনি
১৪২৬	১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৫	৪১	বৃস্পতি
১৪২৭	৩০ জানুয়ারী ২০০৬	৩০	সোম

* অধিবর্ষ (লিপইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৪২৮	১৯ জানুয়ারী ২০০৭	১৯	শুক্র
১৪২৯	৮ জানুয়ারী ২০০৮	৮	মঙ্গল
১৪৩০	২৭ ডিসেম্বর ২০০৮	৩৬৩	শনি
১৪৩১	১৬ ডিসেম্বর ২০০৯	৩৫০	বুধ
১৪৩২	৫ ডিসেম্বর ২০১০	৩৩৯	রবি
১৪৩৩	২৪ নভেম্বর ২০১১	৩২৮	বৃহস্পতি
১৪৩৪	১৩ নভেম্বর ২০১২*	৩১৮	মঙ্গল
১৪৩৫	২ নভেম্বর ২০১৩	৩০৬	শনি
১৪৩৬	২২ অক্টোবর ২০১৪	২৯৫	বুধ
১৪৩৭	১১ অক্টোবর ২০১৫	২৮৪	রবি
১৪৩৮	২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬*	২৭৩	বৃহস্পতি
১৪৩৯	১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭	২৬২	সোম
১৪৪০	৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২৫১	শুক্র
১৪৪১	২৭ আগস্ট ২০১৯	২৩৯	মঙ্গল
১৪৪২	১৫ আগস্ট ২০২০*	২২৮	শনি
১৪৪৩	৪ আগস্ট ২০২১	২১৬	বুধ
১৪৪৪	২৪ জুলাই ২০২২	২০৫	রবি
১৪৪৫	১৩ জুলাই ২০২৩	১৯৪	বৃহস্পতি
১৪৪৬	১ জুলাই ২০২৪*	১৮৩	সোম
১৪৪৭	২০ জুন ২০২৫	১৭১	শুক্র
১৪৪৮	৯ জুন ২০২৬	১৬০	মঙ্গল
১৪৪৯	২৯ মে ২০২৭	১৪৯	শনি
১৪৫০	১৭ মে ২০২৮*	১৩৮	বুধ
১৪৫১	৬ মে ২০২৯	১২৬	রবি
১৪৫২	২৫ এপ্রিল ২০৩০	১১৫	বৃহস্পতি
১৪৫৩	১৪ এপ্রিল ২০৩১	১০৪	সোম
১৪৫৪	২ এপ্রিল ২০৩২*	৯৩	শুক্র
১৪৫৫	২২ মার্চ ২০৩৩	৮১	মঙ্গল
১৪৫৬	১১ মার্চ ২০৩৪	৭০	শনি

* অধিবর্ষ (লিপইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের শুরু দিন
১৪৫৭	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০৩৫	৫৯	বুধ
১৪৫৮	১৭ ফেব্রুয়ারী ২০৩৬*	৪৮	রবি
১৪৫৯	৫ ফেব্রুয়ারী ২০৩৭	৩৬	বৃহস্পতি
১৪৬০	২৫ জানুয়ারী ২০৩৮	২৫	সোম
১৪৬১	১৪ জানুয়ারী ২০৩৯	১৪	শুক্র
১৪৬২	৩ জানুয়ারী ২০৪০*	৩	মঙ্গল
১৪৬৩	২২ ডিসেম্বর ২০৪০	৩৫৭	শনি
১৪৬৪	১১ ডিসেম্বর ২০৪১	৩৪৫	বুধ
১৪৬৫	৩০ নভেম্বর ২০৪২	৩৩৪	রবি
১৪৬৬	১৯ নভেম্বর ২০৪৩	৩২৩	বৃহস্পতি
১৪৬৭	৭ নভেম্বর ২০৪৪*	৩১২	সোম
১৪৬৮	২৭ অক্টোবর ২০৪৫	৩০০	শুক্র
১৪৬৯	১৬ অক্টোবর ২০৪৬	২৮৯	মঙ্গল
১৪৭০	৫ অক্টোবর ২০৪৭	২৭৮	শনি
১৪৭১	২৩ সেপ্টেম্বর ২০৪৮*	২৬৭	বুধ
১৪৭২	১২ সেপ্টেম্বর ২০৪৯	২৫৫	রবি
১৪৭৩	১ সেপ্টেম্বর ২০৫০	২৪৪	বৃহস্পতি
১৪৭৪	২১ আগস্ট ২০৫১	২৩৩	সোম
১৪৭৫	৯ আগস্ট ২০৫২*	২২২	শুক্র
১৪৭৬	২৯ জুলাই ২০৫৩	২১০	মঙ্গল
১৪৭৭	১৮ জুলাই ২০৫৪	১৯৯	শনি
১৪৭৮	৭ জুলাই ২০৫৫	১৮৮	বুধ
১৪৭৯	২৫ জুন ২০৫৬*	১৭৭	রবি
১৪৮০	১৪ জুন ২০৫৭	১৬৫	বৃহস্পতি
১৪৮১	৩ জুন ২০৫৮	১৫৪	সোম
১৪৮২	২৩ মে ২০৫৯	১৪৩	শুক্র
১৪৮৩	১১ মে ২০৬০*	১৩২	মঙ্গল
১৪৮৪	৩০ এপ্রিল ২০৬১	১২০	শনি
১৪৮৫	১৯ এপ্রিল ২০৬২	১০৯	বুধ

* অধিবর্ষ (লিপইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৪৮৬	৮ এপ্রিল ২০৬৩	৯৮	রবি
১৪৮৭	২৭ মার্চ ২০৬৪*	৮৭	বৃহস্পতি
১৪৮৮	১৫ মার্চ ২০৬৫	৭৪	রবি
১৪৮৯	৪ মার্চ ২০৬৬	৬৩	বৃহস্পতি
১৪৯০	২১ ফেব্রুয়ারী ২০৬৭	৫২	সোম
১৪৯১	১০ ফেব্রুয়ারী ২০৬৮*	৪১	শুক্র
১৪৯২	২৯ জানুয়ারী ২০৬৯	২৯	মঙ্গল
১৪৯৩	১৮ জানুয়ারী ২০৭০	১৮	শনি
১৪৯৪	৭ জানুয়ারী ২০৭১	৭	বুধ
১৪৯৫	২৭ ডিসেম্বর ২০৭১	৩৬১	রবি
১৪৯৬	১৫ ডিসেম্বর ২০৭২*	৩৫০	বৃহস্পতি
১৪৯৭	৪ ডিসেম্বর ২০৭৩	৩৩৮	সোম
১৪৯৮	২৩ নভেম্বর ২০৭৪	৩২৭	শুক্র
১৪৯৯	১২ নভেম্বর ২০৭৫	৩১৬	মঙ্গল
১৫০০	৩১ অক্টোবর ২০৭৬*	৩০৫	শনি
১৫০১	২০ অক্টোবর ২০৭৭	২৯৩	বুধ
১৫০২	৯ অক্টোবর ২০৭৮	২৮২	রবি
১৫০৩	২৮ সেপ্টেম্বর ২০৭৯	২৭১	বৃহস্পতি
১৫০৪	১৬ সেপ্টেম্বর ২০৮০*	২৬০	সোম
১৫০৫	৫ সেপ্টেম্বর ২০৮১	২৪৮	শুক্র
১৫০৬	২৫ আগস্ট ২০৮২	২৩৭	মঙ্গল
১৫০৭	১৪ আগস্ট ২০৮৩	২২৬	শনি
১৫০৮	২ আগস্ট ২০৮৪*	২১৫	বুধ
১৫০৯	২২ জুলাই ২০৮৫	২০৩	রবি
১৫১০	১১ জুলাই ২০৮৬	১৯২	বৃহস্পতি
১৫১১	৩০ জুন ২০৮৭	১৮১	সোম
১৫১২	১৮ জুন ২০৮৮*	১৭০	শুক্র
১৫১৩	৭ জুন ২০৮৯	১৫৮	মঙ্গল
১৫১৪	২৭ মে ২০৯০	১৪৭	শনি

* অধিবর্ষ (লিপইয়ার)

হিজরী সন	১লা মহররমে খৃষ্টীয় তারিখ	খৃষ্টীয় বর্ষে অতিক্রান্ত দিন সংখ্যা	খৃষ্টীয় বর্ষের ১ম দিন
১৫১৫	১৬ মে ২০৯১	১৩৬	বুধ
১৫১৬	৪ মে ২০৯২*	১২৫	রবি
১৫১৭	২৩ এপ্রিল ২০৯৩	১১৩	বৃহস্পতি
১৫১৮	১২ এপ্রিল ২০৯৪	১০২	সোম
১৫১৯	১ এপ্রিল ২০৯৫	৯১	শুক্র
১৫২০	২০ মার্চ ২০৯৬*	৮০	মঙ্গল
১৫২১	৯ মার্চ ২০৯৭	৬৮	শনি
১৫২২	২৬ ফেব্রুয়ারী ২০৯৮	৫৭	বুধ
১৫২৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ২০৯৯	৪৬	রবি
১৫২৪	৪ ফেব্রুয়ারী ২১০০*	৩৫	বৃহস্পতি

তথ্য ঃ (ক) দি মুসলিম এণ্ড খ্রিস্টীন ক্যালিণ্ডারস্। জি. এস. পি. ফ্রিম্যান-গ্রীনভাইল। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইউয়র্ক, ১৯৬৩।

(খ) কমপেরেটিভ টেবলস অব মুহাম্মাডান এণ্ড খ্রিষ্টীয়ান ডেটস। লেফটেনেন্ট কর্ণেল স্যার উলেসলী হেইগ। এস. এইচ. মুহাম্মদ আশ্রাফ, লাহোর, পাকিস্তান। এন. ডি।

* অধিবর্ষ (লিপইয়ার)

[বিঃ দ্রঃ] ৩৫৪ দিনে এক বৎসর, লিপইয়ার হলে ১ দিন বর্ধিত হবে। ২৯ অথবা ৩০ দিনে মাস হয়।